পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 269 Thursday, 29 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা ❋ ১২ ভাদ্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘যেটা করার দরকার ভাল বুঝে করবেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ বুধবার মেয়ো রোডের বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ‘কথামৃত’র একটি গল্পের উদাহরণ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভরা সভা থেকে দলকে ‘ফোঁস’ করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর। একই সঙ্গে কারও গায়ে হাত দিতে বারণও করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রয়োজনে ফোঁস করা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন মমতা। আর মুখ্যমন্ত্রী এ হেন বক্তব্য যে যথেষ্ঠ ইঙ্গিতপূর্ণ তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে না রাজনৈতিক মহল। বাম-বিজেপি-র এক যোগে দাবি, এই সভা থেকে উনি কার্যত উস্কানি দিলেন। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী আদ্যপান্ত বিজেপিকে দুষছিলেন বিভিন্ন ইস্যুতে। আরজি কর-ঘটনা নিয়ে বাংলার সঙ্গে চক্রান্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন মমতা। তখনই তিনি বলেন, ‘‘আমায় অনেক গালাগালি দিয়েছেন। অনেক অসম্মান করেছেন। আমি অনেক ভেবেছি। তবে দেখলাম আমি এদের বিরুদ্ধে কখনও বদলা নিইনি। আমরা বলেছিলাম এদের বিরুদ্ধে বদল চাই বদলা নয়।’’ এরপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ফের বলেন, ‘‘আজ বলছি, যেটা করার দরকার সেটা আপনারা ভাল বুঝে করবেন।’’ এই কথা বলার পর মুহূর্তেই জানান যে, তিনি অশান্তি চান না। তবে, ‘‘কুৎসা অপপ্রচার চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে আপনি তাঁকে কামড়াবেন না।’’ এরপরই তিনি ‘কথামৃতের’ প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘‘আপনারা ফোঁস তো করতে পারেন। আপনারা ফোঁস করতে শিখুন। ওদের বলবেন বাংলায় দাঙ্গা হয় না।’’ এরপর তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘বাইরে থেকে যারা এসেছেন। এখানে থাকবেন। মনে রাখবেন বিজেপির সঙ্গে মিশে পুলিশ পেটালে আপনার গায়েও কেউ হাত দিতে পারে। সেটা যেন না হয়। আমি কাউকে গায়ে হাত দিতে বলব না। আমি কোনও মৃত্যু চাই না। দুঃখ চাই না।’’ ধর্ষণের বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে আইনে পাশ করানো হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়ো রোডের সভা থেকে মমতা বলেন,

‘বদলার’ পরিবর্তে কী ইঙ্গিত দিলেন মমতা

‘‘রাজ্যের হাতে আইন থাকলে আমরা অনেক আগেই ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনতাম। কিন্তু অনেক অপেক্ষা করেছি। আর নয়। আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ফাঁসির বিল আনব। রাজ্যপালের কাছে পাঠাব।’’ রাজ্যপালকে ‘রাজাবাবু’ বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘‘আমি জানি রাজাবাবুর কাজ। উনি যদি বিল না পাশ করেন তাহলে মেয়েরা রাজভবনের সামনে গিয়ে বসে থাকবে।’’ সম্প্রতি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন রাজভবনেরই এক মহিলা কর্মী। সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘‘আপনার বিরুদ্ধে তো রাজভবনেরই এক কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। লজ্জা করে না!’’ ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইনের সপক্ষে সওয়াল করে এদিনের মঞ্চে অভিষেক বলেন, ‘‘দফা এক, দাবি এক, ধর্ষণ বিরোধী আইন আনা হোক। আগামীদিনে এই সরকার ধর্ষণ বিরোধী আইন আনুক। অভিষেক এও বলেন, রাতারাতি নোটবন্দি, লকডাউন করতে পারে, তাহলে ধর্ষণ বিরোধী আইন আনা হচ্ছে না কেন? আমরা চাই যারা এই নারকীয় বর্বর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের সমাজে থাকার অধিকার নেই।’’ ওই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ‘‘অভিষেক ঠিকই বলেছে। বিজেপি কেন ফাঁসির জন্য কঠোর সাজা আনছে না। আসলে ওরা জানে, তাতে ওদের সব লোক জেলে ঢুকে যাবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘যাঁরা ধর্ষম করবে তাঁদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, এই একটা কাজ করলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।’’ এরপরই ধর্ষণের বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবিতে এদিনের মঞ্চ থেকে দলের একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি জানান, আগামী শুক্রবার রাজ্যের প্রতিটি কলেজের গেটে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসির দাবিতে টিএমসিপি বিক্ষোভ দেখাবে। পরের দিন অর্থাৎ শনিবার ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে। ১ সেপ্টেম্বর মেয়েরা ধর্ষণের আইন বদলের দাবিতে প্রতিটি এলাকায় মিছিল করবেন। সুপ্রিম কোর্টের অনুরোধের পর সারা দেশের চিকিৎসকরা কাজে ফিরলেও বাংলার জুনিয়র চিকিৎসকরা এখনও কর্মবিরতিতে অনড়। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘১৬ দিন হয়ে গেল। আজকেও জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল আছে। আমি চাই, তাঁরা ভাল করে করুক। আমার সমর্থন তাঁদের সঙ্গে আছে। কারণ, ওরা ওদের বন্ধুর মৃত্যুর বিচার চাইছে। সঙ্গে এটাও বলব, আপনারা তো মানবিক, মানুষকে সেবা দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ। সুপ্রিমকোর্টও কাজে যোগ দিতে বলছে। অনেক মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছে। এরা গরিব লোক। এরা কোথায় যাবে? একটা সন্তানসম্ভাবা মায়ের ডেলিভারি তো ডাক্তাররাই করে।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কোনও নিইনি, নেবও না। ক্ষোভ থাকতে পারে কিন্তু এবার কাজে যোগ দিন।’’

তিলোত্তমা কাণ্ডে আতঙ্কে খোদ রাষ্ট্রপতি!

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ ‘আমি হতাশ এবং আতঙ্কিত, যথেষ্ট হয়েছে।’ এবার আরজি কর কাণ্ডে গর্জে উঠলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আরজি কর কলেজ ও হাসপাতালে, এক প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দেশব্যাপী চিকিৎসকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শুধু তাঁরাই নন, সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমেছেন প্রতিবাদে। আর দেশের মানুষের এই মনোভাবই, বুধবার (২৮ আগস্ট) অনুরণিত হল রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন তিনি। আরজি করের ঘটনার

তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, মহিলাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘‘যথেষ্ট হয়েছে। ছাত্র, ডাক্তার এবং নাগরিকরা যখন কলকাতায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তখন অপরাধীরা অন্যত্র ঘাপটি মেরে আছে। কোন সভ্য সমাজে মেয়ে-বোনদের উপর এমন নৃশংস নির্যাতন চলতে পারে না। সমাজকে সতভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে আত্মদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের কিছু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রায়শই মহিলাদের মনুষ্যেতর, কম শক্তিশালী, কম সক্ষম, কম বুদ্ধিমান হিসাবে দেখা হয়। এই শোচনীয় মানসিকতা রয়েছে সমাজে।’’ তিলোত্তমা কাণ্ড নিয়ে মুখ খোলার দিন, নির্ভয়া মামলার কথাও স্মরণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, ‘‘নির্ভয়া ঘটনার পর থেকে ১২ বছরে, অগণিত ধর্ষণ হয়েছে, যা সমাজ ভুলে গিয়েছে। এই সম্মিলিতভাবে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। যে সমাজ ইতিহাসের মুখোমুখি হতে ভয় পায়, তারাই এই সম্মিলিত স্মৃতিভ্রংশের পথ অবলম্বন করে। এখন ভারতেরও ইতিহাসের মুখোমুখি হওয়ার সময় এসেছে।’’

দিদিমণি ভয় পেয়েছেন, বললেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ পুলিশ নামিয়ে বনধ বানচালের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপির রাজ্য সভপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে বুধবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। বনধ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা আগে বুধবার বিকেল চারটেয় সাংবাদিক বৈঠক থেকে বনধ সফল দাবি করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি

বলেন, ‘‘বনধকে ব্যর্থ করতে পুলিশ এবং তৃণমূলের বাহিনী মাঠে নেমেছিল। এর থেকেই প্রমাণিত, দিদিমণি ভয় পেয়েছেন।’’ এদিন রাজ্য সরকার বেসরকারি বাসকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছিল বলে অভিযোগ করে সুকান্ত বলেন, ‘‘ভয় দেখিয়ে রাস্তায় বাস নামানো হয়েছে, কিন্তু বাসে লোক ছিল না বললেই চলে। এর থেকেই প্রমাণিত মানুষের স্বতস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে এই বনধে।’’ এদিন টিএমসিপির মঞ্চ থেকে বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে ফোঁস করার পরামর্শ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত বলেন, ‘‘সাংবিধানিক পদে থেকে উনি বলেছেন, বাংলায় অশান্তি হলে উত্তর পূর্ব ভারত জ্বলবে! একজন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন ভাষা মেনে নেওয়া যায় না। এটা তো বাংলাদেশের জামাতদের ভাষা। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বলব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশি কোন কোন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেদিকে নজর দিতে।’’ সুকান্তর আরও অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা থেকে নজর ঘোরাতে সিবিআইকে দোষারোপ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘শুরু তুমি করেছ, শেষ আমরা করব’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডে পর এই প্রথম। মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে এক যোগে সোচ্চার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু’জনই সোচ্চার হলেন দেশে ধর্ষণ-বিরোধী ‘টাইম বাউন্ড’ আইন নিয়ে আসার জন্য। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে এই আইন প্রণয়ন না করলে দিল্লিতে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক। আর সঙ্গে বললেন, সাংসদ হিসাবে নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইন নিয়ে আসবেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিচার তবেই হবে যদি আইন আসে। আমরা চাই, যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, সে যেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হোক না কেন, কঠোরতম শাস্তি হোক। প্রয়োজন ধর্ষণ বিরোধী টাইম বাউন্ড আইন। এই আইন যদি আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে ভারতে না আসে, কেন্দ্রের সরকার প্রণয়ন না করে, তাহলে দিল্লিতে আন্দোলন হবে। আমরা কেন্দ্রকে দলগতভাবে চিঠি লিখব। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই লিখেছেন।’’ ধর্ষণ বিরোধী আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে ‘প্রাইভেট মেম্বার বিল’ নিয়ে আসার কথা বলেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘কেন্দ্রের সরকার যদি এই বিল না আনে, তাহলে প্রাইভেট মেম্বার বিলের মাধ্যমে এই আইন নিয়ে আসতে বাধ্য করব দিল্লির সাংসদদের। প্রত্যেক সাংসদের অধিকার আছে, প্রাইভেট মেম্বার বিল মুভ করিয়ে সেটা বিল হিসাবে আইনসভায় পাশ করিয়ে আইন তৈরি করার। বাংলার মানুষ আমাকে এই অধিকার দিয়েছে।’’ উল্লেখ্য, প্রাইভেট মেম্বার বিল হল এমন এক ধরনের বিল যা একজন সংসদ সদস্য আনতে পারেন। তাই এটিকে একটি বেসরকারি সদস্য বিলও বলা হয়। মন্ত্রী নন এমন সাংসদরা ব্যক্তিগত সদস্য হিসাবে বিবেচিত হন। অভিষেকের বক্তব্য, ‘‘ভারতবর্ষে ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন আসা উচিত। টাইম বাউন্ড। এক মাস থেকে দুমাসের মধ্যে ট্রায়াল ও কনভিকশন শেষ করে দোষী সাব্যস্ত করার মতো কঠোর আইন ভারতের সংসদে আসা উচিত।’’ এই মামলার সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘৯ তারিখ ঘটনা ঘটেছে। ১০ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, যে কেস যদি চায় সিবিআই নিতে পারে। আমরা চাই বিচার হোক। আজ ১৪ দিন সিবিআই তদন্ত করছে। সারদার তদন্তে ১০ বছর হয়েছে, ফাইনাল চার্জশিট জমা পড়েনি। যত তদন্ত হয়েছে, একটারও সুরাহা হয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে, কী বিচার হয়েছে? তাঁর অভিযোগ, যাঁরা আন্দোলন করেছেন, বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতেই সিবিআই-ইডিকে কাজে লাগিয়ে।’’ বিজেপিকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বললেন, ‘‘দফা এক, দাবি এক, ধর্ষণ বিরোধী আইন আনা হোক। আগামীদিনে এই সরকার ধর্ষণ বিরোধী আইন আনুক।’’

১২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মার্ট সিটিতে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃবড়সড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার জাতীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর উন্নয়ন

কর্মসূচির অধীনে ১২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মার্ট সিটি অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য ২৮,৬০২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে এদিন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসে। তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এটি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠক। যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য।

বেগুসরাইয়ে এনআইএর তল্লাশি অভিযান, হেফাজতে এক নকশাল কমান্ডারসহ ৫

পাটনা, ২৮ আগস্ট ঃ বেগুসরাইতে অভিযান চালিয়ে এক নকশাল কমান্ডার-সহ তাঁর পরিবারের পাঁচজনকে আটক করেছে এনআইএ। জানা গেছে, ওই নকশাল কমান্ডারের নাম বিহারী পাসোয়ান। বুধবার সকালেই এনআইএ বিহারের বেগুসরাইতে অভিযান চালায়।জানা যাচ্ছে, এনআইএ এদিন বেগুসরাইয়ের তেয়ার থানা এলাকার অন্তর্গত পালিগাঁওতে অভিযান চালায়। এনআইএ বিহারী পাসোয়ান-সহ পাঁচ সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। বিহারী পাসোয়ান ছাড়াও এনআইএ তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানকেও আটক করে। তাঁদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এইমস-এ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোহন যাদবের, জানালেন মঙ্গুবাঈ ভালো আছেন

ভোপাল, ২৮ আগস্ট ঃ ভোপাল এইমস এ গিয়ে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মাঙ্গুবাঈ প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যপাল মঙ্গুবাঈ প্যাটেল ভালো আছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বুধবার ভোপালের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস পরিদর্শন করেন। তিনি এখানে চিকিৎসাধীন রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেলের সঙ্গেও দেখা করেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দু'দিন আগে ভাইরাল জ্বরের কারণে তাঁকে (মঙ্গুভাই প্যাটেল) এখানে ভর্তি করা হয়েছিল, তাঁর অবস্থা খুব ভালো, আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি এবং খুব শীঘ্রই তিনি বাড়িতে যাবেন। এইমসএর সমস্ত ব্যবস্থা ভাল, আমি অন্যান্য রোগীর সঙ্গেও দেখা করেছি।

বাউল গানে পাটের চাষ, মন কাড়ছে চাষিদের

দুরন্তবার্তা,২৮আগষ্টঃআঞ্চলিক শিল্পীদের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের প্রচার নতুন কিছু নয়, তবে এবার উচ্চ ফলনশীল পাটের প্রচারেও ব্যবহার করা হচ্ছে বাউলগান। নুজিভীডু সিডস কোম্পানীর তৈরি রাজা পাট এবছর ফলন হয়েছে ভালোই। এখন পাট পচানোর সময়। তাই পাট চাষীদের কিছুটা আনন্দ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের দিওর গ্রামে পাট চাষীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বাউল গানের আসর। বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত বাউল শিল্পি উত্তমদাস বাউল গেয়ে শোনান রাজা পাট নিয়ে তার গান। সঙ্গে অবশ্য গ্রামের এক বাউল শিল্পিও বাউল গানে মাতিয়ে তোলেন দর্শকদের।রাজা পাটের বীজ উৎপাদনকারী সংস্থাও এই গান শুনে খুশি। ঙএই বীজ প্রস্তুতকারক সংস্থা,নুজিভীডু সীডস এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই পাট একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে চাষিদের। এটা সম্ভব হয়েছে পাটের লম্বা আঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এর একর প্রতি ন্যূনতম বাড়তি ২ কুইঃ টাল উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে। সংস্থার দাবি, রাজা এন জে ৭০০৫ পাটের একটি নতুন প্রজাতি যা ২০২০ সালে চালু হয়েছে। তার পর থেকে পাট চাষের দুনিয়া অনেকটাই বদলে গেছে। এন জে৭০০৫ রাজা পাটের এই ভ্যারাইটি নুজিভীডু সীডস এর গবেষণা বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ মসিউর রহমান কতৃক উদ্ভাবিত। এই চাষে খরচ অন্যান্য পাটের তুলনায় কম, সঙ্গে পাওয়া যায় উচ্চ ফলন, উচ্চতর গুণমানের তন্তু ও আগের চেয়ে বেশি লাভের সুযোগ। রাজা পাট চাষ করেছেন এমন চাষিরা জানিয়েছেন,আগের চেয়ে তাঁদের লাভের পরিমাণ বেড়েছে। তাই ভবিষ্যতেও এই বীজই চাষ করতে চান তারা। কারন অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এই পাট দু ফুট বেশি লম্বা, অর্থাৎ বেশি ফলন, মোটা ছাল যা ফলন এবং তন্তুর গুণমান বাড়িয়েছে।একথা শুনে তা নিয়েই গান গাইলেন বাউল শিল্পি। সেই গান শুনে খুশি গ্রামের মানুষ। যাঁরা এখনও এই বীজে চাষ শুরু করেনি, এই গান শুনে তাঁরাও রাজা পাট চাষে উৎসাহ পাচ্ছেন।

চার দশকের অভিজ্ঞতায় দাবি, এক অর্থে আন্দোলন ছিল অনন্য

অশোক সেনগুপ্ত,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ইতিবাচক না নেতিবাচক, আন্দোলনে রাজনীতি কতটা ছিল এ সব নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক চলছেই। তবে আক্ষরিক অর্থেই গত মঙ্গলবার কলকাতার কিছু জায়গা হয়ে উঠেছিল রণক্ষেত্র। পুলিশের যথেচ্ছ কাঁদানে গ্যাসের শেল, জল কামান আর বেপরোয়া লাঠিও দমন করতে পারেনি প্রতিবাদীদের। এই তৃণমূল আমল তো বটেই, গত চার দশকের আন্দোলন দেখার অভিজ্ঞতায় দাবি করছি, সত্যি বুঝি এদিনের আন্দোলন ছিল অনন্য।বড় আন্দোলন কলকাতা নানা সময়ে অনেক দেখেছে। ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস ভোট দেওয়ার জন্য ভোটার কার্ডকে একমাত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে কলকাতায় এক সমাবেশ করেছিল। তখন পুলিশের গুলিতে ১৩ জন মারা যায়। কিন্তু গত মঙ্গলবারের মতো কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা ছাড়া অতীতে কলকাতায় আন্দোলন কবে হয়েছিল, সম্ভবত কারওর জানা নেই। আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমত নাজেহাল হতে হয় সঙ্ঘবদ্ধ পুলিশ বাহিনীকে। রক্ত ঝড়েছে দু'পক্ষেরই। আহত হয়েছেন অনেকেই। কিন্তু আগাম নানা প্রস্তুতি নিয়েও হরেক আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছে।কলকাতার এতদিনের সমস্বর ছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। সেই সঙ্গে ছিল 'লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই'-এর মত শ্লোগানও। শোনা গেল মহিলাদের সুর ডাক্তারদিদির রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। প্রতিবাদীদের কারও হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, কারও হাতে জাতীয় পতাকা। কারও গায়ে জড়ানো জাতীয় পতাকা। রবীন্দ্র সেতুতে ক্রমান্বয়ে জলবর্ষণের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এরকমই পতাকাহাতে শুভ্রশ্মশ্রুর এক প্রৌঢ় নজর কেড়েছেন অনেকের।আর জি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর এদিনের নবান্ন অভিযান। অভিযানের অনুমতি দেয়নি পুলিশ, যদিও নিজেদের কর্মসূচিতে অনড় সংগঠন সদস্যদের দাবি, কলেজ স্কোয়ার ও সাঁতরাগাছি থেকে নবান্নের দিকে এগোয় দু'টি মিছিল। কলেজ স্কোয়ার থেকে ইডেন গার্ডেন্স, হেস্টিংস হয়ে নবান্নের দিকে যায় একটি মিছিল। অপর মিছিলটি হাওড়ার সাঁতরাগাছি থেকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে নবান্নর দিকে এগোয়। অন্যদিকে, ঐদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তাঁদের দাবি, কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের ৯টি সংগঠন, আদিবাসীদের দু'টি সংগঠন এবং অস্থায়ী কর্মীরা । সেই কর্মসূচিরও অনুমতিও দেওয়া হয়নি পুলিশের তরফে। দু'টি কর্মসূচির অনুমতি না দিলেও, আন্দোলনকারীদের রুখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে পুলিশ।এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় নবান্ন ও তার আশপাশের এলাকা। জায়গায় জায়গায় গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। নবান্নের সামনে লাঠিধারী পুলিশের সঙ্গে মোতায়েন হয় র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। প্রস্তুত রাখা হয় কাঁদানে গ্যাসের শেল।নবান্ন একেবারের দুর্গের চেহারা নেয়। জলকামান, টিয়ার গ্যাসের সেল তো বটেই, রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে ব্যারিকেড ভেঙে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছিল, আনা হয়েছিল বড় বড় কন্টেনার। বেলা সাড়ে বারোটার কিছুটা সময় পর থেকে মিছিল আসতে শুরু করে। একটার পর থেকে পরিস্থিতি তপ্ত হতে থাকে। অ্যাকশন শুরু ১টায়। প্রথমে সাঁতরাগাছি, তারপর হাওড়া ব্রিজ, তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি।কোনও কোনও জায়গায় আন্দোলনকারীদের জমায়েত হঠাতে সমর্থ হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিছু হটছে পুলিশও। আক্রান্ত হতে হয় তাঁদেরও। হাওড়া ব্রিজে ইটের আঘাতে মাথা ফেটে যায় পুলিশের।হাওড়ার আশাপাশে এ দিন সকাল থেকেই নবান্ন ঘিরে বজ্র আঁটুনি। অথচ তা ভেঙে এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের মিছিল। ছাত্রসমাজের নামে ডাকা হয়েছিল অভিযান। অথচ পথে নামলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। সমাবেশে গর্জে উঠেছিল তরুণ কণ্ঠ 'পুলিশ তার মানে ভয় পেয়েছে, কেন লাঠি চালাচ্ছে? আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা ছাত্র'।হাওড়া স্টেশনের অদূরে, ফোরশোর রোড, প্রিন্সেপ ঘাট, মহাত্মা গান্ধী রোডে হাঙামা হয় বিভিন্ন স্থানে। কোথাও কোথাও হাতাহাতিও হয় পুলিশ-প্রতিবাদীদের মধ্যে। পুলিশ যেমন বেধড়ক মেরেছে কিছু প্রতিবাদীকে, সুযোগ পেয়ে একাধিক জায়গায় প্রতিবাদীদের হাতেও ধোলাই খেয়েছে পুলিশ। আন্দোলন নেমে মাটিতে পড়ে যান এক মহিলা। গর্জে উঠলেন সেখান থেকেই। পুলিশকে বললেন, 'আমাকে কি মেরে ফেলবেন'?প্রথমে সাঁতরাগাছি, তারপর হাওড়া ব্রিজ, তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। রীতিমতো ব্যারিকেড উপড়ে ফেলা হয়। পুলিশ ছুড়তে থাকে জল কামান, ফাটাতে থাকে টিয়ার গ্যাসের সেল। এ পর্যন্ত ছবিটা আর পাঁচটা নবান্ন অভিযানের মতোই। কিন্তু এরপর ক্যামেরায় ধরা পড়ে জাতীয় পতাকা হাতে এগিয়ে আসছেন দলে দলে আন্দোলনকারীরা। পুলিশ যখন জলকামান ছুড়ছে, তখনও পতপত করে উড়ছে জাতীয় পতাকা। আর সেটাই কার্যত 'শেল্টার'! একেবারে নবান্নের কাছাকাছি পৌঁছে যান আন্দোলনকারীরা। শেষ কবে কোনও রাজনৈতিক দলের নবান্ন অভিযান এতটা কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।কোনও কোনও জায়গায় আন্দোলনকারীদের জমায়েত হঠাতে সমর্থ হয় প্রশাসন। কিন্তু যতক্ষণে সেদিকের পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে, ঠিক উল্টোদিক থেকে আরও এক দল এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু এক পক্ষকে সামলাতে গিয়ে যে তখনই অনেকটা কসরত করতে হয়েছে পুলিশকে। ফলে অপরপক্ষ এগিয়ে আসতে পারে অনেকটাই। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিছু হটছে পুলিশই। আক্রান্ত হতে হয়েছে তাঁদেরই। বেলা ৩টে নাগাদ নবান্নের সামনে কন্টেনার দিয়ে জমায়েত আটকাতে ব্যস্ত হয় পুলিশ। দফায় দফায় ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল। নবান্নের উত্তরগেটমুখী রাস্তা, সেখান থেকে নবান্ন মাত্র ২-৩ মিনিট। কার্যত সে রাস্তায় পুলিশের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কারণ ততক্ষণে সেখান থেকে ভিড় সামলাতে পুলিশ চলে এসেছে সামনে। হঠাৎই একদল যুবকযুবতী সেই রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন। কয়েকশো ছেলেমেয়ে, আর সেখানে তাঁদের সামলাতে হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশ। নবান্নের একেবারে অদূরেই পৌঁছয়। প্রথমটায় পুলিশ সেভাবে তাঁদের আটকাতেই পারেনি।আন্দোলনের ঝাঁঝ কমাতে বেসামাল হয়ে পড়ে পুলিশ। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় ঢাকে রাজপথ। একটা সময়ে কার্যত জল কামানের জলও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও নবান্নের সামনে জমায়েত। ইতিমধ্যে বাবুঘাটে পুলিশের বাইকে আগুন লাগায় বিক্ষোভকারীরা। কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ।শিয়ালদার কাছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে একসময় তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে বিজেপির প্রতিবাদীদের হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হলে পুলিশ আটকায়। ওই কলেজের তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের এক পরামর্শদাতা পুলিশের ডিসি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে অভিযোগ করেন, বিজেপির ছেলেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। সেই উপলক্ষে ওই ফ্লেক্স তৈরি করা হয়েছিলো।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় সময় দেওয়ায় সাফল্য পেলেন মঙ্গলকোট সিভিক ভলেন্টিয়ার্স ত্রিদিব পাল

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃ 'আন্তর্জাতিক স্তরের' ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় চমকে দেওয়া সাফল্য পেলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার। মার্সাল আর্ট কিংবদন্তী ব্রুস লী'কে নিয়ে তথ্যচিত্র দেখার পর তা সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপ পালের মনে দাগ কাটে।তাঁরও ইচ্ছা জাগে 'ব্রুস লী'র' মত হওয়ার।সেই ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে ত্রিদীপ শুরু করেন 'ক্যারাটে'র প্রশিক্ষণ নেওয়া।ক্যারাটেতে নিজেকে যোগ্য করে তুলে সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপ অংশ নেয় 'আন্তর্জাতিক স্তরের' ক্যারাটে প্রতিযোগীতায়।তাত নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে ত্রিদীপ জয় করেছেন স্বর্ণ পদক ও রৌপ্য পদক।সেই সব পদকের দৌলতে সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপ এখন যেন সেলিব্রিটি। জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ বলেন,'আমি বিষটি সমন্ধে খোঁজ নিচ্ছি। সিভিক ভলেন্টিয়ারের পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথ হলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আমরাও তাকে সম্বর্ধিত করবো'। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসাবে কর্মরত আছেন স্নাতক ত্রিদীপ পাল। তিনি অবিবাহিত। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোটের সিমুলিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইছা বটগ্রামে।ত্রিদীপের বাবা পবিত্র চন্দ্র পাল দলিল লেখকের কাজ করেন। মা বেলাদেবী সাধারণ গৃহবধূ। একটি বেসরকারী কোম্পানিতে কাজ করেন ত্রিদীপের দাদা প্রদীপ। ত্রিদীপ জানিয়েছে,'খেলাধূলার প্রতি ছোট বয়স থেকেই তাঁর টান ছিল।তখন সব ধরণের খেলাই তিনি খেলতেন। তার পর কলেজের পাঠ শেষ করে সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ পাওয়ার আগে একদিন মার্সাল আর্ট কিংবদন্তী ব্রুস লী'কে নিয়ে তথ্যচিত্র দেখেন।ত্রিদীপের কথা অনুযায়ী,সেই তথ্যচিত্র দেখার পরেই অন্য খেলাধুলার প্রতি তাঁর আগ্রহ কমে। ব্রুস লী'র মার্সাল আর্ট তাঁর মনে দাগ কাটে।এরপর প্রায় ১০-১১বছর হল কাটোয়ার দাঁইহাটের বাসিন্দা ক্যারাটের দক্ষ প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদারের কাছে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ত্রিদীপ। সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপের কথা অনুয়ায়ী,চলতি বছরের ২১ জুন থেকে ২৩ জুন দীঘায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল 'শটো কাপ' ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগীতা।আইএসকেএফ ইণ্ডিয়া ছিল তার আয়োজক। প্রতিযোগীতায় শ্রীলংকা, বাংলাদেশ নেপাল,ভুটান থাইল্যাণ্ড,মালয়েশিয়ার ইন্সট্রাক্টররা চিফ গেস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।সেইসব দেশের প্রতিযোগী ছাড়াও বাংলা সহ ভারতের প্রতিযোগীরাও অংশ নেয়। বিভিন্ন ভপ্রতিযোগীকে পরাজিত করে 'টিম কাতা বিভাগে' স্বর্ণ পদক এবং 'টিম কাতা বিভাগে' রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন বলে ত্রিদীপ পাল জানিয়েছেন। এর আগে ২০২২ সালে 'বাংলাদেশে' অনুষ্ঠিত ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেছিলেন বলে ত্রিদীপ জানিয়েছেন ।সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপের এমন সাফল্যে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ কর্তারা খুবই খুশি । একই ভাবে খুশি এটি দীপের বাবা -মা এবং প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদার। মঙ্গলকোট থানার আই সি মধুসূদন ঘোষ বলেন,আমার থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার ত্রিদীপের সাফল্যে আমরা গর্বিত । ওর (ত্রিদীপের) পাশে আমরা থাকবো । প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদার বলেন, পরিতোষের সাফল্য আমাকেও গর্বিত করেছে। আর ত্রিদীপের সহ কর্মীরা বলেন ,'আমরা সিভিক ভলেন্টিয়ার বলে অনেকে আমাদের 'টেরা' চোখে দেখে থাকেন ।কিন্তু ত্রিদীপ প্রমাণ করে দিয়েছে ,'আমরা কমতি নই'

ছাত্র-ছাত্রী, যুবক যুবতীদের একটা বড় সামাজিক ভূমিকা আছে, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ছাত্রছাত্রী, যুবকযুবতীদের একটা বড় সামাজিক ভূমিকা আছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বার্তা দিয়েছেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসটিকে আমি উৎসর্গ করছি আমাদের সেই বোনটিকে, যাঁকে আমরা কয়েক দিন আগে আর জি কর হাসপাতালে মর্মান্তিকভাবে হারিয়ে শোকাহত।মমতা যোগ করেছেন, আর জি করে আমাদের সেই যে বোনকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিকতম সমবেদনা জানিয়ে এবং দ্রুততম গতিতে সেই ঘটনার সুবিচার চেয়ে, সেইসঙ্গে সারা ভারতে সকল বয়সের যত নারী যেখানে যত অমানুষিক ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্য আমরা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের দুঃখ জ্ঞাপন করি। ছাত্রছাত্রী, যুবকযুবতীদের একটা বড় সামাজিক ভূমিকা আছে। সমাজ ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখার মধ্যে দিয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন উপহার দেওয়া এবং চারপাশের সকলকে নতুন দিনের উজ্জ্বল ব্রতে উদ্বুদ্ধ করাই ছাত্র সমাজের কাজ। আজকের দিনে তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন, এই প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হন, ব্রতী থাকুন। আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকল্পে নিয়োজিত থাকুন।

বনগাঁ-শিয়ালদহ শাখায় স্বাভাবিক হল ট্রেন পরিষেবা, বিজেপির বনধের প্রতিবাদে তৃণমূল

বনগাঁ, ২৮ আগস্ট ঃ বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার নেতৃত্বে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আসেন বনগাঁ স্টেশনে। তারপর তারা রেল স্টেশনে অবরোধ করে দেন। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বনগাঁ-শিয়ালদহ শাখায়। বিজেপির এই বনধের প্রতিবাদ জানিয়ে বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছন বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। পরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া বলেছেন, বনধ চলছে...পুলিশ কিছুই করতে পারেনি, তাই, টিএমসির কর্মীরা এখানে এসেছে, মমতা তাদের পাঠিয়েছেন...আমরা এখান থেকে সরব না, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। তৃণমূল নেতা নারায়ণ ঘোষ বলছেন, তাঁরা গরিব মানুষকে কষ্ট দিতে চায়। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে ডাকাতি করতে। সাধারণ ও গরিব মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। এই ধরনের কাজ করে পশ্চিমবঙ্গকে থামানো যাবে না।

বনধের দিনে হাওড়ায় হেলমেট পরলেন বাস চালক

হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ বুধবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এই বাংলা বনধকে সফল করতে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় নামেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এই বনধের মধ্যেই দেখা গেল হাওড়ায় হেলমেট পরে বাসে চালকের আসনে বসেন এক বাসের চালক। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বনধের জেরে সতর্কতা হিসেবেই এই পদক্ষেপ।উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'ছাত্রসমাজ।' এই অভিযান রুখতে আন্দোলন কারীদের উপর লাঠিচার্জ-এর প্রতিবাদে বুধবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

কোটি কোটি মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম জন ধন যোজনাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার ১০-বছর পূর্তি উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন ধন যোজনার সুফল তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, জন ধন যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এবং কোটি কোটি মানুষকে, বিশেষ করে মহিলা, যুবসমাজ এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়কে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ জন ধন যোজনার ১০ বছর উদযাপন করছি। সমস্ত সুবিধাভোগীদের অভিনন্দন এবং যারা এই প্রকল্পকে সফল করার জন্য কাজ করেছেন

তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন। জন ধন যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এবং কোটি কোটি মানুষকে, বিশেষ করে মহিলা, যুবসমাজ এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়কে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত গুজরাটে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

আহমেদাবাদ, ২৮ আগস্ট ঃবিগত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবারও। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে গুজরাটের ভদোদরা, মোরবি আহমেদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। ভদোদরার আকোটা এলাকার বস্তি এলাকা পুরোপুরি জলের তলায়। কোথাও কোথাও রাস্তায় এতটাই জল জমে গিয়েছে যে, গাড়ি ডুবে গিয়েছে।গুজরাটের মোরবিতেও অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা, এই পরিস্থিতিতে আবার মাচ্ছু ড্যামের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কথা বলেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।অনদিকে বিগত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবারও। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে গুজরাটের ভদোদরা, মোরবি, আহমেদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। জানা গেছে, গুজরাটে দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সেনা পাঠিয়েছে কেন্দ্র। দ্বারকা, আনন্দ, ভদোদরা, খেড়া, মোরবি ও রাজকোট এর বৃষ্টি বিপর্যস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সেনা নিযুক্ত করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা দল এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ কাজ চালাচ্ছে।উল্লেখ্য, গুজরাটে ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কথা বলেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে জানা গেছে।

ভূমিধসের জেরে বন্ধ মুসৌরি যাওয়ার একটি রাস্তা, বিকল্প পথ ব্যবহারের আবেদন প্রশাসনের

মুসৌরি, ২৮ আগস্ট ঃ ভূমিধসের জেরে সিয়া গ্রামের (তেহরি গাড়ওয়াল) কাছে কেম্পটি থেকে মুসৌরি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। জানা গেছে, প্রবল বর্ষণে মুসৌরি থেকে কেম্পটি পর্যন্ত রাস্তার একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারফলেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।পুলিশ প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্কতা অবলম্বনের কথা জানানো হয়েছে। দেরাদুনের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পর্যটক ও যাত্রীদের এই পথ ব্যবহার না করার জন্য জানানো হয়েছে। তাঁরা যেন বিকল্প পথ ব্যবহার করেন, সে কথাও বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। তবে কবে তা আবার স্বাভাবিক হবে, জানা যায়নি।

মহাত্মা অয়ঙ্কলির জন্মদিনে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ মহাত্মা অয়ঙ্কলিকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিতবাবু বুধবার লিখেছেন, আমি মহাত্মা অযঙ্কলিকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম করি। সমাজ সংস্কারের মশাল বাহক, অয়ঙ্কলি জি, মানবতাকে একটি ন্যায় ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করেছেন, বিশ্বের জন্য আদর্শকে ধারণ করেছেন। তাঁর নীতিগুলি বিকশিত ভারতএর জন্য সামাজিক রূপান্তরের জন্য আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হয়ে থাকবে।প্রসঙ্গত, অয়ঙ্কলি (২৮ আগস্ট ১৮৬৩-১৮ জুন ১৯৪১) ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইন

প্রণেতা এবং বিপ্লবী নেতা। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামের ফলে এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা কেরলের সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোকে উন্নত করেছে। তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং নিরলস প্রচেষ্টা দলিতদের জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি 'পুলায় রাজা' নামে পরিচিত।

পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদী, রাশিয়াইউক্রেন সংঘাত নিয়ে হয়েছে কথা

নয়াদিল্লি, ২৮আগস্ট ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে তা জানিয়েছেন। সম্প্রতি ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই আবহে মোদী ও পুতিনের মধ্যে এই বার্তালাপ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী গত মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, বিশেষ এবং বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক ইউক্রেন সফরের প্রেক্ষিতে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় হয়েছে। সংঘাতের দ্রুত, স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে সমর্থন করার জন্য ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

ধর্মোন্মাদ টুপি-দাড়ি-লুঙ্গিদের' তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ 'ধর্মোন্মাদ টুপি-দাড়ি-লুঙ্গিদের' ব্যাপারে এক্সবার্তায় সতর্কতা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তিনি লিখেছেন, শুধু একপাল ধর্মোন্মাদ টুপিদাড়িলুঙ্গির ভরসায় এত ঔদ্ধত্য ! ত্রিশ শতাংশ আমার আঁচলে বাঁধা, তুই করবি আমার কি (যেরকম বলেছিল বুদ্ধ, আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫)? এখন নিজে চুপচাপ, লুঙ্গিরা এক্সএ নেমেছে, হায়দারী হাঁক ছাড়ছে !হে সত্তর শতাংশ ! তোমার মেয়েও বড় হচ্ছে, রাজ্যের কোণায় কোণায় সেমিনার রুম তার জন্য অপেক্ষা করছে।প্রতিক্রিয়ায় জনৈক নবনীতা সরকার এক্সবার্তায় লিখেছেন,

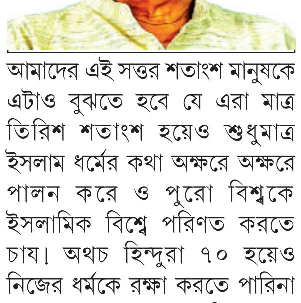

আমাদের এই সত্তর শতাংশ মানুষকে এটাও বুঝতে হবে যে এরা মাত্র তিরিশ শতাংশ হয়েও শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ও পুরো বিশ্বকে ইসলামিক বিশ্বে পরিণত করতে চায়। অথচ হিন্দুরা ৭০ হয়েও নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে পারিনা দেশকে রক্ষা করতে পারিনা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৮ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১২ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২৫ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৩ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৫ হাবান, আসামঃ১১ ভাদ্, মুসলিমঃ ২২সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২০ঃ৩৭ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৩৩।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১২ঃ৪০ঃ০৪(২৮) এবং অস্তঃদুপুর ০২ঃ৫৪ঃ৪০(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) সকাল ঘ ০৪ঃ০১ঃ৩৩ দং ৫৬৪১২০ পর্যন্তনক্ষত্রঃমৃগশিরা রাত্রিঃ০৭ঃ৪৮ঃ০০ দং ৩৬৮১৫ পর্যন্ত পরে আর্দ্রাকরণঃবণিজ বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ২৬ দং ২৭৫৬৫০ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃবজ্র রাত্রিঃ১১ঃ৪৫ঃ১৪ দং ৪৬১২০ পর্যন্ত পরে সিদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২০ঃ৪২ থেকে- ০৭ঃ০১ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩১ঃ৪১ থেকে-- ১১ঃ১২ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৩ঃ০৪ থেকে- ০৫ঃ০৩ঃ২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৩৯ঃ২৭ থেকে- ০৮ঃ৫৬ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩১ঃ৪১ থেকে- ০৫ঃ২০ঃ৪২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০১ঃ৪২ঃ৪০ থেকে- ০৩ঃ২৩ঃ০৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ৫৬ঃ৫২ থেকে- ১০ঃ২৮ঃ২৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১২ঃ০৫ থেকে- ১২ঃ০২ঃ১৭ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ২৮ঃ২৮ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩৭ঃ১১ থেকে- ০১ঃ১১ঃ১৮ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫৭ থেকে- ১০ঃ০৩ঃ০৪ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ২৮ঃ৫৭ থেকে - ০৩ঃ৫৪ঃ৪৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট(সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১১১৪৩৯ (১০) ৪ পদচন্দ্রঃ২১০৪৫৩৭ (৬) ২ পদমঙ্গলঃ১২৯১১৩ (৫) ২ পদবুধঃ৩২৫৪৪৩৬ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২৫২৩৫২ (৫) ১ পদশুক্রঃ৫৪৩৯২৯ (১২) ৩ পদশনিঃ১০১৯২৫৩২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৬১২৩০ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৬১২৩০ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৪০ঃ১৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৫০ঃ২৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ০৪ঃ৩৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ২০ঃ২৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ২৫ঃ৪০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ১২ঃ৩৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৫ঃ৫৯ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৭ঃ০৩ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৭ঃ৩৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৫৬ঃ০০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ১৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ০২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৮২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১১মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য অল্পবিস্তর ঝুঁকি নিতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে নতুন অর্থ রোজগারের পথ খুঁজে পাবেন।।

বৃষ রাশিঃ এই সময় পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে চাকরিস্থানে ভালো খবর আশা করতে পারেন।।

মিথুন রাশিঃবিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশিঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

সিংহ রাশিঃ দুর্জন প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চলুন। তাদের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না।

কন্যা রাশিঃসম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে গন্ডগোল বহুদূর অবধি গড়াতে পারে।।

তুলারাশিঃঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা।

বৃশ্চিক রাশিঃশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে।

ধনু রাশিঃ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।।

মকর রাশিঃআর্থিক দিক থেকে শুভ। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।

কুম্ভ রাশিঃ ব্যবসায় বড় লেনদেন করার আগে সবদিক বিবেচনা করে নেবেন।

মীন রাশিঃকোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। সংসারে শান্তি হতে পারে

বিজেপির ডাকা বাংলা বনধে প্রভাব পড়লো না হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ নবান্ন অভিযানে ছাত্র সমাজের উপর 'আক্রমণে'র প্রতিবাদে বিজেপির ডাকে বুধবারের ১২ ঘন্টার বাংলা বনধে কোনও প্রভাব পড়লো না হাওড়ায়। এদিন সকাল ৬টা থেকে শুরু হয় বনধ। হাওড়াতেও বেশ কিছু জায়গায় এদিন বনধ সমর্থকরা জোর করে দোকান-বাজার বন্ধ করার চেষ্টা করে। যদিও পুলিশের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। পুলিশ এদিন হাওড়ার পঞ্চাননতলায় বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থকদের আটক করে। আটক করা হয় বিজেপির রাজ্য নেতা উমেশ রাইকে। সালকিয়া, পাওয়ার হাউস মোড়, পঞ্চাননতলা রোড সহ কয়েকটি জায়গায় পুলিশের সঙ্গে বনধ সমর্থকদের ধস্তাধস্তি খণ্ডযুদ্ধ হয়। এদিনের বাংলা বনধে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন চলাচল ছিল প্রায় স্বাভাবিক। তবে লোকাল ট্রেন যাত্রীর সংখ্যা ছিল কম। পাশাপাশি একই চিত্র দেখা গেছে হাওড়া বাস স্ট্যান্ডেও। যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল। তবে হাওড়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাত্রীদের ভীড় ছিল। এদিন বাংলা বনধের সমর্থনে হাওড়ার কদমতলার পাওয়ার হাউস মোড়ে পথে নামেন বিজেপি কর্মীরা। দোকানপাট বন্ধ করানোর চেষ্টা হয়। ব্যাটরা থানার পুলিশ এসে বনধ সমর্থকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি বাংলা বনধের সমর্থনে এদিন হাওড়ার কদমতলার পাওয়ার হাউস মোড় থেকে বিজেপির মিছিল হয়। পঞ্চাননতলায় বিজেপি কর্মীরা জোর করে দোকানপাট বন্ধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ ও র‍্যাফের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় বিজেপি কর্মীদের। পুলিশ পঞ্চাননতলা থেকে উমেশ রাই, ওমপ্রকাশ সিং সহ বিজেপি নেতা কর্মীদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বিজেপি নেতা উমেশ রাই বলেন, বিজেপিকে শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে দিচ্ছে না। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, অপরাধীদের ধরতে পারে না, ছাত্রদের উপর হামলা করে। পুলিশ আসলে তৃণমূলের বি টিম। এদিন হাওড়ার ডোমজুড় বাজারেও পথে নামেন ডোমজুড় ৩ ও ৪ নম্বর মন্ডলের বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় অন্যপক্ষ তাদের বাধা দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দুই দলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিজেপি নেতা অনুপম ঘোষ বলেন, মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী ছাত্র সমাজের উপর যেভাবে আক্রমণ করেছিল তার প্রতিবাদে এদিন ১২ ঘন্টা শান্তিপূর্ণ বনধ পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে মিছিল বার করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মিছিলে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায়। এমন বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তীকালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে প্রশাসন নির্বিকার। এদিন হাওড়ার গোলাবাড়িতে পুলিশের সামনেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। সেখানেও ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে, এদিন বুধবারের ১২ ঘন্টার বাংলা বনধ ব্যর্থ করার দাবিতে সকালে হাওড়া মিছিল বের করে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র, শৈলেশ রাই এর নেতৃত্বে এদিন মিছিল হয়। বাংলা বনধ মানছি না, মানব না স্লোগান দিয়ে তৃণমূল কর্মীরা এদিন মিছিল করেন। উল্লেখ্য, অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও হাওড়ার জনজীবন পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, সরকারি, বেসরকারি অফিস, পুরসভা সব জায়গাতেই হাজিরা ছিল প্রায় স্বাভাবিক। বাজারহাট, দোকানপাট অধিকাংশই খোলা ছিল।

পথ ভোলা পথিকের আশ্রয়স্থল যেন নিউবারাকপুর থানা

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর ঃবিগত কয়েক দিনে বেশ কয়েকজন মানুষকে উদ্ধার করেছে নিউ বারাকপুর থানা। তেমনি আরেকটি দৃষ্টান্ত পুনরায় স্থাপন করল উত্তর ২৪ পরগনা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই প্রান্তিক থানা। রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝখানে যখন পুরো রাজ্য উত্তপ্ত, তখন পুলিশ প্রশাসন ল এন্ড অর্ডার সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। তেমনই সময়ে হঠাৎ গত মঙ্গলবার রাতে নব বারাকপুর থানার টহলদারি ভ্যান লক্ষ করেন পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ভাঙাগড়া শীতলা মন্দির এলাকায় একজন উদভ্রান্ত ৬০ উর্ধ্বে মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। দেখেই মনে হল তিনি ভুল পথে চলে এসেছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিজের নামটুকু ছাড়া আর কিছু বলতে পারছিলেন না। কর্তব্যরত অফিসার সুদীপ্ত বিশ্বাস বুঝতে পারেন মহিলা মানসিক সমস্যায় রয়েছে। থানার ওসির নির্দেশ মতো তিনি মহিলাকে থানায় নিয়ে আসেন। এবং সাময়িক সেবা সুশ্রষার পর আবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করেও ফলপ্রসূ সমাধান না পেয়ে.পুলিশ আবারও সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নেয়। কিন্তু ১২ ঘন্টা কেটে গেলেও তেমন কোন সদর্থক সমাধান মিলছিল না। থানা এলাকায় বিভিন্ন ল এন্ড অর্ডারের মাঝখানে ও বৃদ্ধাকে নিয়ে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদে বসেন থানার বড় বাবু। মানসিক রোগীর সাথে পরম আত্মীক বার্তালাপে মিলে যায় সমাধান সূত্র। বৃদ্ধা তাঁর স্বর্গত পিতার নাম ও পিতৃগৃহের সম্পূর্ণ ঠিকানা বলতে পারেন। যেটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ধাত্রীগ্রাম পীয়ারিনগরে। সাথে সাথে কালনা থানার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় মহিলার ভাইয়ের সাথে। সেখান থেকে পাওয়া যায় মহিলার একমাত্র মধ্যমগ্রাম নিবাসী পুত্রের ফোন নম্বর। তার পরে পথ ভোলা মায়ের সাথে পুত্রের মিলন ঘটিয়ে বুধবার দুপুরে মধুরেণ সমাপয়ে আয়োজন করল নিউ বারাকপুর থানার ওসি সহ আধিকারিকরা। নিখোঁজ মা কে ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হল। মহিলার নাম পুতুল মজুমদার। বাড়ি মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে পূর্বাশা দক্ষিণ বঙ্কিম পল্লীতে। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান উনি আমার মায়ের বয়সী। মানসিক অসুস্থতার জন্য পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আজকে যদি আমার মা এরকম ভাবে পথ হারিয়ে ফেলতেন যেটা ছেলে হিসেবে করার দরকার সেটাই করেছি। স্বভাবতই হারানো মাকে ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত সন্তান কিংশুক বাবু। পুলিশ কে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

মেট্রো পরিষেবাগুলি সাধারণত ১৪,০০ ঘন্টা পর্যন্ত চলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ সমস্ত করিডোরে মেট্রো পরিষেবাগুলি আজ অর্থা ২৮.০৮.২০২৪ সকাল থেকে স্বাভাবিকভাবে চলছে। আজ ১৪.০০ টা পর্যন্ত ১.৯ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন। ২১.০৮.২০২৪ তারিখে (অর্থাৎ গত বুধবার) ব্লু লাইনের যাত্রী সংখ্যা ছিল ২.৬ লাখ। ১৩,০০০ এরও বেশি যাত্রী গ্রীন লাইন -১ তে ভ্রমণ করেছেন এবং ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন -২ তে ১৬০০০ এরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। আজ গত বুধবার গ্রিন লাইন ১ এ প্রায় .২৩০০০ যাত্রী এবং একই সময়ে প্রায় ১৯,০০০ যাত্রী গ্রীন লাইন ২ তে যাতায়াত করেছেন। আজ ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত প্রায় ২.২ লক্ষ যাত্রী কলকাতা মেট্রোর সমস্ত করিডোরে ভ্রমণ করেছেন। গত বুধবার, কলকাতা মেট্রোর সমস্ত করিডোরে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। মেট্রো পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। যেকোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এবং নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত RPF অফিসার ও কর্মচারীদের মোতায়েন করা হয়েছে। মেট্রোরেল ভবন ও স্টেশন থেকে সকাল থেকে ঊর্ধ্বতন মেট্রো আধিকারিকরা বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এখন পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সময়সূচি অনুযায়ী সেবা সুষ্ঠুভাবে চলছে।

আলু উৎপাদন করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ রিজ্যে আরো উন্নত মানের আলু উৎপাদন করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে রাজ্য সরকার। বীজ উৎপাদনে অ্যাপিক্যাল রুটেড কাটিং নামের প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলতি বছরে ৫০ লক্ষ উন্নত মানের আলু চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় আজ নবান্নে ধান, আলু, তৈল বীজ সহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি দপ্তরের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে প্রচুর আলু উৎপন্ন হলেও আলু বীজ তৈরির ব্যাপারে এখনো পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে ওঠা যায়নি। তবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে রাজ্যে উন্নত মানের আলুবীজ তৈরি করা যাবে। একই রকম ভাবে ডাল, ভুট্টা, সর্ষের বীজ তৈরিতেও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে রাজ্য। একই সঙ্গে আলু বীজ সংরক্ষণের জন্য আলু সংরক্ষণে ব্যবহৃত হিমঘর গুলিকেই কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কৃষিমন্ত্রী জানান এ ব্যাপারে হিমঘর মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। বণিক সভাগুলির সঙ্গেও ব্যাপারে কথা বলা হবে।

বেলুড়ে অ্যাসিড হামলার ঘটনার কিনারা

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ২৮ আগস্ট ঃ বেলুড়ে কয়েকদিন আগেই ঘটে যাওয়া অ্যাসিড হামলার ঘটনার কিনারা করে ফেললো হাওড়া সিটি পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করল অ্যাসিড-আক্রান্ত তরুণীর ছোট বোনকে। জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তি, কলহ এবং শত্রুতার জেরেই এমন কাজ করেছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। এই ঘটনার ব্যাপারে ডিসি নর্থ বিশপ সরকার জানিয়েছেন, ছোট বোনের সঙ্গে অন্য ভাই-বোনেদের সম্পর্ক খারাপ ছিল। ঘটনার দিনেও খাবার নিয়ে তাদের মধ্যে অশান্তি হয়। ছোট বোন বাড়ির পাশেই বাসন তৈরির অ্যালুমিনিয়াম কারখানা থেকে অ্যাসিড এনে তা ছড়িয়ে দেয় তারই পরিবারের ঘুমন্ত সদস্যদের উপর। দিদি ও মা অ্যাসিডে জখম হয়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন ধৃতের মা এবং দিদি। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে হাসপাতালের নিয়ে যাওয়া হয়। মাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখনও দিদি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মানকুন্ডু স্টেশনে রেল অবরোধে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

বনস্পতি দে, মানকুন্ডু, ২৮ আগস্ট ঃ মানকুন্ডু স্টেশনে রেল অবরোধ। লাইনে দাঁড়িয়ে লোকাল ট্রেন। বনধের সমর্থনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেয় বিজেপি। অপরদিকে, যানবাহন সচল রাখতে তৎপর পুলিশও। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। লাঠিপেটা করে পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ। অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। চরম ভোগান্তি যাত্রীদের। বুধবার সকাল থেকেই রেল অবরোধে সামিল হয় বিজেপি কর্মীরা। মানকুন্ডু স্টেশনের আপ ও ডাউন লাইনের এক,দুই ও তিন নম্বর লাইনে রেল অবরোধ করে বিজেপি। দু'টি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকাল ট্রেন ও তিন নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলেছে অবরোধ। যার জেরে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। অফিস টাইমে রেল অবরোধ হওয়ার ফলে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রীদের। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ট্রেন অবরোধ ছাড়া হাওড়া বর্ধমান মেন শাখায় ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বেলা একটু গড়াতেই মানকুন্ডু স্টেশনে অবরোধ শুরু করে বিজেপি কর্মীরা। পরে বিজেপির পতাকা সরিয়ে দিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে ট্রেনের সামনে লাগিয়ে দেয় সাধারণ যাত্রীরা বলে অভিযোগ। যার জেরে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে অবরোধ। এরপরই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ, জিআরপি ও আরপিএফ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে অবরোধকারীদের অবরোধ তোলার আহ্বান জানালেও পিছু হটতে নারাজ অবরোধকারীরা। সমস্যায় রেলযাত্রীরা। পড়ে অ্যাকশনে নামে পুলিশ। ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠি চার্জ ও পরে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা। রীতিমতো খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সাথে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে,জন-সাধারণের কাছে অনুরোধ কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

বাংলা বনধে নিউবারাকপুরে জনজীবন স্বাভাবিক

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপির ১২ ঘন্টা বাংলা বনধ্ এর নিউ বারাকপুর শহরে বুধবার সকাল থেকেই জনজীবন স্বাভাবিক। রেলওয়ে স্টেশন, যানবাহন বাজার দোকান সবই সচল ছিল।পুলিশ প্রশাসন রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে টহলদারি করেছে। নিত্য দিনের মতো অটো, টোটো, বাস, রিক্সা যানবাহন সর্বত্র সচল। স্কুল কলেজ হাসপাতালে পুরসভা সহ দোকানপাট খোলা। বনধ ব্যর্থ করতে সকাল থেকেই পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রেল স্টেশন চত্বরে দোকন বাজার স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি চালান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। কোনরকম অশান্তি গন্ডগোল বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় নজর রেখেছেন নেতৃত্বরা স্থানীয় আমতলা মায়া রেডিও র সামনে। ধর্মতলা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশে নিউবারাকপুর শহর থেকে বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা পুর প্রতিনিধি রা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাসে করে সমাবেশে যোগদান করেন। যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের। সকালে আপ এবং ডাউনে ট্রেন চলেছে একটু দেরিতে। ট্রেন বাস দোকান বাজার যানবাহন সচল রেখে নব বারাকপুর শহরে সকাল থেকেই জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। তৃনমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি ও ছাত্র পরিষদের সভাপতি মনোজ সরকার বলেন বিজেপির বনধ নব বারাকপুর শহরে কোন প্রভাব পড়ে নি।জনজীবন রাস্তাঘাট দোকান বাজার যানবাহন সবই সচল ছিল। এখন মানুষ আর কোন বনধ চায় না। একদিনের বনধ মানুষের জীবনে রুটি রজি সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে। বিজেপির বনধ ব্যর্থ হয়েছে।

মৎস্য উপাদনে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় হলো দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা,খুশি মৎস্য চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ আগস্ট ঃ বাঙালির কাছে মাছ প্রিয় খাদ্য। আর এবার মাছ উপাদনে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফলে প্রবল খুশি জেলার মৎস্যজীবীরা। ২০২৩-২৪ সালে এই জেলায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। জানা গেছে,এই জেলায় মাছের মোট চাহিদা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন। ফলে সেই চাহিদা মিটিয়ে দ্বিগুন মাছ উৎপাদন করা গিয়েছে। যার উৎপাদনের নিরিখে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পূর্ব মেদিনীপুর। সেখানে ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টন মাছ উপাদন হয়েছে। সমগ্র রাজ্যে এই বছর মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ২২ লক্ষ টন। জেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেল,এই বছর মাছ চাষের ক্ষেত্রে একাধিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে ছিল মৎস্য চাষিদের। যার সুফল হাতেনাতে মিলেছে। সব মিলিয়ে মাছ চাষের ক্ষেত্রে দঃ ২৪ পরগনার ছবিটা ও বেশ উজ্জ্বল। ভালো মাছ উৎপাদনের স্বার্থে মৎস্য চাষিদের পুকুর খননের গভীরতা কমানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবার। এর ফলে মাছের খাদ্য পেতে সুবিধা হয়েছে, বৃদ্ধিও ভাল হয়েছে। জেলা জুড়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ায় তাঁর ওপর উপকৃত হয়েছেন কৃষকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহকারী মৎস্য অধিকর্তা সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মৎস্য দফতর, জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এবার মাছ উৎপাদন অনেকটা বেড়েছে। আগামী বছরও যাতে এবারের থেকে মাছের উপাদন বেশি হয় সেদিকে নজর দেওয়া হবে। আর রাজ্যের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে দঃ২৪ পরগনা দ্বিতীয় হওয়ায় খুশি জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। তিনি বুধবার বলেন, আমাদের জেলা মস্য উৎপাদনে ২য় হওয়ায় আমরা খুশি। জেলা পরিষদের তরফে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রচুর মাছের চারা বিলি করা হয়েছে এবার। আগামী দিনে আরও মাছের উপাদন বাড়বে আশা করছি।

হিন্দমোটরে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের মারপিট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপির বনধকে কেন্দ্র করে হুগলিতে বিজেপি সমর্থকরা সকাল থেকেই রেল অবরোধ শুরু করে হুগলির বাঁশবেড়িয়া মানকুন্ডু শ্রীরামপুর রিষড়া হিন্দমোটরে রেল অবরোধ শুরু করে কর্ড লাইনে বেশ কিছু স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিজেপি সমর্থকরা। হিন্দমোটরে বেলার দিকে বিজেপি সমর্থকরা রেল অবরোধ করতে গেলে তৃণমূল কর্মীরা ছুটে আসে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়, শুরু হয় পাথর ছোড়াছোড়ি বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল সমর্থকরা তাদের লাঠি বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে গুরুতর আহত হয় চার-পাঁচজন। বিজেপির বক্তব্য দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য বিজেপি সমর্থকরা রেল অবরোধ করে তাদেরকে সরে যেতে বললে তারা পাথর ছুড়তে থাকে তৃণমূলের কর্মীদেরও তারা মারতে থাকে। চার-পাঁচজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়। ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন বিজেপি সমর্থকরা তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয় ব্যাপক মারে জোর করে তার ফলে তৃণমূল কর্মীরা পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। বিজেপির মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় বনিক বলেন দুইজন কাউন্সিলরের নেতৃত্বে তৃণমূলরা তাদের কর্মীদের বেধড়ক মারে পাঁচ জন গুরুতর আহত দুজনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তরপাড়া কোতরং তৃণমূল সভাপতি টাউন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ এর বক্তব্য আমি ঠিক ব্যাপারটা জানিনা আমি মাখলায় বন্ধ বিরোধীতায় রাস্তায় নেমেছিলাম।

বনধ ঘিরে কল্যাণীতে উত্তেজনা, বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৮ আগস্ট ঃ বুধবার বিজেপির ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ার কল্যাণীতে। কল্যাণী স্টেশনের কাছে ৪২ নম্বর রেলগেটে লাইনে নামতে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। অভিযোগ, জোর করে রেললাইনে দাঁড়িয়ে অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনার জেরে দীর্ঘ ২৫ মিনিট রেল অবরোধ থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে হাজারদুয়ারি আপ এক্সপ্রেস। এরপর পুলিশ তাঁদের হটিয়ে দেয়। অন্যদিকে, কল্যাণী এইমস সংলগ্ন রাজ্য সড়কের গয়েশপুর চেক পোস্ট মোড়েও অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। রেললাইনের উপর টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয় ৪১ নম্বর রেলগেট।

জামশেদপুর-পুরুলিয়া-আসানসোল তিনটি লাইনের প্রকল্প অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ সংযোগ বাড়ানোর জন্য এবং পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের গতি বাড়াতে, মন্ত্রিসভা মোট ২,১৭০ কোটি ব্যয়ে জামশেদপুর-পুরুলিয়া-আসানসোল তিনটি লাইন প্রকল্প (১২১ কিলোমিটার) অনুমোদন করেছে। এই নতুন অনুমোদিত প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকে শক্তিশালী করবে। ৩য.লাইন প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং বর্ধমান জেলাগুলি এবং ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূমকে কভার করবে। জামশেদপুর-আসানসোল তিনটি লাইন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি স্টেশন এবং ঝাড়খণ্ডের ২টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয় লাইনটি ১৮টি বড় সেতু এবং ১৪২টি ছোট সেতুর মধ্য দিয়ে যাবে। প্রকল্পটি ৫ বছরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুবিধা ঃ এই প্রকল্পটি প্রধান ট্রাঙ্ক রুট, দিল্লি-হাওড়া এবং হাওড়া-মুম্বইয়ের মধ্যে সংযোগ উন্নত করবে। তিন লাইনটি বার্নপুর এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত প্ল্যান্টে লোহা আকরিক এবং কয়লা পরিবহনকে ত্বরান্বিত করবে এবং প্ল্যান্ট থেকে ইস্পাত চলাচল শেষ করবে। প্রকল্পটি পর্যটন গন্তব্যস্থল (মৈথান বাঁধ এবং চুরিলিয়া) এবং তীর্থস্থান (কাইয়ানেশ্বরী মন্দির এবং ঘাগর বুড়ি চণ্ডী মন্দির) এর কাছাকাছি রয়েছে।

বিজেপির বনধে দঃ ২৪ পরগনায় বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ আগস্ট ঃ বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বাংলা বনধ বেশ কিছু জায়গায় অশান্তি,রেল অবরোধ ও বিক্ষপ্ত ঘটনার মনে দিয়ে হয়ে গেল। এদিন বনধ সমর্থন করতে সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে রেল অবরোধে নেমে পড়েছিলো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ থেকে রেল অবরোধ করছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। রেল অবরোধের জেরে কার্যত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে পরে দুপুর পর্যন্ত। বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার সূর্যপুর, গোচরন, দক্ষিণ বারাসাত, বারুইপুর,জয়নগর মজিলপুর, মথুরাপুর, মাধবপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, করঞ্জলী, কাকদ্বীপ, নামখানা, হোটর, রাধানগর, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার, সুভাষগ্রাম, ক্যানিং, চাম্পাহাটি, সোনারপুর সহ একাধিক রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। আর এর প্রভাবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় নামখানা,ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং লোকাল বেশ কিছু জায়গায় আটকে পড়ে থাকে কয়েক ঘন্টা। যদি ও বিভিন্ন স্টেশনে এই রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে রেল পুলিশের একাধিক আধিকারিক ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের বচসা শুরু হয়। রেল লাইনের ওভারহেড তারের ওপর কলা পাতা দিয়ে আন্দোলন করেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। বিজেপির একাধিক কর্মী সমর্থক এ বিষয়ে এদিন জানান, মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে, সেই হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে লাল বাজার অভিযান করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি রাজ্য সভাপতি লাল বাজার অভিযানের পর বুধবার ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। দিকে দিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রাজপথ থেকে শুরু করে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আরজিকর কাণ্ডে এখনো অধরা রয়েছে অভিযুক্তরা, অভিযুক্ত দের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী চাইছি আমরা। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এই অবরোধের জেরে কার্যত ভোগান্তির শিকার হয়েছে এদিন নিত্যযাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনে দক্ষিণ বারাসাত ও জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বারুইপুর জিআরপি ও আরপিএফ এর পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বচসা হয়। এর পরে লাঠি উচিয়ে অবরোধকারী দের ছত্তভঙ্গ করে পুলিশ। এ দিন দুপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় নি শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায়। এদিন এই রেল অবরোধকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর রেল স্টেশনে। এখানে অবরোধ কারীদের মারধর করে রেললাইন থেকে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্রের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা যখন বারুইপুর রেল স্টেশনের কাছে অবরোধ করছিল সেই সময় তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের মস কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছায় এবং আন্দোলনকারীদের মারধর করে অবরোধ তুলে দেয় বলে অভিযোগ। যদিও এই বিষয় জয়ন্ত ভদ্র বলেন, মানুষের অসুবিধা করে কোন আন্দোলন করা যাবে না। মানুষ অসুবিধার মধ্যে রয়েছে তাঁরা কলকাতায় যেতে পারছে না। তাই আমরা এসে শান্তিপূর্ণভাবে এই অবরোধ তুলেছি। তবে এদিন জয়নগরে ব্যাংক,এল আই সি, গ্যাস অফিস সহ সরকারি অফিস বন্ধ করতে গেলে পুলিশের সাথে হাতাহাতি ও বচসা ঘটে।বেশ কয়েক জন কে জয়নগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। এদিন জয়নগর থানার পুলিশ ১৬ জন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার করে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। তবে এদিন জয়নগর, বহড়ু, দক্ষিন বারাশত,নিমপীঠ, রায়দীঘি, মথুরাপুর,সহ বিভিন্ন এলাকায় বাজার, দোকান বেশিরভাগ খোলা ছিলো। অফিস কাছারি, স্কুল কলেজ খোলা ছিলো। রাস্তায় অন্য দিনের তুলনায় গাড়ি চলাচল কম ছিলো। তবে মোটের ওপর বিজেপির এই ১২ ঘন্টার বনধকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ছবি ফুটে উঠছে। তবে তাদের এই বনধ সফল হয়েছে বলে এদিন দাবি করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর। তিনি বলেন, মানুষের সমর্থনে এদিন বনধ সফল হয়েছে।

সিঙ্গুর ও হরিপালে বনধ বিরোধিতায় রাস্তায় নামলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২৮ আগস্ট ঃ বুধবার সিঙ্গুর কৃষি মান্ডী ও সিঙ্গুর বাজারে জনজীবন সচল রাখাতে এবং পূজার আগে বিজেপির ডাকা ১২ঘন্টার বাংলা বনধ্ এর বিরোধিতা করতে রাস্তায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন সকাল থেকেই মন্ত্রী বেচারাম মান্না পার্টির সদস্যদের নিয়ে হরিপাল ও সিঙ্গুরের বাজারে এলাকায় ঘুরতে থাকেন। এছাড়া তিনি রাস্তাগুলোতেও সদস্য নিয়ে হাঁটতে থাকেন কখনো বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতা তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সবাইকে বলেন বিজেপির অনৈতিক বন্ধের বিরোধিতা করতে হবে। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন দোকানপাট সব খুলেছে কিনা কখনো সবজি মান্ডিতে গিয়েছেন আবার কখনো ঘুরলেন এবং রাস্তায় নেমে বন্ধের বিরোধিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে বন্ধের বিরোধিতা করেছেন এটা অনৈতিক বনধ্ সব দোকানপাট খোলা বাজার খোলা সবজি মান্ডি খোলা সমস্ত আলুর স্টোর খোলা। সিঙ্গুরের সব থেকে বড় আলু সরবরাহ কেন্দ্র খোলা যেখান থেকে সব পাইকারি আলু অন্যান্য জেলা ও কলকাতাতে যায় সাধারণ মানুষ বনধ মেনে নেয়নি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১২ ভাদ্র, ১৪৩১

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিদের আজকে ঘরকুনো হয়ে থাকতে হচ্ছে বলেই ছোট্ট সফর কর্ণাটক

বিশেষ প্রতিবেদক

গতকাল সকালে ব্যাঙ্গালোর থেকে বেরিয়ে আমরা এসেছি মাইসুরু বা পূর্বের মহিশুরে। মাইসুরে দেখেছি শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপু সুলতানের সামার প্যালেস, রঙ্গনাথ মন্দির, চামুন্ডা হিলস, চামুন্ডা মন্দির, মাইসুরুঃ প্যালেস ও বৃন্দাবন গার্ডেন। কোদগু বা কুর্গ ঃ আমরা কুর্গের পথে মাইসুরু থেকে। সরাসরি গেলে ঘন্টা তিনেক লাগবে, দূরত্ব মাইসুরু থেকে কমবেশি ১২০ কিমি। এই দূরত্ব কম হলেও সময় লাগবে বেশি,আমরা তো টুরিস্ট। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে দেখতে যাবো। সকালে উঠে তৈরি। আমাদের গাড়ির চালক সাদ্দাম হোসেন সকালেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন সাড়ে সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে। আটটার মধ্যেই আমরা মাইসুরু থেকে বেরিয়ে পড়লাম কুর্গের উদ্দেশে। মাইসুরু (মহিশুর) শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি শহর। রাস্তার ধারে বড় বড় গাছ, ফুটে আছে নানা রঙের রঙিন ফুল। বহুতল, অফিস, আবাসন, স্কুল, হাসপাতাল রাস্তার ধারে। অবিন্যস্ত নয় রীতিমতো সাজানো। এবার শহর ছেড়ে রাস্তা ধরে যাচ্ছি। মাঠ, চাষের ক্ষেত, গাছের সারি আবার শুখনো জলাশয়। বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে অফিস, আবাসন।

মিনিট চল্লিশ যাওয়ার পর সাদ্দাম বললেন সামনেই একটা ব্রেকফাস্ট করার জায়গা আছে আপনারা ব্রেকফাস্ট করলে গাড়ি দাঁড় করবো। বললাম আর একটু পরে। আমরা রাস্তার পাশে দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। পথে কিছু জায়গা ঘিরে নার্সারি আছে। ফুলের চাষ হয়। এখানে কিছু সবজি আর রাগি চাষ হয়। রাগি আমাদের চলে না। আমরা তো চাল আটা খাই। একটা খোলা জায়গায় দেখলাম কয়েকটা নৌকা থুড়ি প্যাডেল বোট পড়ে আছে। সাদ্দাম বললেন এখানে একটা লেক ছিল। ওই যাকে একুয়াটিকা বলে। আগে নৌকা বিহারে, সুইমিং করতে লোকের ভিড় হতো। এখন তো জল নেই শুকনো। এটা এখন কয়েকটা বছর ধরেই হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না।তবে বৃষ্টি না হলেও বড় গাছ আছে বলে সবুজের ছোঁয়া আছে।

অনেকটা পথ চলে এসেছি, এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি। আমাদের চেয়ে বরঞ্চ সাদ্দাম বেশি উদ্বিগ্ন। দুটো হোটেলের সামনে দাঁড়ালো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুটি হোটেলই আজকে বন্ধ। সাদ্দাম বললেন এখন টুরিস্ট কম বলে মনে হয় হোটেল বন্ধ। মন মতো হোটেল পাচ্ছে না বলে সাদ্দাম এদিক ওদিক দেখছে। হঠাৎ একটা টিনের চালা ঘরের সামনে দাঁড় করলো।

ভেতরে কিছু চেয়ার টেবিল রয়েছে। কয়েকজন বসে আছে। এইখানে ব্রেকফাস্ট করবো! পাশে একটা হলুদ রঙের ভ্যান। সাদ্দাম বললেন এখানেই ব্রেকফাস্ট করে নিন এর পর আর পাওয়া যাবে না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

কাছে গিয়ে দেখি হলুদ রঙের ভ্যানটা একটা মোবাইল ফুড স্টল। ইডলি আছে। গরম দোসা তৈরি হচ্ছে। আমরা দোসা অর্ডার করে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই তৈরি হয়ে চলে এল দোসা। সঙ্গে সাম্বার, চাটনি। সাদ্দাম বললেন আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান তির্বতী মনাস্ট্রি। পথে পড়ল কুর্গ জেলার অন্যতম শহর কুশলনগর। একশো টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে আমরা শহরে যাওয়ার অনুমতি নিলাম। কুশলনগরের কাছে দুটি পর্যটন কেন্দ্র আছে একটি বাইলাকাপ্পা মনাস্ট্রি অপরটি নিঃস্বর্গ ধাম। মূল রাস্তা থেকে ভেতরের রাস্তা দিয়ে মনাস্ট্রি যেতে হয়।

মাইসুরু থেকে দূরত্ব প্রায় ৯০ কিমি, সময় লাগে প্রায় দু ঘন্টার ওপর। আমাদের সময় লাগল প্রায় তিন ঘন্টা কারণ আমরা ব্রেকফাস্ট এর জন্য কিছুটা সময় দিয়েছি। গোল্ডেন টেম্পেল নামে পরিচিত এই তির্বতীয় ক্যাম্প যার পোশাকি নাম নামদ্রোলিং মোনাস্ট্রি।

১৯৬৩সালে ভারত সরকার প্রদত্ত জমিতে তির্বতের ধর্মগুরু এই মনাস্ট্রি তৈরি করেন। এখানে বর্তমানে প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থী ও সন্ন্যাসীরা থাকেন। বিভিন্ন দেশে বিদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মলম্বীরা এখানে আসেন। আশে পাশের অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষের সেবা এবং নিজেদের ধর্ম পালন করাই উদ্দেশ্য।

আমাদের গেটে নামিয়ে দিয়ে কার পার্কিং এর জায়গায় চলে গেলেন সাদ্দাম। বড় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সামনের দিকে বোধহয় অথিতিশালা। এক পাশে শো রুম। গাছ আর ফুলে সাজানো বাগান। সামনের বাড়িটা পাশে রেখে আমরা মূল মন্দিরের কাছে গেলাম। জুতো স্ট্যান্ডে জুতো রেখে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতো রাখার জন্য ব্যাগ নিলাম। ব্যাগে সব জুতো রেখে ব্যাগটা ওঁদের হাতে দিয়ে দিলাম। ব্যাগের নাম্বার বলে দিলো ওটা ফেরত নেওয়ার সময় বলতে হবে। মনাস্ট্রিতে কোনও প্রবেশ মূল্য নেই শুধু জুতোর জন্য তিন টাকা করে দিতে হবে। হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে তবে সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আমরা খালি পায়ে ভিতরে ঢুকলাম। বিশাল কক্ষে তিনটি বুদ্ধ মূর্তি। এক একটি বুদ্ধের এক একটি নাম। মধ্যবর্তী মূর্তিটি আমাদের চির পরিচিত বুদ্ধের মূর্তি। তির্বতী শিল্পে দেওয়াল গুলি রাঙানো। একটা শান্ত ভাব। ছবি তোলায় কোনও নিষেধ নেই।অনেকেই ধ্যান করছেন। মোমবাতি বা ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন। বাহিরে অসাধারণ মুরাল চিত্র। একঘন্টার মধ্যে আমরা মনাস্ট্রি দেখলাম। নিঃস্বর্গ ধাম ঃ নামদ্রোলিং মোনাস্ট্রি থেকে নিঃস্বর্গ ধামের দূরত্ব ১০ কিমি সময় ২০ মিনিট। নিঃস্বর্গ ধাম কাবেরী নদী ঘিরে আছে এই দ্বীপটির অবস্থান। প্রায় ৬৪একর জমি নিয়ে এই আকর্ষণীয় পার্কটি তৈরি করা হয়। প্রকৃতির বুকে বাঁশ বন, টিক ও চন্দন গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা এই দ্বীপ। একটি ঝুলন্ত সেতু দিয়ে আমরা দ্বীপে প্রবেশ করলাম। পার্কটি ঘুরে দেখার জন্য রাস্তা আছে। চারিদিকে বিভিন্ন গাছ। বিনোদনের জন্য পাখির সঙ্গে ছবি তোলা। উঁচু গাছ থেকে নেমে আসার জন্য জিপ রোলিং আছে। ঘেরা জায়গায় হরিণ, খরগোশ আছে। কোদাগু আদিবাসীদের বিভিন্ন মডেল আছে। নারী, পুরুষ, গ্রাম্য নাচ এইসব। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে আমরা গিয়ে পৌছালাম কাভেরি নদীর কাছে। যে জায়গাটা টুরিস্টদের জন্য নদীতে নামার জায়গা সেখানে নদী খুবই সংকীর্ণ, নদী না বলে নালা বলা যায়। নদীতে জল নেই বললেই চলে শুধু পাথরের খাঁজে খাঁজে জল। নদীর ওপর পারের লম্বা গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে ছায়াময় এক আশ্চর্য পরিবেশ তৈরী করেছে। বেশ ভিড়, কমবয়সী ছেলে মেয়েদের মনেহয় সবাই ছাত্র। সবাই ছবি তুলছে। একজন বছর তিরিশের যুবক আমাকে ডেকে তার পাশে বসতে বলল। সে নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলছে কিন্ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভাঙা হিন্দি বা দুর্বল ইংরেজি দিয়ে শেষে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম কী সে বলতে চাইছে! সে নিজের ভাষা ছাড়া কিছুই জানে না। তবে আকার ইঙ্গিত দিয়ে যা বোঝালো তাতে মনে হয় ও বলতে চাইছে এখন নদী শুখনো আছে কিন্তু বর্ষায় এই নদী ভয়াল আকার ধারণ করে। হরপা বান এসে সব কিছু তছনছ করে দেয়। চারিদিকে সবুজ গাছপালায় ভরা এই কুর্গ, সঙ্গে নদী, ঝর্ণা। কুর্গ একটি পৃথক দেশীয় রাজ্য ছিল। এখানকার রাজা ছিলেন এবং পরে ব্রিটিশ অধিকৃত হয়।কুর্গের অধিবাসী বা কোদাভুরা মূলত যোদ্ধা। এখানকার কফি,গোলমরিচ, কোকো ও মশলা বিখ্যাত। ধান চাষ ও কিছু জায়গায় হয়। পাহাড়ের ধারে বড় গাছের তলায় চাষ হচ্ছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো কুর্গ ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ সালে কর্ণাটক রাজ্য গঠিত হলে কুর্গ কর্ণাটকে যুক্ত হয়। বর্তমানে কুর্গ কর্ণাটকের একটি জেলা এবং এখনকার নাম কোদাগু। মাদিকেরি সদর এছাড়া কয়েকটি তালুক আছে তার অন্যতম কুশলনগর। পশ্চিম ঘাট পর্বত মালায় অবস্থিত কুর্গকে ভারতের স্কটল্যান্ড বলা হয়। কেন বলা হয় তা অবশ্য জানি না কারণ স্কটল্যান্ড আমি কোনোদিনও যাইনি। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাদৃশ্য আছে বলে হয়ত বলে।

আবহাওয়া মনোরম। গরম কালে তেমন গরম নেই আবার শীতকালে তাপমাত্রা খুব একটা নামে না। ১০ডিগ্রির আশেপাশে থাকে আবার গরমকালে ২৮ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা হয় না। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কুর্গের অধিবাসী যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন। সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অনেকেই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জেনারেল ক্যারিয়াপ্পা, সেনানায়ক থিমাইয়া প্রমুখ। আবার খেলাধুলায় উচ্চপর্যায়ে কুর্গবাসীরা আছেন। হকি খেলায় কুর্গের প্রতিনিধি এমপি গনেশ, গোবিন্দ তাছাড়া টেনিসে রোহন বপান্না এবং ক্রিকেট খেলায় রবিন উথাপ্পা প্রমুখ।

দোবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প

কাভেরি বা কাবেরী নদীর ধারে জঙ্গলের মাঝে হাতিদের ট্রেনিং কলেজ। শিক্ষনপ্রাপ্ত hati নদীর মধ্যে নৌকা করে নদীর ওপারে যেতে হয়। তবে নদীতে পর্যাপ্ত জল না থাকায় কয়েকটি নৌকা চলছে তবে তারা তীর পর্যন্ত না গিয়ে জলের মধ্যেই ঘুরিয়ে আনছে। মূল জায়গায় যাওয়ার জন্য নদীর ধার ঘেঁষে পাথর ও বালির বস্তা দিয়ে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই পথে চলা একটু অসুবিধাজনক বিশেষ করে বয়স্কদের তবুও একটা উত্তেজনা আছে।

সেই নদীর মধ্যে পাথরের আর বালির বস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। সেই বালির বস্তা, পাথরের ওপর দিয়ে কখনও বা জলের ওপর দিয়ে আমরা চললাম নদীর ওপারে। শেষের দিকটা বেশ কষ্টকর বিশেষ করে বয়স্কদের। । তখনও হাতি এসে পৌঁছায়নি। একটু ভেতরে যেতেই দেখি কয়েকটা হাতি আসছে। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানে হাতিরা জড়ো হয়। পর পর হাতি আসতে লাগল। বেশিরভাগ দাঁতাল কয়েকটা কিছুটা ছোট আবার দুটো একদম শিশু হাতি। ওদের খাবার ঘাস, খড় দেওয়া হয়েছে।অনেকে ধুলো মেখে রূপচর্চা করছে। হাতির ডাকের শব্দ আর শুড় তুলে অভিবাদন সবাই উপভোগ করছে। অনেকে হাতিকে খাওয়ার জন্য খড় দিয়ে দিচ্ছে। এরপর হাতি স্নানের পালা।

কয়েকটি হাতি নদীতে নেমে স্নান করল মাহুতের তত্ত্বাবধানে। ইচ্ছে করলে টুরিস্টরা হাতিদের স্নান করাতে পারেন তবে এর জন্য আলাদা করে কিছু খরচ করতে হবে। এই স্নানের সময় ছবি তোলার জন্য অনেক টুরিস্ট হাতির সামনে চলে যায় যেটা খুবই বিপদজনক এবং আমাদের সামনেই হাতি হঠাৎ নদীর পারে উঠে পড়াতে কয়েকজন পড়ে গিয়ে আহত হয়।

জঙ্গলের মধ্যে এই হাতির ক্যাম্পে হাতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মূলত দশেরার সময় শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য। এবার ফেরার পালা, আবার সেই পাথর ও বালির বস্তার ওপর দিয়ে ফিরে এলাম। মাদেকেরি- দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি সময় লাগে ঘন্টা খানেক। পড়ন্ত বিকেলের দিকে আমরা প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। মাঝে মধ্যে সুন্দর সাজানো বাড়ি, ছোট হোটেল। পাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, সাদ্দাম কিন্তু কোনও সময় গাড়ির স্পিড তোলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি। ধীর স্থির মসৃন গতিতে চলছে আমাদের গাড়ি।

কুর্গের ঢোকার মুখে সাদ্দাম জানালেন এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে। এখানে কফি বাগানে যেতে পারেন। ওখানে কফি গাছ আছে, কফি তৈরির কারখানা আছে তাছাড়া ওই বাগান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পারেন।আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল না তবুও রাজি হয়ে গেলাম।রাস্তার দৃশ্য অপূর্ব। কিছুক্ষনের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কফি প্লান্টে।তখনও আলো আছে। কফি প্লান্টের গেটের কাছে টিকিট ঘর। কদিন আগে ভাইজাক আরাকু ট্যুরে আরাকুতে গিয়েছিলাম। ।জুনিয়র দুজনকে পাঠানো হলো। ওরা ভেতরে চলে গেল।

(লেখকঃ সৌমিত্র মুখার্জি)

বাংলা চলচ্চিত্র সাধক

একবার এক বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্র সমালোচক লিখেছিলেন এডিটর ইজ দ্য ফাইনাল ডাইরেক্টর। খুব ভুল কিছু বলেননি বোধহয়! ‘পথের পাঁচালী’ ছবির একটি দৃশ্য খেজুর গাছের নীচে পড়াশোনার সময় দুর্গা একটি কাঁচ পাথর পেয়ে অপুকে বলে এটা মাকে দিলে মা বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। সংসারে আর অভাব থাকবে না। দৃশ্যটা তোলাও হয়। ছবিটি যখন সম্পাদনা করা হচ্ছে তখন পরিচালক সত্যজিৎ রায় সম্পাদক দুলাল দত্তকে বললেন এটার প্রয়োজন নেই। দুলালবাবু বুঝলেন তাঁর মানিকদা সঠিক। মেনে নিলেন। আবার উল্টো চিত্র আছে। ‘নায়ক’ ছবির শুটিং সম্পাদনা সব শেষ। হঠাৎ সম্পাদক দুলাল দত্তের মনে হল ছবিতে একটি জায়গায় একটা ইনসার্ট দরকার। মানিকবাবুকে সেকথা জানালেন। তিনি বললেন, এখন কী করে সম্ভব। সতেরটা প্রিন্ট হয়ে গেছে। দুলাল দত্ত এক বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই ইনসার্ট লাগালেন। সেই অংশটি দেখে সত্যজিৎ রায় উচ্ছ্বসিত বললেন, একজ্যাক্টলি আমার ও মনে হয়েছিল। কোনও বিষয় মানিকবাবুর মনঃপুত হলে তিনি এই ‘ একজ্যাক্টলি ‘ শব্দটি ব্যবহার করতেন। সিনেমার সম্পাদক শুধু দৃশ্যগুলো জুড়ে দেন। একসময়ে এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করতেন। কিন্তু ‘পথের পাঁচালী ‘ ছবির পরে ধারণাটা বদলায়। সবাই বুঝতে পারলেন সম্পাদনা হল একটি সিনেমার বিরাট বড় কাজ। আক্ষরিক অর্থে ছবি তৈরি হয় সম্পাদকের টেবিলে, তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় ছোট ছোট দৃশ্য গুলো কাঁটছাটি করে সাজিয়ে সুন্দর একটি কাহিনী তৈরি করেন। সেই সম্পাদনার গুণাগুণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে লুকিয়ে থাকে ছবির ভবিষ্যত সাফল্যের রসায়ন। ইতিহাস হয়ত দুলাল দত্ত কে ভুলে গেছে আরও অনেক প্রতিভার মতোই। কিন্তু অস্বীকার করবেন কিভাবে সত্যজিৎ রায়ের সেই কালজয়ী সিনেমাগুলি হয়তো সম্পূর্ণ হতো না তাঁর অনন্য সম্পাদনা ছাড়া। সত্যজিৎ রায়ের ‘ অপরাজিত’ ছবি মুক্তির পরে একটা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকে লেখা হল। ছবিতে সম্পাদকের দীনতা দেখা গিয়েছে। । খুব হতাশ সম্পাদক দুলাল দত্ত একদিন সকালে এক বুক হতাশা নিয়ে মানিকবাবুর বাড়িতে গেলেন । তিনি তখন কিছু লিখছিলেন। দুলাল বাবুর দিকে তাকিয়ে সত্যজিৎ রায় বললেন, ও কি চোখ ছলছল কেন চোখ মুছুন। আরে ওরা কি জানে সম্পাদনা কাকে বলে। মানিকবাবু ভুল কিছু বলেননি তাঁর ‘ অপরাজিত’ দেশে ও বিদেশে প্রচুর সম্মান অর্জন করেছে। দুলাল রায় বলতেন মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারব না মনে হলে তিনি সেই ছবির কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। মানিক বাবু দুলাল দত্তকে সর্বদা বলতেন যদি নতুন কোনও ছেলে আপনার কাছে আসে তাঁর চিত্রনাট্য ভাল হয় আপনি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের ‘বালিকাবধূ’ অসামান্য সাফল্য পেল সত্যজিৎ বলেছিলেন, তনুবাবু ভাল কাজ করেছেন আর দুলালবাবু তো ভাল কাজ করছেনই। প্রখ্যাত চিত্র সম্পাদক দুলাল দত্ত মনে করতেন চিত্র সম্পাদনা একটি সাধনাক্ষেত্র।

আবর্জনার বই ঃ লাইব্রেরি

আবর্জনায় কুড়িয়ে পাওয়া বই দিয়ে ময়লার ট্রাক ড্রাইভারের বিশাল লাইব্রেরি। শিক্ষিত হলেই যে কেউ শিক্ষার মর্ম বুঝবে তার কোনও মানে নেই। না হলে কেন রাস্তায় পড়ে থাকবে বই। আবার বিশাল ডিগ্রি না থেকেও কেউ হতে পারেন প্রকৃত শিক্ষিত। তেমনই একজন হোসে আলবার্তো গুটিরেজ ফেলে দেওয়া বই দিয়েই বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একটা লাইব্রেরি। আলবার্তো গুটিরেজ পেশায় ময়লা বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভার। রাতের বেলা কাজে বেরোতেন। কাজ করার সময় তিনি খেয়াল করলেন, আবর্জনার সঙ্গে বইও পড়ে রয়েছে। তা সংগ্রহ করেই বানিয়ে ফেলেছেন লাইব্রেরি। কলম্বিয়ার এই মানুষটির জীবনে জোটেনি শিক্ষার আলো, আর সেই তিনিই সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বানিয়ে ফেলেছেন ফেলে দেওয়া বইয়ের লাইব্রেরী। লিও টলস্টয়ের ‘আন্না কারেনিনা’ বইটি যখন গুটিরেজ আবর্জনার মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি অবাক হয়েছিলেন। এত গুরুত্বপূর্ণ বই কিনা স্থান পেয়েছে ডাস্টবিনে! ভেবেছিলেন এই বইয়ের স্থান তো এখানে নয়। গুটিরেজ নিজে ময়লাকর্মী হতে পারেন। কিন্তু, তিনি ঠিকই টলস্টয়কে জানেন। তাই তিনি বইটি সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন আবর্জনার স্তূপ থেকে খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বের নানা ক্ল্যাসিক বই। গুটিরেজ বইগুলো সংগ্রহ করতে থাকলেন। সেই ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু। এখনো তিনি এই কাজ করে যাচ্ছেন। অদ্ভুত হলেও সত্যি এবং আশ্চর্যের এই যে তার সংগ্রহশালায় বইয়ের সংখ্যা ছাড়িয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজারে! তিনি মনে করেন উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান যা রেখে যেতে পারি তাই হল আসল শিক্ষা। কলম্বিয়ার বোগাটায় একটি দরিদ্র অঞ্চলে থাকেন গুটিরেজ। এই এলাকার কিশোররা পড়ার সুযোগ পায় কম। অল্প বয়সে তাদের কাজের সন্ধানে নেমে পড়তে হয়। এমনই এক এলাকায় গুটিরেজ এখন শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ময়লাবাহী ট্রাক ড্রাইভাররা এখন বই পেলে তাকে এসে দিয়ে যান। তিনি শিক্ষা উপকরণ দিয়েছেন ২৩৫ টি স্কুল, কমিউনিটিকে। তার সংগৃহীত বইগুলো দিয়ে তিনি একটি কমিউনিটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন। ৫৫ বছর বয়সী গুটিরেজ গত কুড়ি বছর এই কাজ করে চলেছেন। সংগৃহীত বই তিনি দান করেন বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। তার সংগ্রহের বইয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে ৪৫০টির বেশি লাইব্রেরি, রিডিং সেন্টার, স্কুলের পাঠকক্ষ। তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন গোটা কলম্বিয়া বইঘর।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

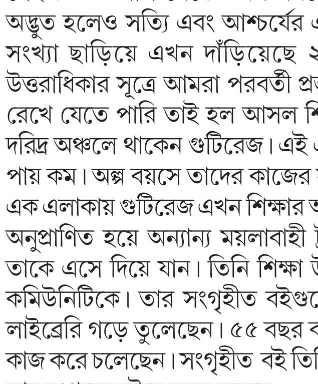

আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। তিনি হচ্ছেন মা।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি । ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে।পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সমাজ এবং ঈশ্বর ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

বিশেষ প্রতিবেদক

‘সামাজিক রীতিনীতি ও ঈশ্বরের পরিবর্তন প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ’

আধুনিক ভারতের পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের রজোগুণের বিকাশের ওপরে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি মানুষকে বস্তুবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সত্যের দুটি রূপ রয়েছে; একটি ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয়, এবং অন্যটি আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। মানুষ যখন সমাজ-সংস্কারের কথা বলে বা প্রগতির কথা বলে, তখন সত্যের এই আপেক্ষিক পরিবর্তনশীল চেহারার কথাই মানুষের মনে থাকে। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ- ৭৯)

প্রসঙ্গতঃ স্বামীজি হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে দুটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছিলেন; শ্রুতি (বেদ -বেদান্ত) আর স্মৃতি ও পুরাণ। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১১১-১২ ও ১২১) তিনি জানিয়েছিলেন যে, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মের রূপ বদলে যায় এবং এক এক যুগে এক এক ধরণের নিয়ম প্রচলিত হয়। নতুন পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখেই নতুন বিধান তৈরি হয় বা নতুন বিধান তৈরি করা প্রয়োজন হয়। বেদান্তে যা কিছু বলা হয়েছে, সেসব শাশ্বত সত্য হলেও স্মৃতি সম্পর্কে কিন্তু সেকথা বলা সম্ভব নয়। তাই যাঁরা গোঁড়া, যাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ সংস্কারের পথরোধ করতে চান, তাঁরা সত্যের এই আপেক্ষিকতাকে বুঝতে পারেন না। তাঁরা ভুলে যান যে, সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারের অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়। অতীতের কোন একসময়ে এই ভারতেই গরুর মাংস না খেলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকত না। বেদে পাওয়া যায় যে; তখন বাড়িতে কোন সন্ন্যাসী, রাজা বা কোন বিশিষ্ট অতিথি এলে তাঁর সম্মানে সবথেকে ভালো ষাঁড়টিকেই কাটা হত। কিন্তু পরে চাষবাসের প্রচলন হলে গোহত্যা অন্যায় বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ; গরু কৃষি কাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেই কারণেই তখন গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ, তিনি তাঁর ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন;

আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু

ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন। অতীতে যেসব রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই পরবর্তী সময়ে সেগুলিকে অন্যায় ও বর্বরোচিত বলে মনে করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সমাজের চেহারা বদলে গেলে রীতিনীতির ও নিয়মের পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে, নাহলে সমাজ বাঁচতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ১৭৪)

স্বামীজি বলেছিলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি নিজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে পারলেও অধিকাংশ মানুষই কিন্তু নিজের অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন; প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধের পিছনে অর্থনৈতিক যুদ্ধ রয়েছে। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ- ৪৫৪) সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতিনীতিই বদলে যায় না, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণাও বদলে যায়। মানুষ মানুষের বা ভক্তের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করলেও ঈশ্বরেরও যে ক্রমবিকাশ হয়, সেকথা কিন্তু বুঝতে পারে না। কিন্তু ভক্তের ও পূজকের যেমন পরিবর্তন ঘটে, ঈশ্বরেরও তেমনি পরিবর্তন হয়। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১০৭) মানুষ নিজের স্বপ্ন, নিজের আদর্শ দিয়েই ঈশ্বরকে কল্পনা করে। মানুষ মাত্রেই হল বদ্ধ জীব, কিন্তু একই সাথে মানুষ মুক্তির পিয়াসীও বটে; আর ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ এই মুক্তির রূপকেই দেখতে চায়।

পৃথিবীর অনেক ধর্মে পূর্ব পুরুষের, প্রেতাত্মার পুজো করা হয়; এই প্রেতাত্মারা অনেকেই নৃশংস রক্তশোষক ও মদ্যপায়ী। এই জাতীয় নিম্নতম স্তরের ধর্মেরও মূল কথা জল বন্ধনহীনতা ও মুক্তি। নিজে কোন বোধ ঘরে আটকা পড়লেও মানুষ বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরকে সেই বদ্ধ দরজা আটকাতে পারে না; কারণ; ঈশ্বর কোন সীমার শাসনে শৃঙ্খলিত হন না। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১০৩)।

প্রাচীন দেবতারা খুবই শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে তাঁদের শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। প্রাচীন গ্রন্থে তাঁদের অনেক কাজ দেখে বর্তমান সময়ের মানুষেরা ঘৃনায় শিউরে উঠবেন, কিন্তু আধুনিক যুগের মানসিকতা দিয়ে তাঁদের বিচার করলে চলবে না। কারণ এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আদিম মানুষেরা কিন্তু এই দেবতা দেরই ভয় ও শ্রদ্ধা করতেন, এবং এঁদের কোন কাজ তাঁদের চোখে বিসদৃশ বা অসংগত বলে মনে হত না। প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে হলে এযুগের মানুষকে অতীতের সেই যুগে ফিরে যেতে হবে ও সেযুগের ভাবনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম হতে হবে। আধুনিক যুগের মানুষের কাছে প্রাচীন বিশ্বাস যেমন হাস্যকর বা অসঙ্গত বলে মনে হয়, আধুনিক মানুষের উত্তরসূরিদের চোখেও তেমনি এখনকার চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি উদ্ভট বলেই মনে হবে। কারণ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গেই সব কিছু বদলে যায়, এমনকি ঈশ্বরের রূপও বদলে যায়।

কিন্তু একথার অর্থ এটা নয় যে ঈশ্বর পরিবর্তমান। বরং তিনি ধ্রুব সত্য ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা যুগে যুগে বদলেছে ও পর্দার পর পর্দা সরে গিয়েছে। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০৫-৭)

স্বামীজী সত্যের এই দুই রূপ ঃ শাশ্বত ও আপেক্ষিক। এই দুটিকেই আধুনিকযুগের মানুষকে মনে রাখবার উপদেশ দিয়েছিলেন। একইসাথে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, মানুষকে বুঝতে হবে যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বলে কিছুই নেই। এই স্তরে পরিবর্তন শুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, বরং পরিবর্তনই এখানে কাম্য। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজি পৃথিবীতে; বিশেষ করে ভারতে; সামাজিক বিপ্লবকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। আসলে সমাজ ধর্ম পরিবর্তন হয় যুগের তাগিদে।

(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী)

সম্পাদক সমীপেষু

অভিনেতা জহর রায়

অভিনেতা জহর রায়। একদিন সাগর দত্ত লেনে এসে জহর রায় দেখা করলেন সাহিত্যিক,চিত্র নাট্যকার নবেন্দু ঘোষের সাথে। নবেন্দু বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কবে এলে? জহর বললেন, ভাগ্য পরীক্ষা করতে কলকাতায় এসেছি। ভাগ্যপরীক্ষা! তার মানে? নবেন্দু বাবু বিস্মিত। জহর অবশ্য খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, কলকাতায় ভাঁড়ামি করে রোজগার করা যায় কি না সেই খোঁজে। তখন নবেন্দু ঘোষ তাঁকে বললেন তাঁর বাবা সতুদা কি সম্মতি দিয়েছেন ? জহর হেসে বলল,না দিয়ে উপায় কি? বাবা বুঝলেন যে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণের উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা করাই আমার পক্ষে একমাত্র পথ,তাই সম্মতি দিয়েছেন। এখন কলকাতাতেই ক্যারিকেচার দেখানোর চেষ্টা করব। ম্যাট্রিক পাশ করে পাটনার বি এন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রুফ রিডারের চাকরি করেছেন,তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টিটিভ। সবশেষে মামার দর্জির দোকান। একদিন বরযাত্রীর গাড়িতে কলকাতায় চলে আসেন। পাটনার কদমকুঁয়া ড্রামাটিক ক্লাবের সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নাট্য পরিচালক সতু রায়ের ছেলে জহর রায়। তবে জহরের ভাল লাগত ক্যারিকেচার। পাটনায় তখন জহর রায়ের ক্যারিকেচার বিশেষ আকর্ষণ। নব প্রতিষ্ঠিত পাটনা আর্ট স্কুলের নাচ ও জহরের ক্যারিকেচার ভীষণ জনপ্রিয় হয় আরা থেকে বখতিয়ার পুর দানাপুর থেকে ভাগলপুর। জহর তখন ‘গানেওয়ালা লাল্টু ছাড়াও জগদ্বিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিনের ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ ছবিতে হিটলারের ভূমিকার ক্যারিকেচার। এভাবেই জহরের দিনগুলো ভালই কেটেছে। জহর রায় গর্ব করে বলতেন তাঁর অভিনয় গুরু চার্লি চ্যাপলিন,তিনি একলব্য। চ্যাপলিনের এক একটা ছবি আট দশবার করে দেখতেন। ‘পূর্বরাগ’ তাঁর প্রথম ছবি,অবশ্য আগে পাটনায় অপেশাদার থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। ‘ভানু গোয়েন্দা জহর এসিস্ট্যান্ট’ নিয়ে কনক মুখোপাধ্যায় ছবি করেছেন,যদিও দুজনের কমেডির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে আলাদা ভাবেই,ভানুর কমেডি বাচনভঙ্গিমায়,এক্সপ্রেশনে, জহরের কমেডি শারীরিক কসরত, কথার পানিং এর মধ্যে। বাজারে গুজব ছিল ভানু, জহর নাকি পরস্পরের প্রতিযোগী,পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও দুজন দুজনকে তেমন পছন্দ করেন না! ডাঁহা মিথ্যে কথাটা প্রমানিত হয়েছিল আকাশবানীর স্টুডিয়োয় জহর রায়ের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে। স্টুডিয়োতে বসলেন ভানু,তারপর হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন,সেই কান্না আর থামানো যায় না। জহর বাংলা চলচ্চিত্রের কমেডিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন সেই ইতিহাস সবার জানা। পর্দায় তাঁকে দেখলেই এখনও হেসে ফেলে দর্শক। সত্যজিৎ রায় ‘পরশপাথর’ ছবিতে ছোট্ট রোল দিয়েছিলেন, পরেশ দত্তের চাকর ভজহরি। দশ বছর পরে হাল্লার মন্ত্রী। ঋত্বিক ঘটকও তাই। প্রথমে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিতে কনস্টেবলের একটা ছোট অভিনয়। সাত বছর বাদে ‘সুবর্ণ-রেখা’র অনেকখানি জুড়ে ফাউন্ড্রি ওয়র্কশপের ফোরম্যান মুখুজ্জে। তিনশোর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেছেন প্রধানত রঙমহলে। ছবির প্রযোজনা করেছেন, জলসায় কৌতুক নকশা পরিবেশন করতেন নিয়মিত। ১৯৭৭-র ১১ অগস্ট, মেডিকেল কলেজ থেকে একটা শোকমিছিল এগোচ্ছিল বিধান সরণি ধরে। বেথুন কলেজের সামনে এসে থেমে গেল মিছিলটা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি থেকে নামলেন সুচিত্রা সেন। অস্ফুটে বললেন “তুমি চলে গেলে চার্লি!”

বক্সার জঙ্গলে ৩ বছরে হাতির সংখ্যা বেড়েছে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ আগস্ট ঃ বক্সায় ৩ বছরে হাতির সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে হাতির সংখ্যা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে ৩০। বক্সার জঙ্গলে ঘাসজমি বাড়ার সঙ্গে হাতির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। বন দপ্তরের উদ্যোগে বনাঞ্চলের ১০ শতাংশ জমিতে গ্রাসল্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বক্সায় লেপার্ড, ব্ল্যাকপ্যান্থার, ভালুক, বানর, হাতি, বাইসন, হরিণ সহ বিভিন্ন মাংসাশী ও তৃণভোজী প্রাণী রয়েছে। তৃণভোজীদের জন্য গ্রাসল্যান্ড বাড়ানো প্রয়োজন। গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে বক্সার কোর এলাকার ফাঁকা জমিতে বুনোদের খাবার জোগান দিতে নতুন করে ঘাসজমি তৈরি করা হয়েছে। তবে বক্সা যে এখন তৃণভোজীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, তা বন দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি জানাচ্ছেন, 'এই জঙ্গলে এখন প্রায় ২৫০টি হাতি রয়েছে। গত তিন বছরে বক্সায় অন্তত সংখ্যায় ৩০টি হাতি বেড়েছে। অনুকূল পরিবেশের জন্য হাতির সংখ্যা বানছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকা প্রায় ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বক্সায় প্রায় পাঁচ বছর আগে মাত্র দুই শতাংশ জমি ঘাসজমি ছিল। গত বছর বক্সার জঙ্গলের প্রায় ৫০ হেক্টর জমিতে ঘাস লাগানো হয়েছিল। চলতি বছরে ৬০ হেক্টর জমিতে ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। হাতির পছন্টের চেপটি, মালসা, পুরুন্ডিজাতীয় ঘাস জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় লাগানো হয়েছে। দু'বছর পর ঘাসবন তৈরি হলে প্রাণীদের জন্য তা খুলে দেওয়া হয়। দপ্তরের এক আধিকারিক বললেন, 'কোর এলাকার ফাঁকা জায়গায় ঘাসবন তৈরিতে উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। এতে বুনো হাতিরা সহজে খাবারের জোগান পায়। খাবারের টানে হাতির দল জঙ্গলের ভেতর ঘোরাফেরা করে। চোরাশিকার বন্ধ, হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু কম হওয়ায় বক্সায় হাতির সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। হাতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বস্তিতে দপ্তরের আধিকারিকরা।

কর্মচারীকে সংবর্ধনা দেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে মাসের সেরা কর্মচারীকে অভিনন্দন জানাতে এবং কর্মীদের তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য অনুপ্রাণিত করার জন্য। প্রথমবারের মতো, শ্রী হেমন্ত কুমার, কনস্টেবল, চক্রধরপুর ডিভিশনের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারী (জুলাই, ২০২৪) নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে শ্রী হেমন্ত কুমারকে ২৭.০৮.২০২৪ তারিখে দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতর, গার্ডেন রিচ-এ নগদ পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে, শ্রী হেমন্ত কুমার চক্রধরপুর বিভাগের রাজকারসওয়ান- বারাবাম্বু সেকশনে একটি দুর্ঘটনার শিকার ট্রেনের যাত্রীকে বাঁচানোর জন্য অনুকরণীয় পরিষেবা প্রদান করেছেন। তার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং তার কর্তব্যের প্রতি নিবেদন যাত্রীদের নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে যা সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। শ্রী সঞ্জয় কুমার মিশ্র, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়েও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

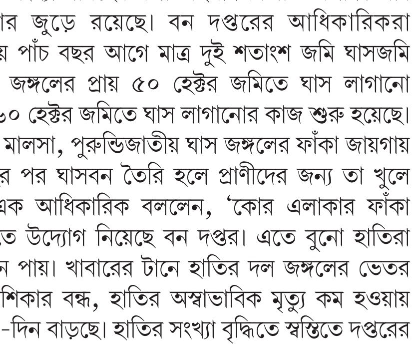

আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ আগস্ট ঃ এদিন বন্ধের বিরোধিতায় তৃণমূলের মিছিল করে ফালাকাটায়। মিছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতেই বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে বাঁধে খন্ডযুদ্ধ সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় ফালাকাটার পুলিশ এরপর পুলিশ এবং বিজেপির সাথে খন্ডযুদ্ধ, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটা বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তারা লাঠিসতা হাতে নিয়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের দিকে তেড়ে আসে। পুলিশ এখানে বিজেপিকেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে তৃণমূলকে কিছুই করছে না। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সাধারণ সম্পাদক রাজু মিশ্র বলেন, বন্ধের বিরোধিতা করে তৃণমূলের মিছিল যাবার সময় বিজেপি পক্ষ থেকে তাদের উপর হামলা চালায়। আলিপুরদুয়ারে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে মারপিট। চললো কিল, ঘুষি। বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বাংলা বন্ধে আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন স্থানে চলে মিছিল এবং পাল্টা মিছিল। এদিনের বিজেপির এই বন্ধকে ব্যার্থ করতে পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় অফিস থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের চৌপথি এলাকায় গিয়ে বিজেপির জেলা কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ দাসকে ঘিরে মারপিট শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । চলে কিল, ঘুষি। এরপর বিজেপির কর্মীরা দ্রুত জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বন্ধ সমর্থক ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে মারামারি। আলিপুরদুয়ার জংশনের একটি পেট্রোল পাম্পে বন্ধ সমর্থকরা পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ করতে এলে সেখানেই প্রথমে বন্ধ সমর্থকদের সাথে বচসা বাধে তৃণমূল কর্মীদের সাথে।

গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া, ২৮ আগস্ট ঃ কল্যাণী ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের! নিখোঁজ যুবকের নাম সুরজ প্রসাদ। বাড়ি হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়। বছর চব্বিশের ওই যুবকের খোঁজে গঙ্গায় স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুরজের বাড়ি মগড়ার বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুবাজার এলাকায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে বাড়িতে খবর আসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত সেতু থেকে। যুবকের বাবা ওম শঙ্কর প্রসাদ জানান, কাজ থেকে ফিরে স্নান করে খেয়ে বলে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছে। কল্যাণীর দিকে গিয়েছিল। রাতে সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরেও যাবে বলেছিল। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না ফেরায় খোঁজ করেন পরিবারের সদস্যরা। তখন বাড়িতে খবর আসে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন সুরজ। যুবকের প্রতিবেশী সুরেশ সিং বলেন, রাত এগারোটা নাগাদ আমরা খবর পেলাম। তারপর খুঁজেছি। পাইনি। এরপর মগড়া থানায় জানাই। কী কারণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল, নাকি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া বুঝতে পারছি না। পুলিশের পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় গঙ্গায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম অস্ত্র লুন্ঠনের ১১০ তম বর্ষপূর্তি আমতায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুঃসাহসিক প্রথম অস্ত্র লুন্ঠন হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট, যা রডা অস্ত্র লুন্ঠন নামে খ্যাত। এই অস্ত্র লুন্ঠনের মূল কান্ডারী ছিলেন গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামের ভূমিপুত্র শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র। রডা অস্ত্র লুন্ঠন ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র ইতিহাসে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কোনো সরকারই রডা অস্ত্র লুন্ঠন ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে স্মরণ করে না। শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র নামে কোনো রাস্তার নামকরণ করা হয়নি। ইতিহাসের পাতায় তার কর্মকাণ্ড স্থান পায় নি। কলকাতার মলঙ্গা লেনে শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র একটি স্মৃতিসৌধ আছে। স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র জন্মভিটায় তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় গ্রামবাসীরা একটি স্মৃতি বেদী নির্মাণ করেন। বর্তমানে সেই বেদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ বাস্তুভিটা ও দখল হয়ে গেছে। ১৯৮৩ সালে রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গঠিত হয় বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি। ওই বছরই ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুন্ঠন এর ৭০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই টুকু যা। ভারতবর্ষ কে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিপ্লবীদের হাতে সেই সময় কোনো আধুনিক অস্ত্র না থাকায় বিপ্লবীরা কোনো উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড সফল করতে পারছিল না। বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে, আধুনিক অস্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লব না করলে ভারতবর্ষ কে কোনো দিনই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা যাবে না। অস্ত্রের প্রয়োজন! অস্ত্র সংগ্রহ কি ভাবে হবে? বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র। শ্রীশচন্দ্র মিত্র রডা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি নিজেই অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। ঘটনার দিন ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট বেলা আড়াইটে কি তিনটা ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র আইন ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তখন লালদীঘির ভিতর তাঁর অনুচরদের সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। এদিকে কাস্টমস হাউস থেকে পূর্ব পরিকল্পনা মতো এক - এক করে ছয় টি গরুর গাড়ি বোঝাই হল অস্ত্রে। সপ্তম গাড়ির চালক ছিলেন ছদ্মবেশী বিহারবাসী হিন্দুস্তান গাড়োয়ান 'কুঞ্জ' (হরিদাস দত্ত)। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁর গাড়িতে তুলে দেন বাক্স ভর্তি ৫০ টি মাউজার পিস্তল, ৫০ টি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং ৫০ টি পিস্তলের খাপ ।যে খাপ এর সাহায্যে মাউজার পিস্তল গুলিকে সময় মতো রাইফেলের মতো বড় করে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে তুলে দেন ৫০ রাউন্ড কার্তুজ। ব্যাপারটা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী খেয়ালই করলেন না। কাস্টমস হাউস থেকে সাতটি গরুর গাড়ি ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে লালদীঘির (ডালহৌসি স্কোয়ার) দক্ষিণ দিকে গেলে 'ভ্যানিসিটার্ট রো' - র সামনে এসে সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা মতো উপস্থিত বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের কাছে সপ্তম গাড়িটি দিয়ে বাকি ছয়টি গরুর গাড়ি শ্রীশচন্দ্র মিত্র রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছে দিতে গেলেন। আর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি এবং অফিসে ও যায়নি। অস্ত্র লুন্ঠন হওয়ার পাঁচ দিন পর ৩০ আগষ্ট ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি করলে ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র খোঁজ পায়নি। কিছু মাউজার পিস্তল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ব্রিটিশ পুলিশ উদ্ধার করেছিল গ্রেফতার করেছিল বিপ্লবীদের। অনেক মাউজার পিস্তল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বিপ্লবীদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেই গুলি পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। এই মাউজার পিস্তল দিয়ে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় অর্থ লুঠ করেছিল। সরকারি গুপ্ত বিভাগের পুলিশ কর্মচারী সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় কে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ ইন্সপেক্টর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কে গুলি করে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) রডা লুন্ঠনের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন। বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত,বাদল গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেছিলেন এই লুন্ঠিত মাউজার পিস্তল নিয়ে। ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ভিলিয়ার্স কে মাউজার পিস্তলের গুলি করেন। রডা অস্ত্র লুঠের একটি মাউজার পিস্তল ব্যবহার করতেন রাসবিহারী বসু। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠনের পর অনুষ্ঠিত ৫৪ টি ডাকাতি, নরহত্যা, নরহত্যার চেষ্টায় ব্যবহার হয়েছিল লুন্ঠিত মাউজার পিস্তল। সেই অস্ত্র লুন্ঠনের মূল কান্ডারী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র এর জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব পান নি। সরকারিভাবে স্মরণ করা হয় না রডা অস্ত্র লুন্ঠনের দিন। ২০২৪ এর ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুন্ঠনের ১১০ তম বর্ষপূর্তি পালন হল শুধুমাত্র গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতায়। এ দিন সকালে প্রথম অনুষ্ঠান টি হল রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে। দিনটি পালিত হল বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি -র উদ্যোগে। শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র আক্ষেপের সুরে বলেন, রাজ্য, জেলা, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আজ ও উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে রয়েছে শ্রীশচন্দ্র মিত্র। সরকারের কাছে আমাদের দাবি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে। সংরক্ষণ ও দখল মুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্র - র জন্মভিটা। রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর সামনে ১৯৮৩ সালে নির্মিত শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র স্মৃতি স্তম্ভের সংস্কার করা হোক। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র জীবনী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান। আমতা থেকে বালিচক পর্যন্ত রাস্তার নামকরণ করা হোক শ্রীশচঃদ্র মিত্র সরণী। কবি, আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির গবেষক ও লেখক চন্দ্রাদিত চন্দ্র আক্ষেপের সুরে বলেন আমতা - হাওড়া রেল পথের একটি স্টেশনের নাম রামকৃষ্ণের চিকিৎসক হাওড়া জেলা নিবাসী মহেন্দ্রলাল সরকার এর নামে মহেন্দ্রলাল নগর নামাঙ্কিত করা হয়েছে। আমতা রেল স্টেশনের নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অস্ত্র লুন্ঠন রডা অস্ত্র লুন্ঠনের মূল কান্ডারী রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্টেশন নামাঙ্কিত করা হোক। এই দিন দ্বিতীয় অনুষ্ঠান পালন করল গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি চক্রের অন্তর্গত আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের সম্পাদক তথা গাজীপুর থাকময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সায়ন দে, আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমেন মন্ডল প্রমুখ। সায়ন দে এই অনুষ্ঠানে ছাত্র -ছাত্রীদের কাছে গল্পের ছলে শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র কর্ম জীবন, অস্ত্র লুন্ঠনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। এই বক্তব্য কে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় ক্যুইজ। এই ক্যুইজে ছাত্র -ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়- এর প্রধান শিক্ষক তথা পরিবেশ কর্মী, গ্রমীনচেন মুভমেন্ট সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতিহাস গবেষক ও লেখক প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন, আমতার রসপুরের হাবু মিত্র -র জন্য আমরা গর্বিত। অস্ত্র লুন্ঠনের পর তিনি ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য আসামে রংপুরে আত্নগোপন করেছিলেন। তারপর তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল তা আজ ও অজানা। যেমন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিণতি আজ ও অজানা। বিপ্লবী হাবু মিত্র - র আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা নতুন প্রজন্ম, স্কুলের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের জানানোর জন্য আমরা বিদ্যালয়ে এই দিনটি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন সরকারি পাঠ্যপুস্তকে শ্রীশ মিত্রের জীবনী - কর্মকাণ্ড - র কথা স্থান দেওয়া হোক। আমতা বাসস্ট্যান্ডের নামকরণ শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র নামে করা হোক। আগামী বৎসর এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় আমতা বাসস্ট্যান্ডে করার পরিকল্পনা করছেন বলে তিনি জানান। আজকের অনুষ্ঠানে বর্ষণমুখর পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে ছাত্র -ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য এই বিদ্যালয়ে ১৪ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পড়ুয়া, অভিভাবিকাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমতা -বাগনান এলাকার মানুষদের কি ভূমিকা ছিল তাই ছবিতে তথ্যের মাধ্যমে প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়।

বিজেপির ডাকা বাংলা বন্ধে মিশ্র ফল পূর্ব বর্ধমান জেলায়

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধের মিশ্র প্রভাব পূর্ব বর্ধমান জেলায়। বুধবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিজেপি নেতা কর্মীরা যেমন বন্ধের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিলেন, ঠিক অপর দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরাও বাংলা বন্ধের বিরোধিতা করে পথে নামেন। দুই পক্ষই পথে নামায় যাতে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশি তপরতা ছিল চোখে পরার মত। মোটের উপর এই জেলায় ব। ধরনের অশান্তির কোন ঘটনা না ঘটলেও জেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এদিন সকাল থেকেই। রাজ্য বিজেপির ডাকা বাংলা বন্ধ সফল করতে পথে নামে বর্ধমান সদর জেলা বিজেপি। বুধবার সকাল থেকে বন্ধের আবহাওয়া কাটিয়ে সচল হবার চেষ্টা করছিল বর্ধমান শহর। তার মধ্যেই হঠাৎ বন্ধ সফল করতে ময়দানে নামেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তারা বর্ধমান শহরের বীরহাটা মোড়ের কাছে জমায়েত করে এবং টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে। এই পথ অবরোধের জেরে কিছুক্ষনের জন্য ব্যহত হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ জোর-পূর্বক পথ অবরোধ তুলে দেয় বলে অভিযোগ জেলা বিজেপি নেতৃত্বের। পুলিশ এদিন পাঁচজন বিজেপি নেতা কে আটক করে। এছাড়া এদিন সকাল থেকেই জামালপুরের চৌবেরিয়া, জৌগ্রাম, মশাগ্রাম সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি নেতা কর্মীরা। এদিন চৌবেরিয়া এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরী হয়। বিজেপি - তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বচসা বাঁধে, বচসা পৌঁছায় হাতাহাতিতে। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং অবরোধ তুলে দেয়। এদিন জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় পথে নামে শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা। তারা মিছিল করে। এলাকায় এলাকায় বন্ধবিরোধী মিছিল করে। পাল্টা বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধের পাশাপাশি মিছিল করতে দেখা যায়। জামালপুরে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন কাটোয়ায় সকাল থেকে কিছুক্ষণ ট্রেন অবরোধের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাস চলাচলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। ব্যাংক, অফিস, পোস্ট অফিস সবই খোলা। খোলা ছিল কাটোয়া মহকুমা আদালত। কিন্তু কাটোয়া মহকুমা বার অ্যাসোশিয়সনের সিদ্ধান্ত যে কোন রাজনৈতিক দল বন্ধ ডাকলে তারা কাজ বন্ধ রাখেন। সেই কারণে আদালতের কাজ বন্ধ থাকলেও আদালত চত্বরে বসে থাকা মুহুরীরা ও টাইপিস্টরা কাজ চালু রেখেছিল এদিন। পাশাপাশি খোলা ছিল এআরটিও অফিসও। শহরের বেশিরভাগ দোকান খোলা থাকলেও কিছু দোকান বন্ধ ছিল। এককথায় কাটোয়া শহরে বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব ছিল। বিজেপির ১২ ঘন্টা ডাকা বন্ধ সফল করতে ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখার ভান্ডার টিগুরি স্টেশনে রেল অবরোধ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে অবরোধ, এতে ব্যহত হয় এই শাখার ট্রেন চলাচল। বন্ধ তুলতে ঘটনাস্থলে হাজির হয় রেল পুলিশ, তারা জোর করে তুলে দেয় অবরোধ। জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পারুলিয়া বাজারে বুধবার সকাল ৭ টা থেকে প্রায় ৮ টা পর্যন্ত একঘন্টা পথ অবরোধ করলো বিজেপি। এই পথ অবরোধে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় সহ বিজেপির কার্যকর্তারা, প্রায় এক ঘন্টা এই পথ অবরোধ চলে তারপরে পথ অবরোধ উঠে যায়। তবে সকাল থেকেই বন্ধের সেই রকম কোন সাড়া দেখা মিলল না মেমারীতে।রেল স্টেশনে দেখা গেল যাত্রীদের ভিড়, বাস ছিল অন্যান্য দিনের মতই, যাত্রী সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। স্বল্প কয়েকটি ছাড়া মেমারি শহরের অধিকাংশ দোকানপাটই খোলা ছিল। অন্যদিকে বন্ধের সমর্থন না করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল রাস্তায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলার মানুষ। জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বন্ধের কোন প্রভাবই সারা বাংলায় দেখা যায় নি। বাংলার মানুষ কর্মনাশা বনধকে সমর্থন করে না সে প্রমান বুধবার হাতে নাতে পেয়ে গেল বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। পূর্ব বর্ধমান জেলা এদিন অন্যান্য দিনের মতই সচল ছিল বলে দাবি রবীন্দ্রনাথবাবুর। যদিও জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত তা জানিয়েছেন, বন্ধের প্রভাব বর্ধমানে ভালই ছিল। মানুষ এই বন্ধ কে মনে প্রানে সমর্থন করেছে। তবে শাসক দল এবং পুলিশের চাপে অনেকেই ইচ্ছা থাকলেও দোকান বন্ধ রাখতে পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির জন্যেও কেউ কেউ ভয় পেয়ে অফিস গেছেন তবে জেলার অফিস কাছারিতে উপস্থিতির হার ছিল অনেক কম। জনরোষ এবং শান্তিপূর্ন বন্ধ কে ভয় পেয়েই শাসক দলের লোকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধ তুলতে রাস্তায় নেমেছিল।

হাওড়ায় ভেঙে পড়লো 'বিপদজনক' বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ হাওড়ার মল্লিক ফটকের কাছে আচমকাই ভেঙে পড়লো 'বিপদজনক' বাড়ি, আটকে থাকা বাসিন্দাকে উদ্ধারে দমকল। হাওড়ার মল্লিক ফটক এলাকায় রাধামাধব ঘোষ লেনে বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিনতলা একটি পুরনো বাড়ি। ঘটনাস্থলে আসে হাওড়া সিটি পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। পাশাপাশি সিইএসসি'র তরফেও কর্মীরা সেখানে ছুটে আসেন।

জন্মদিনপালন পুর প্রতিনিধির

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৮ আগস্ট ঃ নববারাকপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে গৃহহীনদের আশ্রয়স্থল স্নেহের বন্ধনে আবাসিকদের সাথে নিজের জন্মদিন পালন করলেন পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি নীতা দে। বুধবার সকালে আবাসিক দের নিয়ে জন্মদিনে কেক কাটলেন তাদের হাতে প্রীতি উপহার স্বরূপ খাবার তুলে দিলেন। আবাসিকরা বেজায় খুশি ও আনন্দিত। পুর প্রতিনিধি নীতা দে জানান কোন আড়ম্বর নয় একটু অন্য ভাবে এইসব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পাশে থেকে তাদের মুখে সামান্য হাসি ফোঁটাতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত হলাম।

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:-
i) WB/HOW/DPS/DGP/NIT4/24-25

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Domjur Gram Panchayat, Domjur Block Dev. for implementation of One (01) no. work within Domjur Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https:// etender. wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Domjur Gram Panchayat

HALDER VENTURE LTD.
CIN: L74210WB1982PLC035117
Regd. Office: DIAMOND HERITAGE, 16 STRAND ROAD
10TH FLOOR, ROOM NO- 1012, KOLKATA, WEST BENGAL.
Website: www.halderventure.in , Tel: (033) 66075557

NOTICE

It is hereby notified that the 42nd Annual General Meeting of the members of the Company ('AGM') will be held on Monday, 23rd September, 2024 at 11.00 A.M. Indian Standard Time ('ISI') through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations, 2015 read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022, 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022, September 25, 2023 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), without physical presence of the members.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th September, 2024 to 23rd September,2024 (both days inclusive).
Notice is also hereby given that the Company will provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions included in the agenda of the aforesaid AGM. The members may cast their votes using the electronic voting system of National Securities Depository Limited ('NDSL') from the place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The facility for E-voting electronically shall also be made available during the AGM for the members attending the same if they have not cast their vote by remote e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting, inter alia, containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting shall be dispatched to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.halderventure.in , on the website of the NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. https://www.evoting.nsdl.com, and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

The period of remote e-voting facility shall start on 20.09.2024 at 10.00 a.m. (IST) and end on 22.09.2024 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 16.09.2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, or, voting at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 16.09.2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, or voting at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset his password by using "Forget User Details/ Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com.
The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and NSDL's website.
The member who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the said AGM.

The manner of voting remotely for members holding shares in electronic mode, physical mode and for members who have not registered their mail addresses is provided in the Notice of the AGM.

The Board of Directors has appointed Mr Manoj Prasad Shaw, Practicing Company Secretary of M/s, Manoj Shaw & Co. as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

Members holding dematerialized shares and who have not registered their email addresses are requested to update/register the same with their respective depository participant(s) and members holding physical shares are requested to update/register their email addresses along with Folio no., Name of the shareholder and a self attested copy of PAN card to Halder Venture Limited at info@halderventure.in or to the Share Transfer Agent of the Company, Maheshwari Datamatics Pvt Ltd at mdpldc@yahoo.com.

In case of any/ grievances relating to voting by electronic means or technical assistance before and during the AGM, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual available for Shareholders available at https://www.evoting.nsdl.com.

For Halder Venture Limited
KESHAB KUMAR HALDER
Sd/-
Managing Director
(DIN- 00574080

Place : Kolkata
Dated: 28/08/2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ASPH/TRKGORA-001/2024-25 (1st Call) Name of Work: **Improvement of road surface of Panchanan Tala Lane from Prem. No. 34/5 to House of Dr. Indrajit Mukherjee in Ward No.-131, Br.-XIV under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost: ₹ **2,95,205.96**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**
(2) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-17R/2024-25 (Re-Tender) Name of Work: **Continuation of operation of Payloaders, Vehicles (Mechanical) and other allied work under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost: ₹ **4,54,380.00**. Earnest Money: ₹ **9,100.00.** Period of Completion: **180 days**. Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposal: **09.09.2024 – 2 p.m.**
(3) NIT No.: KMC/ASPH/PB/KM-10/24-25 (1st Call) Name of Work: **Restoration of Khudiram Bose Sarani from Premises No.- 64/43B to 64/1/30 and its extension in Ward No.-03, Br.-I, under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,441.95**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of Bid: **09.09.2024 at 11.30 a.m.** Bid opening date and time for Technical Proposal (Online): **11.09.2024 – 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 & 3) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 & 3).
(4) NIT No.: KMC/ASPH/GG/MH-02/2024-25 (2nd Call) Name of Work: **Improvement of road surface at Ashirbad Goli from 9G Rani Shankari Lane to 21 Harish Mukherjee Road in Ward No.-73, Br-IX under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,76,576.49**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **12 days**.
(5) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-03/24-25 (2nd Call) Name of Work: **Improvement of road at Sashi Sekhar Bose Row by lowering the bituminous surface and other allied civil works from CESC Training Deptt. to 8, S.S.B. Row in Ward No.-73, Br-IX under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,97,595.35**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **21 days**.
(6) NIT No.: KMC/ASPH/GG/MH-04/2024-25 (2nd Call) Name of Work: **Improvement of road surface from 18 Sashi Sekhar Bose Row to 1 Bijay Bose Road in Ward No.-73, Br.-IX under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,97,970.52**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **12 days**.
(7) NIT No.: KMC/ASPH/GG/MH-10/2024-25 (1st Call) Name of Work: **Improvement of road surface from P-104 to P-100 and 94A to P-97 Unique Park by lowering the surface with allied works in Ward No.-130, Br-XIV under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,435.90**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **12 days**. Last date and time of submission of Bid: **10.09.2024 upto 12 noon** (Sl. No. 4 to 7)**.** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 at 12 noon** (Sl. No. 4 to 7) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (Sl. No. 4 to 7).
(8) NIT No.: KMC/ASPH/PB/SUMON4/24-25 Name of Work: **Picking up and removing of old bitunious road surface at South Kolkata region by Mechanical Means including Transporting the same from different roads with the K.M.C. jurisdiction under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost (Incl. GST & Contingency): ₹ **4,91,425.60**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **50 days**. Last date and time of submission of Bid: **11.09.2024 at 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 (6 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (C)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/289 (2nd Call) Name of Work: **Repairing of Arupota Road from E. M. Bypass to Yuvabharati Club in Ward No.-58 under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,88,375.48** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **10.09.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 at 12 noon**. The website: **https://wbtenders.gov.in**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/330 (1st Call) Name of Work: **Restoration of Trenches Dug by several P.U. Agencies at different places on S. P. Mukherjee Road, A.T.M. Road, Monohar Pukur Road and its adjacent areas under Br.-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,96,091.90** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/331 (1st Call) Name of Work: **Restoration of Trenches Dug by Water Supply Department at different places on Rashbehari Avenue, Gariahat Road, Sarat Bose Road and its adjacent areas under Br.-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,96,534.00** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 2 & 3). Last date and time of submission of Bid: **12.09.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 & 3).

The **Director General/Bustee, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work: **NIT No.: KMC/EEBS/HQ/X/91/03/24-25/46 (1st Call)** Name of Work: **Renovation of Bustee Latrines at 80, 100 Banerjee Para Road and Jagannath Ghosh Road in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **4,99,124.61**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **12.09.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **14.09.2024 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (5 p.m.)**. The websites: **https://wbtenders. gov.in** & **https://www.kmcgov.in** **(477/24-25)**

টলি-বলি

১২ বছর আগে যখন কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তখন সবে মাধ্যমিক দিয়েছি শ্রীময়ী

বহু জল ঘোলা হয়েছিল কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজের বিয়েকে কেন্দ্র করে। অভিনেতার তৃতীয় বিয়েকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। প্রাক্তন স্ত্রী পিঙ্কির সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচুর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয়েছে। তবে সেসব এখন পুরোনো। বর্তমানে স্বামী কাঞ্চনকে নিয়ে সুখেই আছেন শ্রীময়ী চট্টরাজ। বিয়ের সাত মাস পেরিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও দাম্পত্য এবং প্রথম দিকের প্রেম নিয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলেছেন অভিনেত্রী। দাম্পত্য ও সম্পর্ক নিয়ে বহু অজানা তথ্যও। শ্রীময়ী লিখেছেন, 'সময় শান্ত নয়। কেউ ভালো নেই। মন ভালো নেই। আর জি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে পথে নেমেছে শহরবাসী। সামাজিক মাধ্যম হোক কিংবা টিভিসব জায়গাতেই বিদ্রোহের ছবি। ''বিচার চাই স্লোগান দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসছিল। সেই অস্থিরতার মধ্যেই ভালোবাসার উদ্‌যাপন করলাম না হয়, ইচ্ছে হলো। আমাদের বিয়ের সাত মাস কেটেছে সবে। কিন্তু আমাদের চেনাজানা তো দীর্ঘদিনের। সেই প্রথম চেনার সময় এত ভয় ছিল না, নিরাপত্তার অভাব বোধ হতো না। কেউ যখন তখন যেকোনো ছবি প্রকাশ্যে এনে দেবে, এমন দুর্ভাবনাও ছিল না।' কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রী শ্রীময়ী ফিরে যান প্রায় এক যুগ আগে। তিনি লিখেছেন, 'প্রায় ১২ বছর আগে যখন কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তখন সবে মাধ্যমিক দিয়েছি। কথা হতো, আজ আমার ভূগোল পরীক্ষা ছিল, নাকি ইতিহাস পরীক্ষা ছিল, সেসব নিয়ে। তখন দামি ফোনও ছিল না। দেখা সাক্ষাৎ হতো কাজের জায়গায়। তবে আমরা যে খুব বেশি একসঙ্গে কাজ করেছি, তেমনটাও তো নয়। অপেক্ষা করে থাকতাম দুর্গাপূজার জন্য। সেই সময় একটা দিন বিশেষভাবে দেখা হতো কাঞ্চনের বন্ধুর বাড়িতেই। কাঞ্চনদের একটা গ্রুপ ছিল, ইন্ডাস্ট্রির অনেক বন্ধুই ছিল তাতে। খরাজ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আড্ডা বসত। প্রথম দিন থেকে আমাদের সম্পর্কের সাক্ষী খরাজদা। সেই সব দিন বড্ড মনে পড়ে। এখন এই সামাজিক মাধ্যমের অতি সক্রিয়তার যুগে সেসব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। প্রেমের সূচনা পর্বে কখনো ভয় পাইনি কিংবা প্রেম জাহির করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। গানবাজনা, আড্ডা এসব নিয়েই দিন কেটেছে। অনেক বেশি সুরক্ষিত মনে করতাম। কিন্তু এখন মানুষের প্রতিবাদ থেকে দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সবকিছুর একটাই জায়গা, সামাজিক মাধ্যম। কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে সম্পর্ক ও ভাঙাগড়া নিয়েও মন্তব্য করেন অভিনেত্রী। লিখেছেন, 'বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, সম্পর্ক শুরুর দিনগুলোতে যেমন ঢাকঢোল পেটাইনি, তেমনি এই সম্পর্কে যদি কোনো দিন ইতি টানতে হয়, তাহলে সেটাও হবে সৌজন্য বজায় রেখেই। হতেই পারে ১০ বছর বাদে আমরা হয়তো একসঙ্গে থাকতে পারলাম না। তখন আমি আমার অন্দরমহলের কথা নিশ্চয় রাস্তায় ছড়িয়ে দেব না! কাঞ্চনের আগের বিয়ের ক্ষেত্রে তো সেই কুৎসা হলো। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বিষয়টা ব্যক্তিগত রাখা যেত। সেটা নিয়ে রাস্তায় নামার দরকার ছিল না। পরে একটা বিবৃতি দিলেই তো মিটে যেত। অনেকটা উত্থান-পতন, বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে এই সম্পর্কটা পরিণতি পেয়েছে। আমি চাই, আমাদের এই বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

শ্রীময়ী আরও বলেন, 'এই সময় হয়তো প্রেম উদ্‌যাপনের সঠিক সময় নয়। শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আমিও উদ্বিগ্ন। আর জি কর-কাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। আমরা সবাই বিচার চাইছি। নারীরা পথে নেমেছেন। তবে একটা প্রশ্ন করতে চাই। শুধু শারীরিক নির্যাতনই কি সব? মানসিক নির্যাতনের বিচার কে করবে? আমাদের বিয়ের সাত মাস কেটে গেছে। কিন্তু ক্রমাগত যে কুৎসিত মন্তব্য আসে সামাজিক মাধ্যমে, সেটাও তো নির্যাতনই। বলতে পারি মানসিক অত্যাচার। এরও বিহিত হওয়া দরকার।'

কার্তিকের 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' দর্শকদের মনে বেশ সাড়া ফেলেছে

বর্তমান সময়ে বলিপাড়ার জনপ্রিয় মুখ অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বেশ কয়েকটি সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হলেও হররধর্মী সিনেমা 'ভুলভুলাইয়া ২'-তে অভিনয় করে রাতারাতি খ্যাতির তুঙ্গে উঠে যান কার্তিক। সম্প্রতি কার্তিকের 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' দর্শকদের মনে বেশ সাড়া ফেলেছে। সামনে অপেক্ষা 'ভুলভুলাইয়া ৩'-এর। সেখানে কার্তিকের অভিনয়-জাদু দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শকেরা। যদিও এমন সুদিনের জন্য বহু পরিশ্রম, সংগ্রাম করতে হয়েছে কার্তিককে। বলিউডের বাইরের পরিবারে জন্ম নিয়ে কীভাবে এই চলচ্চিত্রশিল্পে নিজেকে প্রথম সারির তারকাদের মধ্যে জায়গা করে নিলেন? এবার সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন'। অভিনেতার সোজাসাপটা কথা, 'চলচ্চিত্রজগতে পায়ের নিচে জমি শক্ত করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।' সেই লড়াইয়ের গল্পও জানালেন কার্তিক। এক সাক্ষাৎকারে নিজের অতীত স্মরণ করে অভিনেতা বলেন, 'বলিউডের বাইরে থেকে এসে সুযোগ পাওয়া এবং নিজের কাজের জন্য প্রশংসা আদায় করে নেওয়া কঠিন এবং সেটা শেষ পর্যন্ত মনের ওপর প্রভাব ফেলে। নতুন করে সবকিছু শেখার পরও সমানাধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়।' শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্র জগতের বাইরে থেকে এলে অবশ্যই অনেক ধৈর্য ধরতে হয় বলেও মন্তব্য এই অভিনেতার। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'এখানে কাজ পেতে পরিশ্রম করতে হয়। পাশাপাশি চলচ্চিত্র জগতের বাইরে থেকে আসাটা যে দুর্বলতা নয়, সেটি বোঝাতে গিয়েও অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়েছে।' কার্তিক আরও বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমি যা যা করেছি, সবটাই নিজের পরিশ্রমে।' জোর সমালোচনা আছে যে বলিউডের বাইরের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই শিল্পে জায়গা করে নিতে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে

হয়। কঠিন সময়ে মনের জোর না থাকলে ঝরেও পড়েন অনেকে। অনেকে এতটা চাপ নিতে না পেরে ডুবে যান হতাশায়। কেউ কেউ হারিয়ে যান চিরতরেও। সমালোচকেরা বলেন, বলিউডে অভিনয় দক্ষতা দেখালেও প্রাপ্য মর্যাদাটুকু না পেয়ে হতাশায় ডুবে যান প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। এরপর অকালে প্রাণও ঝরে গেছে উজ্জ্বল এই তারকার। তাঁর পাশাপাশি বহু তারকার অকালমৃত্যুর খবর ভেসে আসে বলিপাড়ার ভেতর থেকে।

এমপক্সে আক্রান্ত এক রোগীর অভিজ্ঞতা

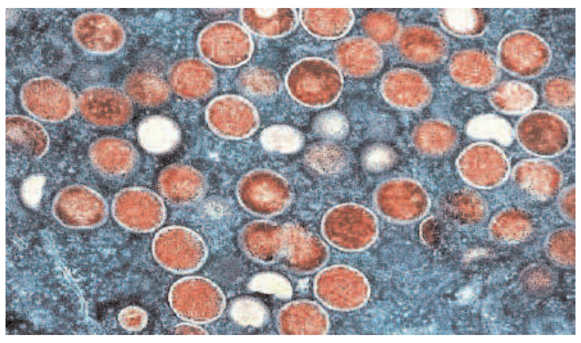

'আমি খুব অসুস্থ বোধ করছিলাম। ভয়ও পেয়েছি। হাঁটতে পারছিলাম না।' কথাগুলো এমপক্সের সংক্রমণে আক্রান্ত বুরুন্ডির বাণিজ্যিক রাজধানী বুজুম্বুরার বাসিন্দা স্যামুয়েল এনডুইমানার। আফ্রিকার এই ছোট্ট দেশে শনিবার পর্যন্ত ১৭০ জন একপক্সের সংক্রমণে আক্রান্ত বলে খবর পাওয়া গেছে। স্যামুয়েল বর্তমানে কিং খালেদ টিচিং হাসপাতালে কোয়ারেন্টিন (সঙ্গনিরোধ) ওয়ার্ডে আছেন। সেখান থেকেই তিনি এএফপির সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর মুখ ও শরীরের ওপরের অংশ ফোসকায় ভরে গেছে। লক্ষণ কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যামুয়েল বলেন, 'আমার ক্ষুধামান্দ্য হচ্ছিল। জ্বর আসে এবং যৌনাঙ্গে ব্রণের মতো ছোট্ট গোটা হয়। কিন্তু খুব ব্যথা হতো। প্রথমে মনে করেছিলাম ম্যালেরিয়া।' স্যামুয়েল আরও বলেন, 'কী থেকে আমি অসুস্থ হলাম, বুঝতে পারছিলাম না। তবে দিন দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছিল।' পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে এই রোগের সংক্রমণ বাড়ছে। বুরুন্ডিতে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ১৭১ জন আক্রান্ত বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কেনিয়া গত শুক্রবার নিজ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীকে শনাক্ত করেছে। আর প্রতিবেশী উগান্ডায় এ সংখ্যা ৪। মাঙ্কিপক্স ভাইরাস প্রথম পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। এর উপসর্গ অনেকটা জ্বর বা ফ্লুর মতো। বর্তমানে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস থেকেও অন্য কেউ এতে সংক্রমিত হতে পারেন। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এমপক্স নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বুরুন্ডি কর্তৃপক্ষ এই প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। এমন সংক্রমিত ব্যক্তিদের যাঁরা চিকিৎসা দিচ্ছেন, তাঁদের একজন চিকিৎসক ওদেতে নসাভিমানা। ওদেতে এএফপিতে বলেন, 'মাঝেমধ্যে রোগীরা খুবই গুরুতর অবস্থায় আসে। অনেকের জ্বর থাকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০২.২ ডিগ্রি ফারেনহাইট)। এই রোগে খুব ব্যথা হয় এবং চুলকানি হয়। এতে শরীরে ক্ষত হয়। ফলে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।' সেন্টার ফর পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনসের জাতীয় পরিচালক লিলিয়ান নেকেনুগুরুতসে বলেন, এই সেন্টার থেকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এখানে ৫০ জনের চিকিৎসা দেওয়ার সক্ষমতা আছে। লিলিয়ান এএফপিকে বলেন, এ ধরনের রোগী বাড়ছে। দেশটির পার্শ্ববর্তী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন চার ফিলিস্তিনি সাংবাদিক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান আগ্রাসন নিয়ে অকুতোভয় সাংবাদিকতা করায় ২০২৪ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন চার ফিলিস্তিনি সাংবাদিক। ফিলিস্তিনি এই চার সাংবাদিক হলেন আলোকচিত্রী মোতাজ আজাইজা, টিভি সাংবাদিক হিন্দ খৌদারি, সাংবাদিক ও অধিকারকর্মী বিশাস ওউদা এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক ওয়ায়েল আলদাহদৌহ। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। নিহত হয়েছেন ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। গাজায় চলমান হত্যাযজ্ঞের খবর বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন এই চার সাংবাদিক। প্রতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয় নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি। চলতি বছরের শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য ২৮৫টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৯৬ ব্যক্তি ও ৮৯টি সংগঠন। বিশ্বে শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। চলতি বছরের বিজয়ীর নাম ঘোষণা হবে ১১ অক্টোবর। ১০ ডিসেম্বর হবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

মুখ্য দ্বৈতকরণ প্রকল্পগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন

মালিগাঁও, ২৮ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) দুটি দ্বৈতকরণ প্রকল্প অর্থাৎ নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া প্রকল্প এবং নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া প্রকল্পের নির্মাণকার্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই দ্বৈতকরণ প্রকল্পগুলি জোনের জন্য রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে এবং ট্রেন পরিচালন দ্রুত ও আরও অধিক বিশ্বস্ত করে তুলবে। নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া প্রকল্পটি মোট ১৪২.৯৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। নিউ বঙাইগাঁও-সরভোগ, বরপেটা রোড-নলবাড়ি এবং বাইহাটা-আগিয়াঠুরি সেকশনের আওতাভুক্ত মোট ১০২.৭৭ কিলোমিটার, যা সফলভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং ট্রেন পরিষেবার জন্য চালু করা হয়েছে। সরভোগ- বরপেটা রোডের মধ্যে এবং নলবাড়ি-বাইহাটার মধ্যে অবশিষ্ট সেকশনের দৈর্ঘ্য মোট ৪০.২০ কিলোমিটার, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ হওয়ার অগ্রিম পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি, সরভোগ-বরপেটা রোড সেকশনের সিআরএস পরিদর্শনও খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সেকশনগুলি চলতি আর্থিকবর্ষের মধ্যে চালু করা হবে, যা এই অঞ্চলের মধ্যে রেল সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হবে। অতিরিক্তভাবে, নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে, যা মোট ১৭৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। নিউ বঙাইগাঁও-আজারা সেকশনটিতে মোট ১৬২.৮০ কিলোমিটার দূরত্ব আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই অংশে ট্রেন পরিষেবাও চালু হয়ে গেছে। ১৩.২০ কিলোমিটারেরও অধিক সম্প্রসারিত আজারা-কামাখ্যার মধ্যে সেকশনটির চূড়ান্ত পরিকল্পনা এবং সম্প্রসারণ কার্যও অগ্রগতির পথে রয়েছে, যা ২০২৭-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ কামাখ্যা জংশনের রেল পরিষেবার দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও উন্নত করতে একাধিক মুখ্য পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা ও অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করা।

নাম পরিবর্তন

আমি Ahammad Reza (পুরাতন নাম) পিতা Md Hassan Reza ঠিকানা 53, Dey Street, VTC- Serampore M, P.O.- Serampore, District- Hooghly, W.B- 712201, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ahamad Reza (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ahamad Reza (নতুন নাম) ও Ahammad Reza (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Hasan Reza (পুরাতন নাম) পিতা Md Yakub ঠিকানা 53, Dey Street, VTC- Serampore M, P.O.- Serampore, District- Hooghly, W.B- 712201, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Hassan Reza (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Hassan Reza (নতুন নাম) ও Hasan Reza (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Husnara Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Siraj khan, ঠিকানা- Vill.- Jahnajhari, P.O.- Kasbagola, P.S.-Egra, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721447, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hasnara Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hasnara Bibi (নতুন নাম) এবং Husnara Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sirajuddin Khan (পুরাতন নাম) পিতা Hedayet khan, ঠিকানা- Vill.- Jahnajhari, P.O.- Kasbagola, P.S.-Egra, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721447, West Bengal, India, কলকাতায় ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 24.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Siraj khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Siraj khan (নতুন নাম) এবং Sirajuddin Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Sahidulla Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Amjet Mandal, ঠিকানা-Vill.- Kalikapur Amtona, P.O.- Gouribhoj, P.S.- Matia, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743445, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahidulla Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahidulla Mandal (নতুন নাম) এবং Md Sahidulla Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Tumpa Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Sahidulla Mandal, ঠিকানা-Vill.- Kalikapur Amtona, P.O.- Gouribhoj, P.S.- Matia, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743445, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tumpa Khatun Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tumpa Khatun Bibi (নতুন নাম) এবং Tumpa Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Manoj Balmiki (পুরাতন নাম) পিতা Mamchand Balmiki, ঠিকানা- Banshi Moral Road, Sheuli Teleni Para, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700121, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manoj Kumar Balmiki (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manoj Kumar Balmiki (নতুন নাম) এবং Manoj Balmiki (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, G Shiva Rao S/o. G Babu Rao Residing at D116, A Block, Dist - East Singhbhum, Jharkhand - 831011, India shall henceforth be known as Giriwaru Shiva Rao. I declare that Giriwaru Shiva Rao and G Shiva Rao is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-08-2024.

Name Change

I, Salauddin S/o. Mohammad Saim Residing at 37/A Dasu Babu Bagan Kamarhati, P.S.- Belghoria, Dist.- 24pgs(N),W.B. Pin-700058 shall henceforth be known as Salauddin Siddique. I declare that Salauddin Siddique and Salauddin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-08-2024.

Name Change

I MD MUSIYAR ISLAM SK, S/O MOFIJUL ISLAM SEKH, R/O LAKSHMIKANTAPUR, PS BISHNUPUR, DAIMOND HARBOUR-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSIYAR ISLAM SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024,THAT MD MUSIYAR ISLAM SK AND MUSIYAR ISLAM SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Binod Jaiswal (old name) S/O Bansi Lal Jaiswal, residing at Shanti Kunj, 20 Round Tank Lane, Opp Mulick Fatak Telephone Exchange, Howrah-711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Binod Kumar Jaiswal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/08/2024. Binod Kumar Jaiswal (new name) and Binod Jaiswal (old name) both are same identical person.

Name Change

I SAVITA AGRAWAL,W/O LATE ASHOK KUMAR AGARWAL, R/O REGENT COURT COMPLEX, BLOCK-4, FLAT-6B,VIP ROAD, RAGHUNTHPUR, KOLKATA-700059,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAVITA AGARWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT SAVITA AGRAWAL AND SAVITA AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHAHID NAWAZ & SK. SHAHID NAWAZ , S/O SK SHAH NAWAZ HUSSAIN, R/O 30/7, JHAWTALA ROAD, CIRCUS AVENUE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SHAHID NAWAZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT SHAHID NAWAZ & SK. SHAHID NAWAZ AND SEKH SHAHID NAWAZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NISHAR ALAM, S/O MD S HAQUE, R/O 18/1/H/12, MOMINPORE ROAD, KHIDDIRPORE, PS EKBALPUR, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NISHAR ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT NISHAR ALAM AND MD NISHAR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RANJIT GHOSH, S/O ASHWINI KUMAR GHOSH, R/O KAMRABAD, SUNNY PARK, SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJEET GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT RANJEET GHOSH AND RANJIT GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ALTAF ALAM, S/O MD NISHAR ALAM, R/O 18/1/H/12, MOMINPORE ROAD, KHIDDIRPORE, PS EKBALPUR, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALTAF ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT MD ALTAF ALAM AND ALTAF ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SREEPARNA PAL, W/O SOUMYA CHAKRABORTY, R/O UTALIKA LUXURY, PRATHAMA, 1701, 405, BARAKHOLA ROAD, PO MUKUNDAPUR, PS PURBA JADAVPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700099, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SREEPARNA CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 21/08/2024 THAT SREEPARNA CHAKRABORTY AND SREEPARNA PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,AKRAM SHABAZ(OLD NAME),S/O ABDUL ALIM ANSARI, R/O, BLOCK-L67,FLAT NO-305,SHAPOORJI PALLONJI APARTMENT,RAJARHAT NEW TOWN,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700135,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKRAM SAHABAZ(NEWNAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT AKRAM SHABAZ AND AKRAM SAHABAZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AFSAR ALI SHEIKH, S/O ABDUL SEKH, R/O VILL CHAKDHIR, PO DAKSHIN GOURIPUR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH AFSAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT AFSAR ALI SHEIKH AND SEKH AFSAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOJNU MONDAL, S/O MOKTAR MONDAL, R/O VILL+PO MESTAKHALI, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAJNU MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT MOJNU MONDAL AND MAJNU MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Vijay Dhirajlal Shah (Old Name) S/o Late Dhirajlal Hirachand Shah, Residing at 493/B/57A,G.T. Road (South), B-5,Flat-303,Arihant Enclave, Howrah, Pin-711102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Vijay Shah (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 28-08-2024 Vijay Dhirajlal Shah (Old Name) and Vijay Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I BABI SK,W/O MOFIJUL ISLAM SEKH, R/O LAKSHMIKANTAPUR, PS BISHNUPUR, DAIMOND HARBOUR-743503, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABI SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024,THAT BABI SK AND BABI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, NASREEN SARDAR,WIFE OF RAFIKUL ALAM DHALI, RESIDING AT UTTARBADEHUGLI, DHALI PARA, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700145, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASRIN BIBI DHALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024. THAT NASREEN SARDAR AND NASRIN BIBI DHALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HEMAL M KOTHARI,S/O MADHU KUMAR KOTHARI, R/O AVANI REGENCY, FLAT 4204,1,DR RADHA GOBINDO NATH SARANI, KOLKATA, 700033, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HEMAL KOTHARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024,THAT HEMAL M KOTHARI AND HEMAL KOTHARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ISTAK SEKH , S/O LATE MD ISHAK , R/O HOSENBAD, HOSENBAD, PS MAGRA, HOOGHLY -712148, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ISHTIYAK ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT MD ISHTIYAK ALAM AND ISTAK SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SEIKH INJAMUL ISLAM, S/O SK MAHAMMAD JABEDUL ISLAM, R/O MADARPUR, MADARPUR, PS RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, PIN-721433, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK INJAMUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT SK INJAMUL ISLAM AND SEIKH INJAMUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SEIKH JOBEDUL ISLAM & SK JOBEDUL ISLAM & SK MAHAMMAD JUBADUL ISLAM, S/O LATE SK AMIR HOSSAIN, R/O MADARPUR, MADARPUR, PS RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, PIN-721433, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAHAMMAD JABEDUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT SEIKH JOBEDUL ISLAM & SK JOBEDUL ISLAM & SK MAHAMMAD JUBADUL ISLAM AND SK MAHAMMAD JABEDUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANJURUL HOK LASKAR & MANJURUL LASKAR, S/O AMIR ALI LASKAR, R/O JAUTIA, BAISHATA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743338, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONJURUL HAQUE LASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT MANJURUL HOK LASKAR & MANJURUL LASKAR AND MONJURUL HAQUE LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAZI MOSTAK HOSSAIN, S/O KAZI MONSUR RAHAMAN, R/O SANTOSHPUR BAZAR PARA, PS MAHESTALA, KOLKATA -700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI MUSTAK HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT KAZI MOSTAK HOSSAIN AND KAZI MUSTAK HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MD ABDUL HALIM MOLLA,SON OF LATE MD FARHAD ALI MOLLA, RESIDING AT VILL & PO - UTTAR KUSUM,PS-USTHI, SOUTH24PARGANAS -743375,WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER MOLLA FARHAD ALI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FARHAD ALI MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT DIAMOND HARBOUR ON 05/08/2024.THAT MOLLA FARHAD ALI AND MD FARHAD ALI MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shri Sujit Roy (old name) S/O Late Sukumar Kanta Roy, residing at Shiyal Danga, P.O.- Santragachi, P.S.- Jagacha, Dist.- Howrah, Pin-711104, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sujit Kumar Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/08/2024. Sujit Kumar Roy (new name) and Shri Sujit Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Chunni Lal Baheti (old name) S/O Late Gangaram Baheti, residing at Alcove Gloria, Block-1, 10th Floor, Flat-10D, 403/1, Dakshindari Road, Sreebhumi, Golaghata, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700048, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chunilal Baheti (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/08/2024. Chunilal Baheti (new name) and Chunni Lal Baheti (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Umesh Jain (old name) S/O Chandra Kumar Jain, residing at 5B. Judges Court Road Alipore Heights Kolkata, Pin- 700027, P.S.- Alipore, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Umesh Kumar Jain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/08/2024. Umesh Kumar Jain (new name) and Umesh Jain (old name) both are same identical person.

লাইনে মিক্সার মেশিন! চালকের তৎপরতায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ আতঙ্কের রেলযাত্রা! ঢালাইয়ের মিক্সার মেশিনে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল আপ ক্যামাক্ষা- পুরী এক্সপ্রেস। গ্রেফতার ২। এবার মালদহের খালতিপুর স্টেশনে। রেল সূত্রে খবর, ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে দশটা। এদিন সকালে খালতিপুর স্টেশনের কাছে রেললাইন পার করে ঢালাইয়ের মিক্সার মেশিন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু মেশিনটি আটকে যায় রেললাইনে! ঠিক তখনই ওই লাইন দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছিল আপ ক্যামাক্ষা-পুরী এক্সপ্রেস। ডাউন লাইনে ছিল এক মালগাড়ি। রেললাইনে মিক্সার মেশিনটি দেখতে পান ক্যামাক্ষা- পুরী এক্সপ্রেস চালক। বিপদ বুঝে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন তিনি। কিন্তু ট্রেনের গতি কমে গেলেও সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। মিক্সার মেশিনে ধাক্কা লাগে খুব আস্তে। এরপর ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ। মিক্সার মেশিনটিকে রেললাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেফতার করা হয় ২ জনকে। এর আগে, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় বল্লালপুর ব্রিজের নিচে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। সেবার রেরলাইনের উপরে চলে এসেছিল বালিবোঝাই লরি! বিপদ বুঝে এর্মাজেন্সি ব্রেকও কষেছিলেন চালক। কিন্তু সংঘর্ষ তো এড়ানো যায়ইনি, বেলাইন হয়ে গিয়েছিল ট্রেনের ইঞ্জিন। আগুন লেগে যায়।

চা বাগানে উদ্ধার কিশোরীর পচাগলা দেহ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ নিখোঁজের ১০ দিনের মাথায় এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির গয়া গঙ্গার চা বাগান এলাকায়। চা বাগানের একটি নালা থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠে আসে। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, নাবলিকাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে মৃতের কাকা রাকেশ খেসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের ১৮ তারিখ গয়া গঙ্গার চা বাগান এলাকার বাসিন্দা বছর ১৭-র এক কিশোরী নিখোঁজ হয়। পুলিশে অভিযোগ করে পরিবার। এদিন চা বাগানের নালা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় । প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানিয়েছেন, দেহের উপর বড় বালির বস্তা চাপা দেওয়া ছিল। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পরই তার কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিশোরীকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও দাবি করা হয়, কিশোরী ধর্ষণের শিকার। ময়নাতদন্তের পর প্রাথমিক অনুমান, নাবালিকাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর খুনের কারণ স্পষ্ট হবে। তবে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কিংবদন্তি রবীন্দ্র শিল্পী কণিকা বন্দেদ্যাপাধ্যায়ের স্মরণে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৮ আগস্ট ঃ কিংবদন্তি রবীন্দ্র শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন আনন্দ ধারার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। আনন্দধারায় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি অভিলেখাগার ও সংগ্রহশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্কিকা মুখোপাধ্যায়, বীথিকা মুখোপাধ্যায়। আয়োজক কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেন্টিনারি সেলিব্রেশন কমিটি।

বিজেপির ডাকা বন্‌ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে বন্ধ দোকান পাট, তৃণমূলের মিছিল থেকে ছড়াল উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে আন্দোলনকারীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদেই বুধবার বিজেপির বাংলা বন্ধের ডাক। সেই বন্ধে একদিকে বিজেপির মিছিল। অন্যদিকে বন্ধের বিরুদ্ধে তৃণমূলের মিছিল। সকাল থেকেই এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দোকানপাট ছিল বন্ধ। বিজেপি কর্মীরা বন্ধের সমর্থনে মিছিল করে শান্তিপূর্ণ ভাবে মানুষের কাছে অনুরোধ করে। মানুষ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়। কিন্তু তৃণমূলের মিছিল থেকে বেনজির দৃশ্য দেখল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায়। মিছিল থেকে লাঠি উঁচিয়ে দাদাগিরি। জোর করে হুমকি দিয়ে মানুষকে দোকান খোলানোর চেষ্টা। এর আগের বহু বন্‌ধে এই ধরনের দৃশ্য কোনদিনও দেখেনি হরিশ্চন্দ্রপুর। যেখানে মানুষ নিজে বন্ধ রেখেছে দোকানপাট। সেখানে তৃণমূলের বাহুবলী নেতারা চাপ দিচ্ছে দোকান খোলার জন্য। একদিকে বিজেপির মিছিলে উপস্থিত ছিল মন্ডল সভাপতি অজয় পাশোয়ান, যুব মোর্চার সভাপতি মনোজ দাস অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। আর তৃণমূলের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমান, আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সাহেব দাস, ব্লক সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী, যুবনেতা পূজন দাস, অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা প্রমুখ। যদিও তৃণমূল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূলের দাবি বিজেপি জোর করে দোকান বন্ধ করিয়ে ছিল। তারা মানুষকে সাহস দিয়ে দোকান খুলিয়েছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এছাড়াও এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ভালুকা বাস স্ট্যান্ডে বনধের কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করতে গেলে ভালুকা ফাড়ির ওসি শ্যাম সুন্দর সাহা বাধাদান করেন। তারপরে পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিজেপি কর্মীদের আটক করে পুলিশ। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। ওরা জোর করে দোকান বন্ধ করেছিল। আমরা গিয়ে খুলে এসেছি। ব্লক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাসের দাবি, কোন গুন্ডাগিরি করা হয়নি। যে লাঠিটা ছিল সেখানে পতাকা লাগানো ছিল। আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি। যাতে তারা বিজেপিকে ভয় না পায়। বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় পাশোয়ানের বক্তব্য, এরকম আমরা কোনদিন দেখিনি। মানুষ স্বতঃস্পূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। দোকান বন্ধ রেখেছিল। এরা গুন্ডাগিরি করে হুমকি দিয়ে দোকান খোলাচ্ছে।

নয়া উদ্যোগ বনদপ্তরের, লোকালয়ে হাতির হানা রোধে সোনামুখীতে বিকল্প খাদ্যের জোগান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট ঃ ফি বছর দলমা থেকে হাতির দল পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে হামেশাই ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ায়। বছরের অর্ধেক সময়ে হাতির দল ঘোরাফেরা করে বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বনবিভাগ ও বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বিভিন্ন জঙ্গলে। হাতির দল তো শুধু জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায় না। খাদ্যের সন্ধানে মাঝে মাঝেই হানা দেয় জঙ্গল লাগোয়া জমিতে, লোকালয়ে। আর হাতির আক্রমণে প্রাণহানির একাধিক ঘটনা ঘটে। তার জেরে গ্রামের মানুষের তাড়া খেতে হয় হাতিদের। এবার তাই দলমার দামালদের দাপাদাপি কমাতে একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে বনদপ্তর। হাতি ও মানুষের সংঘাত রুখতে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাতিদের জঙ্গলের একটি বিশেষ এলাকায় আটকে রাখার জন্য বাঁকুড়ার সোনামুখী রেঞ্জের জঙ্গলে 'হাতির বিকল্প খাদ্যের জোগান' তৈরি করা হয়েছে। সোনামুখী রেঞ্জের হামিরহাটি বিটের রামপুর এলাকার জঙ্গলে ১০ হেক্টর জায়গা জুড়ে এই ফুড প্ল্যাটেশন প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে। এরফলে খাদ্যের সন্ধানরত হাতির দল এখানেই তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান পাবে বলে আশাবাদী বনদপ্তর। বনদপ্তরের সোনামুখী রেঞ্জের আধিকারিক নিলয় রায় বলেন, দলমা থেকে হাতির দল প্রতি বছর পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে জয়পুর, বিষ্ণুপুরের জঙ্গল পেরিয়ে পাত্রসায়ের, সোনামুখী, বেলিয়াতো।, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে। জঙ্গলে খাদ্যের অভাব দেখা দিলেই তারা বিভিন্ন এলাকায় জমিতে নেমে ফসল খেয়ে নেয়। লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। হাতির দল খাদ্যের জন্যই এসব করে। তাই হাতিদের জন্য আমাদের সোনামুখী রেঞ্জের হামিরহাটি বিটের রামপুর এলাকায় 'হাতির বিকল্প খাদ্যের জোগান' এর জন্য ১০ হেক্টর এলাকায় একটি প্ল্যানটেশন করা হয়েছে।'' এখানে বট, কদাবেল, চালতা, কাঁঠাল, চেপ্টিঘাস, বেল, মহুল, অর্জুন, আম, শাল, কাচমোলা, বহড়া, কাজু সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ১৭ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। এগুলি সবই হাতিদের প্রিয় খাবার। হাতিদের জঙ্গলে খাদ্য সংস্থানের জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ বনদপ্তরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দলমার হাতির দল বছরের একাধিক সময়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গল পেরিয়ে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। হাতির দল এলেই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়। হাতির দল শুধু তো জঙ্গল পথেই যাতায়াত করে না। অনেক সময়ে দলে হাতির সংখ্যা বেশি হলেই ধান জমি, সবজি জমির উপর দিয়ে একাধিক গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে যায়। হাতির হানায় ফসলের পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। আর দীর্ঘদিন একই জঙ্গলে থাকলে হাতির দল খাদ্যের সন্ধানে আবার লোকালয়ে হানা দেয়। এরফলে গ্রামের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। হাতিদের নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয় গ্রামের মানুষকে। তাই জঙ্গলে ঘোরাফেরা করা হাতির দলকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আটকে রাখার জন্যই এই প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে বলে বনদপ্তরের দাবি। বনদপ্তরের সোনামুখী রেঞ্জের আধিকারিক নিলয় রায় আরও বলেন, খাদ্যের জন্যই হাতির দল জঙ্গল ছেড়ে ধান জমিতে, বিভিন্ন সবজি ফসলের জমিতে নেমে পড়ে। লোকালয়ে ঢুকেও খাবারের সন্ধান করে। আর হাতির উপস্থিতিতে গ্রামে আতঙ্ক তৈরি হয়। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামের মানুষ হাতিদের দেখে তেড়ে যান। এরফলে হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়। এই প্ল্যানটেশনের জন্য হাতিদের খাদ্যের সংস্থান অনেকটাই পূরণ হবে বলে আমরা আশাবাদী।

বিজেপির বন্ধের পাল্টা প্রচার তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপির ডাকা বারো ঘন্টা বন্ধের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস ময়দানে নামে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপির কর্মনাশা বন্ধের প্রতিবাদে পথে নামে। বুধবার এমনিতেই বোলপুরে বাজার বন্ধ থাকে। তবুও সকাল থেকে বোলপুর পুরসভার প্রধান পর্ণা ঘোষের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের সেখানে দেখা মেলে নি। তবে রামপুরহাট স্টেশন চত্বরে ট্রেন রোকো আন্দোলন করতে গিয়ে বিজেপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। এর ফলে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধা হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পর অবরোধ উঠে যায়। জেলার প্রায় সর্বত্র বিজেপি কর্মী সমর্থকরা নৈরাজ্য তৈরী করার সৃষ্টি করে। যদিও সর্বত্র তারা ব্যর্থ হয়। পুলিশ প্রশাসন সর্বত্র সজাগ থেকে বিজেপির সেই চক্রান্ত এদিন ব্যর্থ করে দিয়েছে। রামপুরহাট শহর জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন বন্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করে। অন্যদিকে, বোলপুরে বিকাল ৫ টায় যারা আজকে বনধ্ প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বোলপুর চৌরাস্তায় উপস্থিত হন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, সুদীপ্ত ঘোষ সহ আরো অন্যানো নেতৃত্ব। এদিন সকালেই রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা মানুষের কাছে এই বন্ধ প্রত্যাখানের দাবি জানান।

বিজেপির ডাকা বন্‌ধে প্রভাব উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ বিজেপির ডাকা বন্‌ধ সফল করতে বুধবার সকাল থেকে শিলিগুড়িতে পথে নামেন দলের কর্মী- সমর্থকরা। তাঁরা মিছিল করেন। দোকানপাট বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে হামলার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় জংশন এলাকায়। পুলিশ ৮ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালের দিকে বাসটি যাত্রী নিয়ে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের দিকে আসছিল। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি কর্মীরা পাথর ছুঁড়ে ওই বাসের সামনের কাঁচ ভেঙে দেন। যদিও ঘটনায় যাত্রীদের কেউ চোট পাননি বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার পুলিশ এলাকায় হাজির হয়ে ওই বিজেপি কর্মীদের সরিয়ে দেয়। এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও। বিজেপির ডাকা বন্‌ধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে যান চলাচল চূড়ান্ত ব্যাহত হয়েছে। হামলার আশঙ্কায় বাস অমিল রাস্তায়। সকাল থেকে জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ মেছেদায় পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। অন্যদিকে, বিজেপির পথ অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এগরাতেও। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়ায় পুলিশ। আবার হলদিয়া- পাঁশকুড়া লাইনের কেশবপুর স্টেশনে বিজেপি কর্মীদের অবরোধের জেরে হাওড়াগামী যাত্রিবাহী ট্রেন আটকে পড়ে। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকলেও কারখানার কাজ স্বাভাবিক রয়েছে। অন্যদিকে বন্‌ধকে ঘিরে বালুরঘাটে উত্তেজনা ছড়ালো। বুধবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে বালুরঘাট সরকারি বাস স্ট্যান্ডের সামনে। এক দিকে, বন্‌ধের সমর্থনে যখন বিজেপি কর্মী- সমর্থকেরা পিকেটিং করছে, তখন বন্‌ধের বিরোধিতায় পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেসও। দুই দলের সমর্থকদের স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বালুরঘাটে সরকারি বাস ছাড়লেও বেসরকারি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছেই বলে খবর। বন্‌ধের প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারগুলোতেও। বন্ধ দোকানের ঝাঁপ। বালুরঘাটে পুলিশ এখনও পর্যন্ত এক জনকে গ্রেফতার করেছে। অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে বালুরঘাটে বিজেপির টাউন সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বন্‌ধ সমর্থকরা। বুধবার সকালে কালিয়াগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় থেকে বিবেকানন্দ মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল করেন বিজেপি সমর্থকেরা। বিবেকানন্দ মোড়ে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য পথ অবরোধ করেন তাঁরা। রাস্তায় আগুন জালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তবে পুলিশ এসে তাঁদের সরিয়ে দেয়। তবে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি জায়গা ছাড়া কালিয়াগঞ্জ শহরের পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শহর জুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গেছে, মাথাভাঙা- কোচবিহার রাজ্য সড়কে এনবিএসটিসি-র বাসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠলো বন্‌ধ সমর্থকদের বিরুদ্ধে। রাস্তায় বাস-গাড়ি আটকানোর অভিযোগও উঠেছে। বন্‌ধের বিরোধিতায় কোচবিহারে পাল্টা পথে নেমেছে জেলা তৃণমূল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন বাজার যায়। মাইকিং করে দোকানপাট খুলে রাখার আবেদন করা হয়। এদিকে, আসানসোলের মহীশিলা কলোনি এলাকায় সংঘর্ষে জড়ালেন তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকেরা, সকাল থেকে বন্‌ধ সমর্থকেরা কলোনির বাজার বন্ধ করিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা পুনরায় বাজার চালু করতে এলে দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

নোটিশ

বিবেকানন্দ সরণি, ওয়ার্ড নং ০১৬, মধ্যমগ্রাম, পিনঃ ৭০০১৩০-এ বসবাসরত সুধাংশু সাহার ছেলে বিজয় সাহা ১৯৮৪ সালের দলিল নং ২২২১ হারিয়েছেন এবং জিডি এন্ট্রি নং-এর মাধ্যমে বউবাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ১৮৬২ তারিখ ২৩-০৮-২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি সাক্ষ সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

শ্রেয়সী মন্ডল
উকিল
ফোন নং. ৮৭৭৭৪৮৩৫১১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৮-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিবিআর, টিটিআর এবং টিএফআর। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৬৪,৬০,২৪৪.৬৫ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,৮২,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-167/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NIT NO.-195(12)/SGP/2024 Dated-28/08/2024 Last date of Submission on or before 06/09/2024 (up-to 04.30PM), Date of Opening-09/09/2024 (From 04.30 P.M) (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)

Sd/-Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-17/2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **02/09/2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

E tender notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 5th SFC tied fund of following scheme in respect of tender Id: 2024-ZPHD-740366 (1) to 2024-ZPHD - 740366 (4) Bid proposal submission on last date 14/09/2024 at 3:30 pm For details information contact to the undersigned

S/d prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

Notice

It is hereby inform that Bandana Bandyopadhyay @ Banerjee, W/o Pankaj Kr. Bandyopadhyay @ Banerjee, of Pratapaditya Road, Noapara, Barasat, Kol-125, buy a Land of Mouja - Noapara, J.L.-83, R.S.&L.R.Dag-1037, & R.S.Kh.-659 & L.R.Kh.-53, worth 4.125 Decimal vide deed No.-424 of D.R. Barasat, Dt.-27/01/1988, from Nitai Adhikary & Others, S/o-Lakshmi Adhikary of same address, and according to succession & chain deed a Power of Attorney mentioned vide Deed No.-55, Book-4, Vol.-3, Page 104-105, Dt.-17/04/1979 of S.R.Midnapore, Kharagpur now A.D.S.R. Kharagpur. Now this case is under B.L.&L.R.O. Barasat-1 for mutation.

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 682/EO/JLD-II, Dated: 28/08/2024
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as 3 rd Call follows: NIeT No.-2(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 28.08.2024, retender for 4 nos. scheme(Tender ID 2024_ZPHD_709771_16 to ID 2024_ZPHD_709771_19) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 04.09.2024 up to 05-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 290/PWD/ROAD/BMC,
Dated : 28.08.2024
e-Tender has been invited for Repairing of important roads under Bidhannagar Traffic guard under BMC.
For details, please **follow Tender Id 2024_MAD_740453_1 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.
Last date of Bid submission- 12/09/2024 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

সংশোধনী নং. ৩

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। **অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবেঃ-** ৩০-০৮-২০২৪-এর ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৯-০৯-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, **টেন্ডার খুলবেঃ-** ৩০-০৮-২০২৪-এর পরিবর্তে ০৯-০৯-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

E- TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing & Construction a Tin Shed of Municipal Building in Ward No-01, Repairing & Renovation of Surrounding Area Beside Kalipur Electric Crematorium in Ward No-19, Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain in Ward No-11 under Dankuni Municipality and Supply of Hand Tube- well parts and Accessories for E- N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-51 & 53/2024-25 and WBMAD/DKM/SUPL/e-NIT-03/2024-25, Bid submission closing date (online)- 06/09/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in. the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-tender No.-
WBMAD/UM/182/e-Tender/2024-25, Dated: 27.08.2024,
WBMAD/UM/183/e-Tender/2024-25, Dated: 27.08.2024
(Construction of Community Toilet in North Mill "A" Block Line No 01 & 08 ward no 2 under Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L27209WB1971PLC028015
নিবন্ধিত অফিসঃ ২৪০বি, ২য় তলা, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড,
কলকাতা-৭০০০২০ টেলিফোনঃ(০৩৩)- ৭৯৬৬০৪৫৮
ইমেইলঃ bansalramesh@hotmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.indianbasemetals.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ইন্ডিয়ান বেস মেটাল কোম্পানি লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ৫৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ দুপুর ১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সার্কুলার।
প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, FY ২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ AGM নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। উল্লিখিত AGM বিজ্ঞপ্তি এবং FY ২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।
সদস্য, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুগ্রহ করে নীচের উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি সদস্যদের এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।

শারীরিক হোল্ডিং	যে সদস্যরা প্রকৃত শেয়ার ধারণ করেছেন এবং কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম ISR-১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়) জমা দিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, ৭ তল, রুম নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭-এ Niche Technologies Private Limited-এর কাছে প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (DP) সাথে যোগাযোগ করুন * অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার জন্য ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করা বাধ্যতামূলক পৃথক ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে এজিএমে যোগদান।

ইন্ডিয়ান বেস মেটাল কোম্পানি লিমিটেডের
জন্য
রমেশ বনসাল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯ আগস্ট, ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/014/2024-2025/D Name of work : **Development of Road surface by lowering of MH,GP & Resetting of Kerb & Channel & allied Civil Work along Dover Terrace from 2/3 Dover Terrace to 21 Dover Terrace in Ward No.85.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,82,841.78.** Earnest Money : **Rs.9,700.00.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/08/2024-2025/D Name of work : **Restoration of Paver Block and IPS on Footpath near 25/B, 27 Townshend Road, 1/2 Priyanath Mullick Road, 5, 8/1B Hazra Road, etc. in Ward No.72 disturbed by different PU Agency and Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,80,231.70.** Earnest Money : **Rs.9,700.00.** Period of Completion : **90 Days (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/12/2024-2025/R Name of work : **Washing, Painting & Minor Mending Good damages to the Median Strip Garden (Except Watering) along Sarat Bose Road starting from Minto Park A.J.C. Bose Road Xing to Southern Avenue Xing under Borough-VIII.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,048.58.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/017/2024-2025/R Name of work : **Development of Drainage System & construction of Gully Pits, Catch Pits, Manholes, SICP at 55, 53A, 51 Leela Roy Sarani etc. in Ward No.86.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,99,711.19.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **06.09.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 4).** Date of opening of tender : **09.09.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 4).**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/05/2024-2025/BUSTEE Name of work : **Repairing of Bustee Passage at 2/C, 16 J.D.N Road & other different places (All Bustee) in Ward No.70, Borough-VIII.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,71,234.83.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.09.2024 at 12 noon.** Date of opening of tender : **17.09.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4)** and **03.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

The Execuitve Engineer (C), Br.-V, KMC invites e- tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/13/2024-2025 Name of work : **Repairing of I.P.S. Footpath at Chitpur Spur and surrounding etc. in Ward No.041.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,96,705.95.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/19/2024-2025 Name of work : **Repairing of stone set footpath at 9, Tarachand Dutta Street, Ramlochan Mallick Street etc. in Ward No.043.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,91,850.42.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/18/2024-2025 Name of work : **Restoration of Paver Block Footpath at M.G. Road (Southern Side) etc. in Ward No.43.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,97,012.41.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **28 Days (for Sl.No. 1 to 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **09.09.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Date and Time of opening of Tender : **11.09.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Execuitve Engineer (C), Borough-III, KMC invites e- tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE-III/34/13/24-25 (1st Call) Name of work : **Restoration of IPS Footpath and Paver Block at 46/2B, B/19/5, 162A/H/21 Dr. S.Ch. Banerjee Road, 79A, 62 R.R. Mitra Road and different location disturbed by W.S. Dept. in Ward No.34.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.3,44,383.00.** Earnest Money : **Rs.6,900.00.** Period of Completion : **40 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE-III/034/02/24-25 (1st Call) Name of work : **Repair of Sewer at 17, 19 Beleghata Main Road and surrounding area in Ward No.034.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.3,23,561.00.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE-III/034/11/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing of IPS and Asphaltum Road surface from 2, Kalimuddin Sarkar Lane to 34 Chaul Patty Road to be disturbed by W.S. Dept. in Ward No.34.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,72,776.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **06.09.2024 upto 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Date and Time of opening of Bid : **09.09.2024 after 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Execuitve Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites e- tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/022/24-25 Name of work : **Dev. of Road by laying Hot-Mix at Sonarbangla near Chakthakurani Nimna Buniyadi Vidyalay in Ward No.142.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,99,235.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/018/24-25/PARK Name of work : **Maintenance of Park by Plantation and Carried Earth and Minor Civil Work at Muchirdanga Park in Ward No.142.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,21,415.66.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/010/24-25/PARK (2nd Call) Name of work : **Regular maintenance of KMC Parks at Ranganathpur Colony, Dakshinpara Road, Sukanta Park, Rajani Banerjee Road etc. in Ward No.125.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,57,287.60.** Earnest Money : **Rs.9,200.00.** Period of Completion : **210 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **09.09.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **11.09.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).**
4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/022/24-25 Name of work : **Maint. of Road by laying Hot-Mix at Kalipada Mukherjee Road near Pre.No.58 in Ward No.123.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,78,693.13.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.09.2024 at 12 noon.** The Tender will be opened on **09.09.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** and **30.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

475/ 24-25

রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে মুখ খুললেন বিনেশ ফোগাট

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ ভারতীয় কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট কি সত্যিই নামবেন রাজনীতির ময়দানে? বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। তিনি কয়েকদিন আগে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এরপর অনেকেই বলতে শুরু করেন, এ বার বিনেশের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সম্ভবনা জোরাল হল। এর আগে হরিয়ানা বিজেপির প্রধান মোহনলাল বড়োলি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, বিনেশ ভোটে দাঁড়াতে পারেন। ক্রীড়াবিদদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া অবশ্য নতুন ট্রেন্ড নয়। সত্যিই কি বিনেশও যোগ দেবেন রাজনীতিতে? কী বলছেন ভারতীয় তারকা কুস্তিগির? বিনেশ রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে এই প্রথম বার মুখ খুললেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিনেশ ফোগাট। সেখানে তিনি বলেন, ''রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার চাপ আসছে। কিন্তু আমি বড়দের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'' প্যারিস অলিম্পিকে ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ ফোগাট। কিন্তু ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় তিনি ফাইনালে নামতে পারেননি। যে কারণে তাঁর নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হয়েছে। এরপর তিনি কুস্তিকে বিদায়ও জানান। অবশ্য, বার বার শোনা গিয়েছে, অবসর ভেঙে ফের কুস্তির আখাড়ায় ফিরতে পারেন বিনেশ। এ বার তাঁর সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, রাজনীতিতে যোগ দিলে কি আর খেলবেন না? হাসিমুখে বিনেশ উত্তর দেন, ''আমি দু'টোই চালিয়ে যাব।'' অবসর কি তা হলে ভাঙবেন বিনেশ? তাঁর উত্তর, ''যখন আমার মস্তিস্ক পরিস্কার হবে, আমি তখন পরবর্তীতে কী করা উচিত তা নিয়ে ভাবব। সম্প্রতি আমার সঙ্গে যা হয়েছে, তাতে আমি বিরাট ধাক্কা পেয়েছি।''

এলএসজি'র মেন্টর হলেন জাহির খান

লখনউ, ২৮ আগস্টঃ লখনউ সুপার জায়ান্টস বুধবার কোনও বড় ঘোষণা করতে পারে। এই আঁচ বেশ কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল। হলও তেমনটাই। বুধ-বিকেলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে জাহির খানের নাম ঘোষণা করা হল। গত কয়েক দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন ছিল, লখনউয়ের বোলিং কোচ বা মেন্টর হিসেবে যোগ দিতে পারেন দেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার জাহির খান। আইপিএল-২০২৫-এর মেগা নিলামের আগে সত্যিই লখনউতে যোগ দিলেন জাহির। পেলেন কোন দায়িত্ব? ২০২২ সালে আইপিএলের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ লখনউ সুপার জায়ান্টসের। গত বছর ও ২০২২ সালে লখনউয়ের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ২০২৪ এর আইপিএলের আগে গৌতম লখনউ ছেড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে সামলেছিলেন। এ বছর লখনউ শিবির মেন্টরহীন ছিল। এ বছর রয়েছে আইপিএলের মেগা মিলাম। তার আগে জাহির খানকে দলের মেন্টর হিসেবে টেনে নিল লখনউ সুপার জায়ান্টস।

আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার পরে ৩ লক্ষ্য জানিয়ে দিলেন শাহ

দুবাই, ২৮ আগস্টঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হলেন জয় শাহ। গত কয়েকদিন ধরে জোর আলোচনা হচ্ছিল যে, বিসিসিআই সচিব এ বার আইসিসির পথে পা বাড়াচ্ছেন সেই খবরেই শিলমোহর। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলের মেয়াদ ফুরোচ্ছে ১ ডিসেম্বর। ওই দিনই আইসিসির নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন জয় শাহ। এই নতুন দায়িত্ব পেয়ে জয় জানান, তাঁর লক্ষ্য থাকবে ক্রিকেটকে সারা বিশ্বে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। ও ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করা। একইসঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান হতেই এক বড় ঘোষণাও করেছেন জয়। ৩৫ বছর বয়সী জয় শাহ পরিস্কার করে দিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বোর্ডের এক বিবৃতিতে জয় শাহ বলেন, ''টি-টোয়েন্টি স্বাভাবিকভাবে এক উত্তেজক ফর্ম্যাট। একইসঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, টেস্ট ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকলের কাছে এটার আলাদা প্রাধান্য রয়েছে।'' এখানেই থেমে থাকেননি জয় শাহ। তিনি আরও বলেন, ''আমা এটা অবশ্যই দেখতে হবে যে, ক্রিকেটাররা যেন এই বড় ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যান। আমাদের এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।'' একইসঙ্গে নতুন কিছু করার কথাও শোনা গিয়েছে আইসিসির নতুন চেয়ারম্যানের মুখে। জয় বলেন, ''আমার মেয়াদ থাকাকালীন আমি আলাদা করে ট্যালেন্ট সার্চ (প্রতিভার অন্বেষণ) করতে চাই। আশা করি আমি এই প্রোগ্রামে সকলের সমর্থন পাব। আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য আইসিসি বোর্ডের সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা যে ভরসা দেখিয়েছেন, তাতে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি সকলের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করব।'' দায়িত্ব পাওয়ার পরে শাহ জানিয়েছেন, তিনটি লক্ষ্যে কাজ করবে তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটি।

টেস্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি- শাহের মতে, ক্রিকেটের তিনটি ফরম্যাটের মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব ভুললে চলবে না। তিনি বলেন, ''হতে পারে এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রমরমা। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে ক্রিকেটের ভিত হল টেস্ট। তাই সকলে যাতে ক্রিকেটের বড় ফরম্যাট খেলতে চায় সে দিকে নজর দিতে হবে। টেস্টকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এখন টি-টোয়েন্টির মতো টেস্টেও দর্শকেরা মাঠ ভরাচ্ছেন। এটা ভাল ছবি। দিন-রাতের টেস্ট শুরু হয়েছে। সেটাও আকর্ষণীয়।''

বিশ্ব জুড়ে ক্রিকেটের প্রসার- ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ক্রিকেট ছড়িয়ে পড়ছে। তার বড় উদাহরণ চলতি বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেখানে আমেরিকা, কানাডা, উগান্ডা, পাপুয়া নিউ গিনির মতো দেশ খেলেছে। শাহ চান, আরও বেশি দেশ ক্রিকেট খেলুক। তিনি বলেন, ''আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ক্রিকেটকে গোটা বিশ্বে আরও ছড়িয়ে দেব। ক্রিকেটের মান আরও বৃদ্ধি করব। আমি জানি, আইসিসি চেয়ারম্যান হিসাবে আমার কাছে অনেক প্রত্যাশা। আমি প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করব। আগামী দিনে আরও অনেক দেশ এই সুন্দর খেলাটা খেলবে।''

মহিলা ও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের ক্রিকেটের প্রসার- ২০২৮ সাল থেকে অলিম্পিক্সে শুরু হবে ক্রিকেট। এটা ক্রিকেটের একটি বড় মাইলফলক। আগামী দিনে মহিলা ও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের ক্রিকেটের প্রসারে তাঁরা নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন শাহ। তিনি বলেন, ''মহিলা ও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের ক্রিকেটের মান বৃদ্ধি আইসিসির একটা বড় লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাব। কোনও রকমের সমস্যা ক্রিকেটের প্রসার থামাতে পারবে না। এই কাজ আমরা সকলে মিলে করব। আশা করছি সফল হব।''

জগমোহন ডালমিয়া, শরদ পওয়ার, এন শ্রীনিবাসন ও শশাঙ্ক মনোহরের পরে পঞ্চম ভারতীয় হিসাবে আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন শাহ। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে আইসিসির মাথায় বসেছেন তিনি।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ড্র অনুষ্ঠানে বিশেষ পুরস্কার পাবেন রোনাল্ডো

মোনাকো, ২৮ আগস্টঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও চ্যাম্পিয়নস লিগ একসময় একে অপরের পরিপূরক ছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনাল্ডো মানেই ছিল থরে-বিথরে সাফল্য। ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে সবচেয়ে বেশি গোল এবং সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলাসহ অনেক রেকর্ড রোনাল্ডোর দখলে। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫টি শিরোপাও জিতেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেই চ্যাম্পিয়নস লিগের কর্তৃপক্ষ উয়েফা এবার বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করবে রোনাল্ডোকে। ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে রোনাল্ডোকে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। মোনাকোয় আগামীকাল ২০২৪-২৫ মরসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠানে রোনাল্ডোর হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৯টায় শুরু হবে এই ড্র অনুষ্ঠান। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা রোনাল্ডো চ্যাম্পিয়নস লিগে ১৮৩ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন সর্বোচ্চ ১৪০টি। তালিকায় দ্বিতীয় লিওনেল মেসির চেয়ে ১১ গোল বেশি করেছেন রোনাল্ডো। তৃতীয় রবার্ট লেভানডফস্কির চেয়ে রোনাল্ডো এগিয়ে আছেন ৪৬ গোলে। মেসি নিজেও এখন আর ইউরোপে খেলেন না। তাই অদূর ভবিষ্যতে রোনাল্ডোর গোলের রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া ক্যারিয়ারে সাতটি আলাদা মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কীর্তিও আছে রোনাল্ডোর নামের পাশে। ৫ শিরোপার ১টি রোনাল্ডো জিতেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে এবং বাকি চারটি জিতেছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। রোনাল্ডোকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে উয়েফার বিবৃতিতে সেফেরিন বলেছেন, 'ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের তারকাপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাদের একজন। এ প্রতিযোগিতায় গোল করায় তাঁর অসাধারণ অর্জন আরও অনেক দিন পর্যন্ত অধরা থেকে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাঁর এই রেকর্ড অতিক্রম করা উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।' রোনাল্ডোকে প্রশংসায় ভাসিয়ে সেফেরিন আরও বলেছেন, 'দুই দশকের বেশি সময় ধরে গোল করায় এবং গোল উদযাপনের জন্য তারুণ্যের আবেগকে ধরে রেখে নিয়মিতভাবে নিজের খেলার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং নিজেকে শাণিত করেছেন। এই মঞ্চে তার পেশাদারত্ব, কাজের প্রতি নৈতিকতা, নিবেদন এবং দ্যুতি ছড়ানোর ক্ষমতার গুণাবলিগুলো সর্বত্র ফুটবলারদের অনুসরণ করা উচিত।'

ড্র আজ রাতেই

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হোয়াইটওয়াশ করে বিশ্বকাপের প্রতিশোধ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

টরোবা, ২৮ আগস্টঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচেও হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টিতে ১৩ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১১৬ রানের লক্ষ্য ৯.২ ওভারেই ৮ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর তাতে তিন ম্যাচের সিরিজটা ৩-০ ব্যবধানে জিতে প্রোটিয়াদের হোয়াইটওয়াশ করল ক্যারিবিয়ানরা। একই মাঠে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ৭ উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে ৩০ রানে। গতকাল টসে হেরে আগে ব্যাটিং করে ট্রিস্টান স্টাবসের ১৫ বলে ৪০ রানের ইনিংসে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা করে ৪ উইকেটে ১০৮ রান। ডিএলস নিয়মে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লক্ষ্য পায় ১১৬ রানের। শাই হোপের ২৪ বলে ৪২, নিকোলাস পুরানের ১৩ বলে ৩৫ রানের ইনিংসে এই রান হেসেখেলে তাড়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ ছাড়া ১৭ বলে ৩১ রান করেন শিমরন হেটমায়ার। যদিও এরা কেউ ম্যাচসেরা হননি। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ২ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়া পেসার রোমারিও শেফার্ড। সিরিজসেরা হয়েছেন শাই হোপ। সিরিজের ৩টি ম্যাচেই ব্যাট হাতে ভালো করেছেন হোপ। গতকাল ৪২ রানে অপরাজিত থাকা ব্যাটসম্যান প্রথম ম্যাচে করেন ৫১ রান, পরেরটিতে ৪১ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায় নিতে হয়েছিল সুপার এইট পর্ব থেকে। সেই দলটাকে ৩-০ ব্যবধানে হারানো দুর্দান্ত এক অর্জন বলে মনে করছেন শেফার্ড, ''যে যে দলটা আমাদের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছে, তাদের সব ম্যাচে হারানো দুর্দান্ত।'' ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোস্টন চেজ বলেছেন, ''সিরিজটি ৩-০ ব্যবধান জিততে চেয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত এই ম্যাচে চেয়েছি আমাদের ক্রিকেটাররা সহজাত খেলাটা খেলুক। ছেলেরা দুর্দান্ত খেলেছে।'' দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম উন্নতির অনেক জায়গা দেখছেন, ''কঠিন ম্যাচ গেছে। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কন্ডিশনে খেলেছি। এরপরও দল হিসেবে উন্নতির জায়গা আছে। তাতে কিছুটা সময় লাগবে, এখান থেকে নেওয়ারও কিছু আছে কিন্তু হারাটা কখনোই ভালো কিছু নয়।''

সকালে নিবন্ধন, রাতেই বার্সার জয়ের নায়ক ওলমো

মাদ্রিদ, ২৮ আগস্টঃ নতুন দলে প্রথমবার খেলতে নেমে এর চেয়ে আর বেশি কী চাইতে পারেন কোনো খেলোয়াড়। মঙ্গলবার সকালে বার্সেলোনার মূল দলে নিবন্ধনের পর রাতে লা লিগায় রায়ো ভাল্লেকানো বিপক্ষে দানি ওলমো বদলি হিসেবে মাঠে নামলেন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। তাঁর নতুন দল তখন পিছিয়ে ০-১ গোলে। মেরুন-নীল জার্সিতে ওলমোর অভিষেকের ১৫ মিনিট পর পেদ্রির গোলে সমতা ফেরায় বার্সা। ভায়েকানোর মাঠে সেই ওলমো বার্সাকে ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার কাজটা করলেন ৮২ মিনিটে। লামিনে ইয়ামালের পাস থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন বুন্দেসলিগা ক্লাব লাইপজিগ থেকে বার্সায় যোগ দেওয়া এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। ভাল্লেকানোর মাঠে পাওয়া ২-১ গোলের এই জয় বার্সাকে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেই রাখল। এবারের লা লিগায় একমাত্র দল হিসেবে তিন ম্যাচে তিনটিতেই জিতেছে বার্সেলোনা। অন্তত এই রাউন্ডে অন্য কোনো দলের পক্ষে বার্সাকে ছোঁয়া সম্ভব নয়। স্পেনে জন্ম, স্পেনে বেড়ে ওঠা, তবে সিনিয়র ফুটবলে গতকালই প্রথমবার কোনো স্প্যানিশ ক্লাবের হয়ে খেললেন ওলমো। ২০০৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বার্সার যুব দলে খেলা ওলমোর পেশাদার ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু ক্রোয়েশিয়ার দিনামো জাগরেবে। ছয় বছর ক্রোয়েশিয়ায় কাটিয়ে ২০২০ সালে জার্মান ক্লাব রেড বুল লাইপজিগে যোগ দেন স্পেন জাতীয় দলের এই খেলোয়াড়। চার বছর জার্মানিতে খেলার পর এবার বার্সায় ফিরলেন ইউরোজয়ী স্পেন দলের এই খেলোয়াড়। জাতীয় দল সতীর্থ ফেরান তোরেসের বদলি হিসেবে খেলা ওলমো ম্যাচশেষে জানালেন নতুন জার্সি গায়ে কতটা নার্ভাস ছিলেন সেটি, ''অভিষক নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম, (কিন্তু) এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারত। ভালো লাগছে শেষ পর্যন্ত মাঠে নেমে খেলার সুযোগ পেয়ে দলকে সাহায্য করতে পারলাম।'' বার্সার বিখ্যাত লা মাসিয়া যুব একাডেমির ছাত্র ওলমো গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন আরেকটি। মাঠে নামের ১৩ মিনিটের মাথায় তাঁর শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। বার্সার নতুন কোচ হান্সি ফ্লিক দলের নতুন খেলোয়াড়ের প্রশংসায় মাতলেন ম্যাচের পর, ''সে গোল করেছে, আর এ কারণেই তাকে দলে পেয়ে আমার খুশি। এই তিন পয়েন্ট আমাদের প্রাপ্য ছিল।'' এবার ক্লাবের শতবর্ষ পালন কারা ভাল্লেকানো উনাই লোপেজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ৯ মিনিটে। ওলমো ক্রসবারে বল লাগানোর ২ মিনিট পর রাফিনিয়ার কাছে থেকে বল পেয়ে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে থেকে বার্সার সমতাসূচক গোলটি করেন পেদ্রি। বার্সার পোলিশ তারকা রবার্ট লেভানডফস্কি ৭১ মিনিটে করা একটি গোল বাতিল না হলে জয়ের ব্যবধানটা আরও বড় হতে পারত।

VISVA - BHARATI
SANTINIKETAN
BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA, PIN-731235
Website: www.visva-bharati.ac.in
সরকারী সহায়তায় ব্যবসার / সংস্থার বা প্রোডাক্টের ট্রেডমার্ক এবং শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করান
আপনার ব্যবসার নাম বা তৈরী প্রোডাক্টের নাম বা প্যাকেজিং ট্রেডমার্ক করাতে এবং হস্তশিল্প বা অন্য শিল্প দ্রব্যের (শাড়ি, গহনা, ব্যাগ, ঘড়ি, ঘর সাজানোর জিনিস ইত্যাদি) ডিজাইন রেজিস্ট্রেশান অথবা জি আই / পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশান করাতে যোগাযোগ করুন-
নোডাল অফিসার, আই পি ফ্যাসিলিটেশান সেন্টার
উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞান বিভাগ
পল্লী শিক্ষা ভবন, বিশ্বভারতী
শ্রীনিকেতন, বীরভূম, পঃ বঃ
পিন-৭৩১২৩৬
মোবাইল নংঃ ৯৪৭৫৮৪৭৩১০, ইমেলঃ bholanath.mondal@visva-bharati.ac.in
(কেন্দ্রীয় সুক্ষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের একটি প্রকল্প)

'বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার' মামারদাশভিলি যাচ্ছেন লিভারপুলে

লিভারপুল, ২৮ আগস্টঃ গুঞ্জনটি কয়েক দিন ধরেই বাতাসে ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো! জর্জিয়ান গোলকিপার গিওর্গি মামারদাশভিলিকে দলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে লিভারপুল। গতকাল তাঁকে সই করানোর ব্যাপারে সম্মত হওয়ার খবর জানিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। নতুন কোচ আর্নে স্লটের অধীনে লিভারপুল এই প্রথম কোনো খেলোয়াড়কে দলে টানল। সেটাও যৌথভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার! ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুযায়ী পর্তুগালের গোলকিপার দিয়োগো কস্তা ও মামারদাশভিলি এখন বাজারমূল্যে যৌথভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলকিপার। দুজনের বাজারমূল্যই সমান ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। কিন্তু লিভারপুল এই বাজারমূল্যের চেয়ে কমে পেয়েছে মামারদাশভিলিকে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, দলবদলের এই মরসুমে প্রথম খেলোয়াড়টি কিনতে ৩ কোটি ইউরো দেবে লিভারপুল। এর পাশাপাশি অ্যাড-অনস হিসেবে দিতে হবে আরও ৫০ লাখ ইউরো। সব মিলিয়ে সাড়ে ৩ কোটি ইউরো খরচ হবে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। তবে ২৩ বছর বয়সী এই গোলকিপারের লিভারপুলে যোগ দেওয়া নির্ভর করছে ইংল্যান্ডে তাঁর ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া এবং আন্তর্জাতিক ছাড়পত্রের ওপর, যেটায় কোনো সমস্যা না হওয়াই স্বাভাবিক। আর ভ্যালেন্সিয়ায় এই মরসুমটা থেকে ২০২৫-২৬ মরসুমে লিভারপুলে যোগ দেবেন মামারদাশভিলি। লিভারপুলের বিবৃতিতে বলা হয়, 'গিওর্গি মামারদাশভিলির দলবদলের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে লিভারপুল। এখন ওয়ার্ক পারমিট এবং আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পাওয়া বাকি। ২৩ বছর বয়সী এই গোলকিপার আগামী মরসুমে মার্সিসাইডে আসার আগে চলতি মরসুমের বাকি সময় স্পেনে লস চেদের (ভ্যালেন্সিয়া) সঙ্গেই থাকবেন।' ব্রাজিলের আলিসন বেকার এখনো লিভারপুলের প্রথম পছন্দের গোলকিপার। তাঁর পাশাপাশি আইরিশ গোলকিপার কেভিন কেলাহারও আছেন। কিন্তু মামারদাশভিলিকে লিভারপুলের কেনার অর্থ হলো তাঁরা ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। আগামী অক্টোবরে ৩২ বছরে পা রাখতে যাওয়া আলিসনের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর সম্মতি নিয়েই মামারদাশভিলিকে কেনার ব্যাপারে এগিয়েছে লিভারপুল। সেক্ষেত্রে কেলাহারের ক্লাবটি ছাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মামারদাশভিলিকে সম্ভবত আলিসনের স্থলাভিষিক্ত করার কথা ভাবছে লিভারপুল।

ব্রাজিলিয়ান গোলকিপারের সঙ্গে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে এখনো দুই বছর বাকি। এর মধ্যে মামারদাশভিলিকে তৈরি করতে চায় লিভারপুল। লিভারপুলের সংবাদমাধ্যম 'লিভারপুল ইকো'কে আলিসন এর আগে বলেছেন, ''আমার মতে ক্লাবের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকব না। আমার মতে এটা ভালো পরিকল্পনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটা (মামারদাশভিলি) আসার আগেই আমি জানতাম। এটা আমার জন্য ভালো বার্তা। কারণ ক্লাব আমার ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়।'' গত জুলাইয়ে শেষ হওয়া ইউরোয় দুর্দান্ত খেলে নজর কেড়েছিলেন মামারদাশভিলি। শেষ ষোলোয় স্পেনের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার আগে জর্জিয়ার চারটি ম্যাচে পোস্ট সামলেছেন। ২০২১ সালে ভ্যালেন্সিয়ায় যোগ দিয়ে গত দুই মরসুমে লা লিগায় একটি ম্যাচ বাদে ক্লাবটির সব ম্যাচেই প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছেন। এই মরসুমে বার্সেলোনা ও সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ভ্যালেন্সিয়ার হারের দুই ম্যাচেও একাদশে ছিলেন মামারদাশভিলি। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই গোলকিপারের জন্ম জর্জিয়া তিবিলিসিতে। সেখানকার খ্যাতিমান ক্লাব দিনামো তিবিলিসির মূল দলে খেলাই ছিল মামারদাশভিলির শৈশবের স্বপ্ন। বাড়ির উঠোনে অনুশীলন করিয়ে তাঁকে গোলকিপার হিসেবে ব। করে তুলেছেন বাবা দাভিত মামারদাশভিলি। তিনি নিজেও ছিলেন পেশাদার গোলকিপার। সন্তানকে নিয়ে ফুটবল ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাঁর। কিন্তু ২০১২ সালে দিনামো তিবিলিসির বয়সভিত্তিক দলে যোগও দিলেও মামারদাশভিলির স্বপ্নপূরণ হয়নি। ক্লাবটি কখনোই তাঁকে মূল দলে খেলায়নি। ধারে পাঠায়। নগর প্রতিদ্বন্দ্বি লোকোমোটিভ তিবিলিসিতে ধারে খেলার সময়ই প্রথম নজর কাড়েন মামারদাশভিলি। ম্যানুয়েল নয়্যারকে আদর্শ মানা মামারদাশভিলি ২০২০ সালে ইউরোপা লিগে নজর কাড়েন। সেবার গ্রানাদার বিপক্ষে লোকোমোটিভের ম্যাচে গ্যালারিতে ভ্যালেন্সিয়ার স্কাউটেরাও ছিলেন। ৯ মাস পরই মামারদাশভিলির ঠিকানা হয় মেস্তায়া (ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ)। মানসিকভাবে ভীষণ শক্তিশালী মামারদাশভিলিকে ভ্যালেন্সিয়ায় প্রস্তুত করেছেন লিভারপুলেরই প্রাক্তন গোলকিপার হোসে ওচোতোরেনা। ধীরে ধীরে ২৩ বছর বয়সী মামারদাশভিলি নিজেকে ইউরোপের অন্যতম সেরা তরুণ গোলকিপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জন্মভূমি জর্জিয়ায় তাঁকে এবং তাঁরই জাতীয় দল সতীর্থ নাপোলি স্ট্রাইকার খিচা কাভারাস্কাইয়াকে অনেকেই আদর্শের চোখে দেখেন। তিবিলিসির খোনিতে (জন্মস্থান) মামারদাশভিলির একটি ভাস্কর্য রয়েছে। জাতীয় দলের পতাকা সংবলিত সেই ভাস্কর্যের পাশে লেখা 'দ্য গ্রেট জর্জিয়ান ওয়াল।' গ্রিসের বিপক্ষে পেনাল্টি শুটআউট ঠেকিয়ে জর্জিয়াকে ২০২৪ ইউরোর মূল পর্বে তোলার পর এবং মূল পর্বে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের পর জর্জিয়ার বাতুমি অঞ্চলেও মামারদাশভিলির একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। তিনি কতটা উঁচুমানের গোলকিপার সে বিষয়ে 'দ্য অ্যাথলেটিক'কে বলেছেন জর্জিয়া জাতীয় দলের সহকারী কোচ ডেভিড ওয়েব, 'খিচা সোনার ছেলে, তবে মামারদাশভিলিও এখন পিছিয়ে নেই। সে লিভারপুলে যোগ দিচ্ছে।'

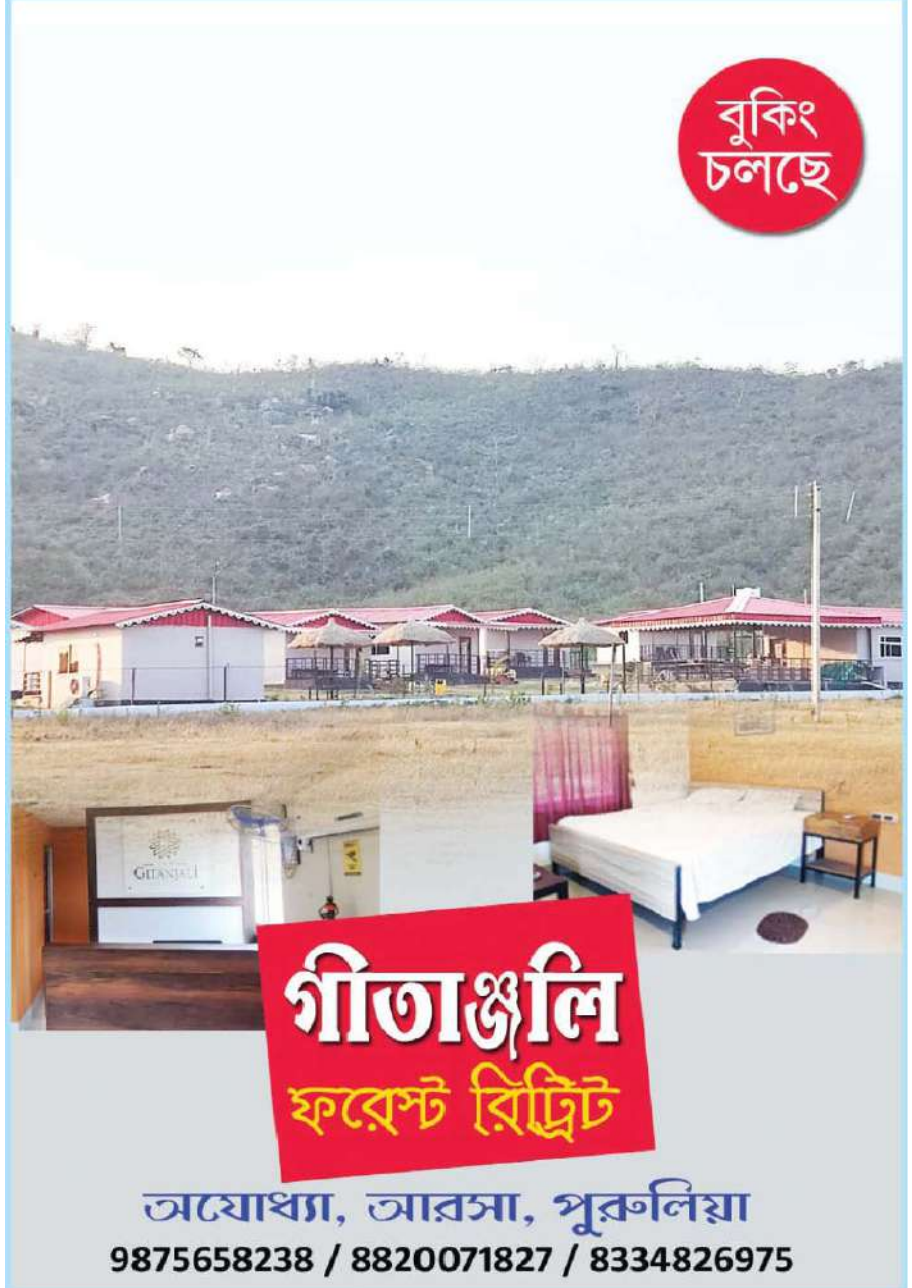

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com